রাহে আমল

২

মূল

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

হাফেয আকরাম ফারুক


الله
جل جلاله

রাহে আমল

راهِ عمل

২


بسم الله الرحمن الرحيم

রাহে আমল

(একটি অনন্য হাদীস সংকলন)

২য় খণ্ড

মূল

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

হাফেয আকরাম ফারুক

মক্কা পাবলিকেশন্স

৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

রাহে আমল (২)

আল্লামা জলীল আহসান নদভী

অনুবাদ

হাফেয আকরাম ফারুক

প্রকাশনায়

মক্কা পাবলিকেশন্স

৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন

❏ ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

❏ কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

❏ ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ

সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী

আশ্বিন ১৪১০ বাংলা

রজব ১৪২৪ হিজরী

প্রচ্ছদ

এম জি এ আলমগীর

মুদ্রণ

মীম প্রিন্টিং প্রেস

বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১০০০

নির্ধারিত মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

RAHE AMAL Vol. II. by Jalil Ahsan Nadvi Translated (into Bengali) by Hafez Akram Faroque, published by Makka publications 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100, First Edition September 2003, Net Price : Tk. 60.00 only, ($-2.00)

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيْ لَوْلَآ أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার একটা শাশ্বত নিয়ম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। সেই নিয়মটি হলো, যে ব্যক্তি হেদায়াতের জন্য উদগ্রীব হয়, পোষণ করে তীব্র পিপাসা, আগ্রহ ও অস্থিরতা, আল্লাহ তাকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেন। আর যার ভেতরে হেদায়াতের পিপাসা নেই, তাকে তিনি কখনো হেদায়াত দান করেন না।

কোন বাবা তার সন্তানের সাথে এবং স্নেহময় শিক্ষক স্বীয় অধ্যবসায়ী শিষ্যের সাথে যে ধরনের আচরণ করে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তার হেদায়াত প্রত্যাশী বান্দার সাথে ঠিক তদ্রূপ আচরণ করে থাকেন। আল্লাহ তাকে হেদায়াতের পথে তুলে দিয়েই শুধু ক্ষান্ত থাকেন না, বরং তাকে অব্যাহতভাবে নিজের দিকে টানতে থাকেন এবং সামনে এগিয়ে নিতে থাকেন। পক্ষান্তরে যার ভেতরে হেদায়াত লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা বা কামনা-বাসনা নেই, আল্লাহ তার কোন ধার ধারেন না। তার ব্যাপারে আল্লাহ বেপরোয়া হয়ে যান। তাকে ছেড়ে দেন, যে পথে ইচ্ছা চলুক এবং যে গর্তে ইচ্ছা পড়ুক।

পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে সঠিক ও নির্ভুল পথ দেখানোর জন্য নাযিল হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার তীব্র বাসনা, অদম্য ইচ্ছা ও প্রবল পিপাসা যে পোষণ করে, একমাত্র সেই তা থেকে আলো পেয়ে থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের সুপথ প্রাপ্তি ও আত্মশুদ্ধির জন্য নয়, বরং নিছক বাড়তি জ্ঞান অর্জনের খাতিরে এটি অধ্যয়ন করে, সে কোরআন থেকে কোন পথনির্দেশনা পায় না। রাসূলের (সা) হাদীসের বেলায়ও এ কথাটা

প্রযোজ্য। কোরআনের ন্যায় হাদীসও একই উৎস থেকে উৎসারিত বলে এ বৈশিষ্টটি হাদীসেও সমভাবে বিদ্যমান। কেউ যদি হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে হাদীস পড়ে, তবে সে তা থেকে হেদায়াত পাবে। আর যদি নিছক বাড়তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পড়ে, তবে সে তা থেকে কোন পথনির্দেশ পাবে না। হেদায়াত ও বিপথগামিতার ব্যাপারে আল্লাহর এই নিয়ম ও নীতি চিরন্তন। আল্লাহর নিয়ম- নীতি কখনো পরিবর্তিত হয় না।

'রাহে আমল' রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রজ্ঞাময় বাণীসমূহের একটি সংকলন। চিন্তা ও চরিত্রের সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে এটি সংকলিত। নিছক জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এটি অধ্যয়ন করা উচিত হবে না। রাসূল (সা)-এর বাণী এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে পড়ায় লাভ তো দূরের কথা, ক্ষতির আশংকাই বেশী। দ্বিতীয়তঃ হাদীসের শুধু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়া এবং হাদীসের মূল ভাষ্য না পড়া নিজেকে অনেক অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার নামান্তর। তৃতীয়তঃ প্রতিটি হাদীসের উপর একটু সময় নিয়ে চিন্তা গবেষণা চালানো উচিত। এতে সংশোধন ও সংস্কারের এমন অনেক দিক উদ্ভাসিত হবে, যা হয়তো অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বাদ পড়ে গেছে।

সাধারণভাবে তো আমরা সকল মুসলমানই সার্বক্ষণিক সংস্কার ও সংশোধনের মুখাপেক্ষী। কিন্তু এর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাদের, যারা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সাধনা ও সংগ্রামে নিয়োজিত। যারা বিকৃতি ও বিভ্রান্তির এই যুগেও এই প্রতিকূল পরিবেশে সত্যের সাক্ষ্য দানের কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে স্থির প্রতিজ্ঞ। কেননা সত্যের সাক্ষ্য দানের এ কাজটির জন্য বিপুল প্রস্তুতির প্রয়োজন।

পাঠকগণের কাছে অনুরোধ রইল, এর কোথাও কোন ভুলত্রুটি চোখে পড়লে অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করবেন। এ জন্য আমি যেমন কৃতজ্ঞ থাকবো, তেমনি আল্লাহ তায়ালাও প্রতিদান দেবেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

জলীল আহসান নাদভী-

بسم الله الرحمن الرحيم

মুসলমানের নিকট মুসলমানের অধিকার

বিদায় হজ্জের বাণী

٢٠٧- قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ اَلاَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا، وَيْلَكُمْ اَوْوَيْحَكُمْ اُنْظُرُوْا لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - (بخاري، ابن عمر رضـ)

২০৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে বলেছেন : শুনে রাখ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের রক্ত, ধনসম্পদ ও মানসম্ভ্রম ঠিক তদ্রূপ সম্মানিত ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর সম্মানিত। আমি কি কথাটা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? লোকেরা বললো : হাঁ, আপনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেক যে, আমি উম্মতের নিকট তোমার বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। পুনরায় বললেন : সাবধান, আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে যেয়ো না যে, মুসলমান হয়েও একে অপরকে হত্যা করতে থাকবে। (বোখারী, ইবনে উমর রা.)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে এক মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমানকে হত্যা করাকে কুফরী আখ্যায়িত করা হয়েছে। অপর একটি হাদীসেও আছে যে,

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ -

"মুমিনকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।"

কোরআনের একটি আয়াত থেকেও জানা যায় যে, মুসলমান কর্তৃক মুসলমানকে হত্যা এমন একটি অপরাধ, যার শাস্তি কুফরীর মতই চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ـ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। উপরন্তু তার ওপর আল্লাহ রাগান্বিত হবেন, তাকে অভিসম্পাত দেবেন এবং তার জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা নিসা)

মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে যদি কেউ মুসলমান থাকতে পারতো, তাহলে তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম হতো না। জাহান্নামের শাস্তি শুধু কাফেরের জন্যই নির্ধারিত। – অনুবাদক

প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাংখী হওয়া মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য

٢٠٨– عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ (بخاري، مسلم)

২০৮. জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বাইয়াত করি তখন অংগীকার করি নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও প্রত্যেক মুসলমানের হিতাকাংখী হওয়ার। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বাইয়াতের আসল অর্থ বিক্রি করা। অর্থাৎ মানুষ যার হাতে বাইয়াত করে, তার সাথে সে এই মর্মে অংগীকার করে যে, আমি সারা জীবন এই ওয়াদা পালন করে যাবো। হযরত জারীর রাসূল (সা)-এর নিকট তিনটে কাজের অংগীকার করেন : নামায তার যাবতীয় শর্তাবলী সহকারে আদায় করা, যাকাত দেয়া এবং নিজের মুসলমান ভাইদের সাথে

কোন রকম শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ না করা, তাদের সাথে দয়া, মমতা ও শুভাকাংখীসুলভ আচরণ করা। মুসলিম উম্মার সদস্যদের পরস্পরের সাথে কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত, তা এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

মুসলমানরা পরস্পরের অংগ প্রত্যংগের মত

٢٠٩– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكٰى عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى - (بخاري، مسلم، نعمان بن بشير رضـ)

২০৯. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তুমি মুসলমানদেরকে পরস্পরের প্রতি দয়া, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি পোষণে একটি দেহের মতই দেখতে পাবে। দেহের একটি অংগ যদি কোন রোগে আক্রান্ত হয়, তবে অবশিষ্ট সব ক'টি অংগ জ্বর ও অনিদ্রার শিকার হয়ে তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। (বোখারী, মুসলিম, নুমান বিন বশীর রা.)

ব্যাখ্যা : এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দেহের উদাহরণ দিতে গিয়ে এ কথা বলেননি যে, মুসলমানদের একই দেহের অংগ-প্রত্যংগের মত হওয়া উচিত। বরঞ্চ বলেছেন, এটা মুসলমানদের একটা স্থায়ী ও চিরন্তন গুণ যে, তুমি তাদেরকে যখনই দেখবে, পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণকারী হিসাবেই দেখতে পাবে।

মুসলমানরা পরস্পরে একটি অট্টালিকার মত

٢١٠– قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ - (بخاري، مسلم، ابو موسى رضـ)

২১০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের জন্য অট্টালিকার মত, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তি সরবরাহ করে। এরপর তিনি এক হাতের আংগুলগুলোকে অন্য হাতের আংগুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখালেন। (বোখারী, মুসলিম, আবু মূসা রা.)

এ হাদীসে মুসলমান সমাজকে দালানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দালানের ইটগুলো যেমন পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। তেমনি মুসলমানদের পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকা উচিত। আর প্রত্যেকটা ইট যেমন অপর ইটকে শক্তি ও সহায়তা যোগায়, তেমনি তাদেরও পরস্পরকে শক্তি ও সহায়তা যোগানো উচিত। যে ইটগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তা যেমন পরস্পরে যুক্ত হয়ে দালানের রূপ ধারণ করে, তেমনি মুসলমানদের পরস্পরে যুক্ত ও একাত্ম হয়ে থাকার মধ্যেই তাদের শক্তির আসল উপাদান নিহিত। তারা যদি বিচ্ছিন্ন ইটের মত থাকে, তবে বাতাসের ঝাপটা এসে তাকে ছিটকে ফেলে দিতে পারে এবং পানির ঢল এসে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সবার শেষে এই তাত্ত্বিক সত্যকে বাস্তব ও কার্যকর সত্যের আকারে দেখিয়ে দেয়ার জন্য এক হাতের আংগুলকে অপর হাতের আংগুলে ঢুকিয়ে দিলেন।

মুসলমান মুসলমানের আয়নাস্বরূপ

٢١١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَّرَائِهٖ - (مشكوة، ابو هريرة رضـ)

২১১. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের আয়না, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং তার অসাক্ষাতে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (মেশকাত, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : মুসলমান মুসলমানের আয়না হওয়ার অর্থ তার কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করা। নিজের কষ্টে সে যেমন অস্থির হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যের কষ্টেও

অস্থির হয় এবং তা দূর করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অপর এক হাদীসের ভাষা এ রকম :

"তুমি তোমার ভাই-এর আয়না। তাকে কষ্টে দেখলে কষ্ট দূর করে দাও।" অনুরূপ কোন দুর্বলতা দেখলে তাকে নিজের দুর্বলতা মনে করে দূর করার চেষ্টা করা উচিত। (আয়না শুধু দুর্বলতা বা মলিনতা দেখিয়ে দিয়ে শুধরাতে সাহায্য করে, গালমন্দ বা বকাঝকা করে না। আয়না দেহের বা মুখের অপ্রীতিকর দৃশ্য অবিকল যেমন ও যতটুকু আছে ততটুকুই দেখিয়ে দেয়, অতিরঞ্জিত করে না এবং যার দোষ তাকেই দেখায়, অন্যকে দেখায় না। তেমনি মুসলমানেরও উচিত অপর মুসলমানের মধ্যে যা কিছু ভুলত্রুটি আছে, তা ধরিয়ে দেয়া– গালমন্দ করা নয়। অতিরঞ্জিত করাও নয় এবং অন্যের কাছে ব্যক্ত করাও নয়। (অনুবাদক)

যালেম ও মযলুম উভয় অবস্থায় সাহায্য করা

٢١٢– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهٗ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهٗ ظَالِمًا؟ قَالَ تَمْنَعُهٗ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ - (بخاري، مسلم، انس رض)

২১২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমার ভাইকে সাহায্য কর– চাই সে যুলুমকারী হোক কিংবা যুলুমের শিকার হোক। এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে যখন যুলুমের শিকার হয় তখন তো তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু সে যখন যুলুমকারী হয়, তখন কিভাবে তাকে সাহায্য করবো। রাসূল (সা) বললেন : তাকে যুলুম থেকে ফিরিয়ে রাখ। এটাই তাকে তোমার সাহায্য করা। (বোখারী, মুসলিম, আনাস রা.)

সৎ মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করে রাখা উচিত

٢١٣– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهٗ وَلَايُسْلِمُهٗ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

(بخاري، مسلم، ابن عمر رضـ)

২১৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। তাকে অত্যাচার নির্যাতনও করে না। তাকে অসহায় অবস্থায়ও ছেড়ে দেয় না। আর যে ব্যক্তি তার ভাই এর প্রয়োজন পূরণ করবে। আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ দুর্দশা মোচন করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দুঃখ দুর্দশা মোচন করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করে রাখবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন করে রাখবেন। (বোখারী, মুসলিম, ইবনে ওমর রা.)

ব্যাখ্যা : মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করার অর্থ হলো, একজন সৎ স্বভাবের মুসলমান যদি কোন ভুলত্রুটি করে বসে, তবে তাকে মানুষের চোখে হেয় করার উদ্দেশ্যে যত্রতত্র প্রচার করে বেড়ানো ঠিক নয়, বরঞ্চ তার দোষটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে এবং ক্রমাগত করতেই থাকে, তার দোষ লুকিয়ে রাখার পরিবর্তে প্রকাশ করে দেয়াই সংগত এবং সেই নির্দেশই রাসূলুল্লাহ (সা) দিয়েছেন।

নিজের জন্য ও অপরের জন্য একই ধরনের জিনিস পছন্দ করা উচিত

٢١٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ - (بخاري، مسلم، انس رضـ)

২১৪. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ নিজের জন্য যা পছন্দ করে, নিজের মুসলমান ভাই-এর জন্যও তাই পছন্দ না করবে। (বোখারী, মুসলিম, আনাস রা.)

শুধুমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা

٢١٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَّاهُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَاشُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِمَكَانِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ، قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَااَمْوَالٍ يَّتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ، وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ، لَايَخَافُوْنَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَايَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ - (ابو داؤد)

২১৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কতক এমনও আছে, যারা নবীও নয়, শহীদও নয়, তথাপি তারা আল্লাহর কাছে এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে, যা দেখে নবীগণ ও শহীদগণ পর্যন্ত তাদের প্রতি ঈর্ষা বোধ করবেন। লোকেরা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা কারা? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তারা পরস্পরের আত্মীয়ও ছিল না, পরস্পরে কোন আর্থিক লেনদেনও করতো না। বরঞ্চ শুধু আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে পরস্পরকে ভালোবাসতো। আল্লাহর কসম, তাদের মুখমণ্ডল আলোকোদ্ভাসিত ও জ্যোতির্ময় হবে, তাদের চারদিক আলোকিত হবে, অন্য সব মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত থাকলেও তাদের কোন ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। এরপর

রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা ইউনুসের এই আয়াতটি পড়লেন : "জেনে রেখ, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয়ও নেই, তারা কোন দুশ্চিন্তায়ও পড়বে না।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : মূল হাদীসে 'গিবতা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। এর দুটো অর্থ : প্রথম অর্থ অত্যাধিক আনন্দিত হওয়া, মুগ্ধ হওয়া বা অভিভূত হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ ঈর্ষা ও হিংসা করা। অনুবাদে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলেও এখানে প্রথম অর্থ বোঝানো হয়েছে। হাদীসের মর্ম এই যে, একজন শিক্ষক যেমন নিজের শিষ্য বা ছাত্রকে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে দেখে আনন্দিত হয় এবং গর্ববোধ করে। নবীগণ ও শহীদগণও তেমনি নিজেরা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েও এদের উচ্চ মর্যাদা দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হবেন। এসব লোকের পরস্পরের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার একমাত্র ভিত্তি ছিল ইসলাম। রক্তের সম্পর্ক ও আর্থিক লেনদেন তাদের পরস্পরকে বন্ধনে আবদ্ধ করেনি। বরং ইসলাম ও ইসলামী জীবন গড়ার প্রেরণা তাদেরকে পরস্পরের বন্ধু বানিয়েছিল। এ ধরনের লোকদের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহর সাহায্য, সাফল্য ও বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর আখেরাতে দেয়া হয়েছে চিরস্থায়ী অফুরন্ত নেয়ামতের সুসংবাদ।

সূরা ইউনুসের যে আয়াতটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে যারা রাসূল (সা)-এর ওপর ঈমান এনেছে, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টায় নির্যাতন ও দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে, ঈমানী জীবন অর্জনের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ও আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছে এবং জাহেলী তথা ইসলাম বিরোধী বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

এ আয়াতে কেয়ামতের দিন তাদের কোন ভয়ভীতি থাকবে না বলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে : "দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য সুসংবাদ।"

তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নয়

٢١٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ

لِلرَّجُلِ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَّلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ - (بخاري، مسلم، ابو ايوب انصارى رضـ)

২১৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোন মুসলমান তার ভাই-এর সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে, পথে দেখা হলেও একজন অপরজনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে– এটা জায়েয নয়। এ ধরনের দু'জনের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে প্রথমে সালাম দেয়। (বোখারী, মুসলিম, আবু আইয়ূব আনসারী রা.)

ব্যাখ্যা : দু'জন মুসলমান কখনো কোন ব্যাপারে একে অপরের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে কথাবার্তা বন্ধ করে দেবে– সেটা বিচিত্র কিছু নয়। তবে তাদের এই অবস্থায় তিন দিনের বেশী থাকা উচিত নয়। সাধারণত এমনই হয়ে থাকে যে, দু'জনের ভেতরে যদি তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং তাদের ভেতরে যদি আল্লাহর ভয় থেকে থাকে, তবে দু'তিন দিন অতিবাহিত হবার পর তাদের ভেতরে পরস্পরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে তাদের একজন প্রথমে সালাম করে শয়তানের সৃষ্টি করা এই তিক্ততার অবসান ঘটায়। এ জন্য প্রথম সালামকারীর ফযীলত এ হাদীসে যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি অন্যান্য হাদীসেও।

খারাপ ধারণা করা অন্যায়

٢١٧– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَاتَحَسَّسُوْا، وَلَاتَجَسَّسُوْا، وَلَاتَنَاجَشُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَاتَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا - (بخاري، مسلم، ابو هريرة رضـ)

২১৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না (অর্থাৎ বিশ্বস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া –অনুবাদক) কেননা খারাপ ধারণার

ভিত্তিতে যে কথা বলা হবে, তা হবে সবচেয়ে ডাহা মিথ্যে কথা। অন্যদের সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে বেড়িও না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না, দালালী করো না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না। আল্লাহর বান্দা হয়ে থাক, পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপন কর।" (বোখারী, মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

এ হাদীসে কয়েকটা শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন :

(১) তাহাস্সুস– এর অর্থ কান ও চোখ ব্যবহার করে অজানা বা গোপন তথ্য জানার চেষ্টা করা। রাসূল (সা)-এর উক্তির মর্ম এই যে, কারো কথা শোনার জন্য চুপ করে লুকিয়ে দাড়ানো, অতঃপর তার কথাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা ও তাকে মানুষের সামনে হেয় করা ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী কাজ।

(২) তাজাস্সুস – কারো দোষ অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকা। কখন কে কী নিন্দনীয় কাজ করে বসে এবং কখন কার কোন্ ত্রুটি ধরা পড়ে, সেদিকে তাক করে থাকা এবং কোন দোষত্রুটি জানা মাত্রই তার মানসম্মান নষ্ট করার জন্য তা এদিক ওদিক ছড়ানোর কাজে আত্মনিয়োগ করা।

(৩) তানাজুস– এ শব্দটা ক্রয়বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত। এর অর্থ দালালী। দালাল ও বিক্রেতার মধ্যে এই মর্মে সমঝোতা থাকে যে, দালাল জিনিসের উচ্চ দাম বলবে। সে ঐ জিনিস কিনতে চায় না। কিন্তু ক্রেতাদেরকে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে ক্রেতার অভিনয় করে।

(৪) তাদাবুর– অর্থাৎ পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা ও সম্পর্কচ্ছেদ করা।

মানুষকে কষ্ট দেয়া, অপমান করা ও গোপনীয়তা ফাঁস করা অনুচিত

٢١٨– صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَاتُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ

وَلَاتُعَيِّرُوْهُمْ وَلَاتَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهٗ مَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ وَلَوْفِىْ جَوْفِ رَحْلِهٖ - (ترمذي، ابن عمر رضـ)

২১৮. রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন : "যারা কেবল মুখ দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছ, কিন্তু এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে ঢোকেনি– তারা শোন। তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না।

তাদেরকে অপমানিত করো না, তাদের দোষত্রুটি অন্বেষণ করো না। যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান ভাই-এর দোষ উদ্ঘাটনে লিপ্ত হবে, স্বয়ং আল্লাহ তার দোষ উদ্ঘাটনে লিপ্ত হবেন। আর যে ব্যক্তির দোষ উদ্ঘাটনে আল্লাহ স্বয়ং লিপ্ত হন, তাকে অপমানিত করেই ছাড়েন– চাই সে নিজের বাড়ীর ভেতরেই লুকিয়ে থাক না কেন। (তিরমিযী, ইবনে ওমর রা.)

ব্যাখ্যা : মোনাফেকরা খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিত ও নির্যাতন করতো। মুসলমান হওয়ার আগে জাহেলী যুগে তাদের মধ্যে যে সব লজ্জাকর ও কলংকজনক দোষত্রুটি ছিল, সেগুলো লোকজনের সামনে প্রকাশ করে দিত। এসব মোনাফেকদেরকেই রাসূলুল্লাহ (সা) এ হাদীসে ধমক দিয়েছেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই কথাগুলো বলার সময় রাসূলুল্লাহর কণ্ঠস্বর এত উঁচু হয়ে গিয়েছিল যে, আশপাশের বাড়ীগুলোতে পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্বর পৌঁছে গিয়েছিল এবং মহিলারাও শুনেছিল।

গীবতের লোমহর্ষক পরিণাম

٢١٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَرَجَ بِىْ رَبِّى مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَّخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ

هٰـؤُلَاءِ الَّذِيْـنَ يَأْكُلُوْنَ لُـحُـوْمَ النَّاسِ وَيَقَـعُـوْنَ فِىْ أَعْرَاضِهِمْ - (ابـوداؤد، انـس رضـ)

২১৯. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন আমার প্রভু আমাকে (মেরাজের রাতে) আকাশে নিয়ে গেলেন, তখন আমি সেখানে এমন কিছু লোককে দেখতে পেলাম, যাদের নখ পিতলের তৈরী এবং তা দিয়ে তারা নিজেদের বুক ও মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরীল বললো : যারা দুনিয়ায় অন্য লোকের গোশত খেত এবং তাদের মানসম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। (আবু দাউদ, আনাস রা.)

ব্যাখ্যা : অন্য লোকদের গোশত খেতো অর্থাৎ গীবত করতো ও মানুষের মান সম্ভ্রম বিনষ্ট করতো।

মুসলমানের ৬টি অধিকার

٢٢. – قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيْلَ مَاهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَـالَ اِذَا لَقِيْتَـهُ فَسَلِّمْ عَلَيْـهِ، وَاِذَا دَعَـاكَ فَـاَجِبْـهُ، وَاِذَا اسْـتَنْصَـحَكَ فَـانْصَحْ لَـهُ، وَاِذَا عَطَسَ فَـحَـمِـدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْـهُ، وَاِذَا مَـرِضَ فَعُدْهُ، وَاِذَا مَـاتَ فَاتَّبِـعْهُ - (مـسلم، ابـو هـريـرة رضـ)

২২০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : একজন মুসলমানের অন্য মুসলমানের ওপর ৬টি অধিকার রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো : সেগুলো কী কী? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যখন তুমি তোমার মুসলমান ভাই-এর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন তাকে সালাম করবে। যখন সে তোমাকে দাওয়াত দেবে, তখন তার দাওয়াত গ্রহণ করবে। যখন সে তোমার হিত কামনা বা

সদুপদেশ চায়, তখন তাকে হিত কামনা বা সদুপদেশ দাও। আর যখন সে হাঁচি দেয় এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে, তখন তার জবাব দাও। যখন সে রোগাক্রান্ত হয়, তখন তার সেবাসুশ্রুষা কর ও দেখতে যাও। আর যখন সে মারা যায়, তখন তার জানাযার নামাযে ও দাফন কাফনে শরীক হও। (মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : (১) সালাম করার অর্থ শুধু 'আসসালামু আলাইকুম বলা নয়, বরং এর মাধ্যমে আন্তরিকভাবে এরূপ ঘোষণা ও অংগীকার করা যে, আমার পক্ষ থেকে তোমার জান, মাল ও মান সম্ভ্রম সম্পূর্ণ নিরাপদ, আমি কোনভাবে তোমাকে কষ্ট দেব না। আর আমি দোয়া করছি যে, আল্লাহ তোমাকে, তোমার দ্বীন ও ঈমানকে নিরাপদে রাখুন এবং তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

(২) হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়ার অর্থ হলো, যে হাঁচি দিল, তার উদ্দেশ্যে কিছু ভালো কথা বলা বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা। যেমন "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন, তুমি আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকতে সমর্থ ও অনুপ্রাণিত হও এবং তোমার দ্বারা এমন কোন ভুল কাজ যেন সংঘটিত না হয়, যার জন্য তুমি মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ হও।

পণ্য দ্রব্যের খুঁত না জানিয়ে বিক্রি করা হারাম

٢٢١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمِ، لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا وَّفِيْهِ عَيْبٌ اِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ - (ابن ماجه)

২২১. হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুসলমান মুসলমানের ভাই। যে মুসলমান নিজের ভাই-এর কাছে কোন জিনিস বিক্রি করবে, তার কর্তব্য ঐ জিনিসে কোন খুঁত থাকলে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে। খুঁত গোপন করা কোন মুসলমান ব্যবসায়ীর জন্য জায়েয নয়। (ইবনে মাজাহ)

ফৌজদারী অপরাধ ব্যতীত ছোট খাট ভুলত্রুটি ক্ষমা করা উচিত

٢٢٢- اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلَّا الْحُدُوْدَ - (ابو داؤد، عائشة رضـ)

২২২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সম্ভ্রান্ত ও সৎ স্বভাবধারী ব্যক্তিবর্গের ছোট খাট ভুলত্রুটি মাফ করে দাও। তবে 'হুদুদ' (ফৌজদারী অপরাধ) নয়। (আবু দাউদ, আয়েশা রা.)

ব্যাখ্যা : সাধারণভাবে সৎ ও পরহেযগার হিসাবে পরিচিত এবং সচরাচর পাপ কাজে লিপ্ত হয় না– এমন কোন লোক যদি কখনো পদস্খলিত হয়ে গুনাহর কাজ করে বসে, তবে সে জন্য তাকে মানুষের সামনে হেয় করো না, অপমানিত করো না এবং তার ঐ ভুল কাজটিকে প্রচার করে বেড়িও না। বরং ক্ষমা করে দাও। তবে এমন গুনাহ যদি করে, যার শাস্তি শরীয়তে নির্দিষ্ট রয়েছে, যেমন চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি, তবে এ ধরনের অপরাধ ক্ষমা করা চলবে না।

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার

٢٢٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا اَوِانْتَقَصَهٗ اَوْكَلَّفَهٗ فَوْقَ طَاقَتِهٖ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

(ابو داؤد، صفوان بن سليم رضـ)

২২৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জেনে রাখ, যে মুসলমান কোন চুক্তিবদ্ধ (অর্থাৎ অমুসলিম) নাগরিকের ওপর যুলুম করবে, কিংবা তার অধিকার হরণ করবে, কিংবা তার ওপর তার সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা চাপাবে (অর্থাৎ বেশী পরিমাণে জিযিয়া আরোপ করবে– যা অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তামূলক কর) কিংবা তার কোন জিনিস বলপূর্বক ছিনিয়ে নেবে, সেই

মুসলমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগে আমি আল্লাহর আদালতে উক্ত অমুসলিম নাগরিকের পক্ষে দাঁড়াবো।" (আবু দাউদ, সফওয়ান ইবনে সুলাইম রা.)

ব্যাখ্যা : প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে প্রতিবেশী, অতিথি, রোগী, সফর সংগীদের যেসব অধিকার বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে মুসলমান ও অমুসলমান সমান।

জীবজন্তুর অধিকার

٢٢٤- مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهٗ بِبَطْنِهٖ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَّاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً - (ابو داؤد، سهيل ابن الحنظليه رضـ)

২২৪. একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একটা উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উটটির পিঠ ও পেট পরস্পরের সাথে লেগে গিয়েছিল। তা দেখে তার উপস্থিত মালিককে তিনি বললেন : এই সব নির্বাক জীবজন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে তখন তাদের পিঠে আরোহণ কর। আর সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় তাদেরকে ছেড়ে দিও। (আবু দাউদ, ছুহাইল ইবনুল হানযালিয়া রা.)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ জীবজন্তুকে ক্ষুধার্ত রাখা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযব ডেকে আনে। ওগুলোকে কাজে খাটানোর আগে ভালোভাবে খাইয়ে দাইয়ে নিতে হবে। আর এত খাটানো উচিত নয় যে, একেবারে আধমরা হয়ে যায়।

একটি উটের কাহিনী

٢٢٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَدَخَلَ حَائِطًا لِّرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا فِيْهِ جَمَلٌ - فَلَمَّا رَأَى الْجَمَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَاَتَاهُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ اَىْ سَنَامَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ مَنْ رَّبُّ هٰذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هٰذَا لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ اَفَلَا تَتَّقِى اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِىْ مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّاهَا فَاِنَّهُ يَشْكُوْ اِلَىَّ اَنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتُدْئِبُهُ -

(رياض الصالحين)

২২৫. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার জনৈক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে একটা উট বাঁধা ছিল। উটটি রাসূল (সা)-কে দেখে করুণ সুরে ডেকে উঠলো। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। রাসূল (সা) সস্নেহে তার ঘাড় ও চুটের ওপর হাত বুলালে সে শান্ত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই উটের মালিক কে? এই উট কার? জনৈক আনসারী যুবক এসে বললো : হে রাসূল উটটি আমার। তিনি বললেন : এই বাকশক্তিহীন প্রাণীটিকে আল্লাহ তোমার দায়িত্বে ন্যস্ত করে রেখেছেন। এর ব্যাপারে কি তুমি আল্লাহকে ভয় কর না? এই উট (চোখের পানি ও করুণ আওয়ায দ্বারা) আমার কাছে অভিযোগ করছিল যে, তুমি তাকে অভুক্ত রাখ এবং ক্রমাগত কাজে খাটাও। (রিয়াদুস সালেহীন)

সফরে বাহক জীবজন্তুকে কিভাবে চালাতে হবে

٢٢٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَاَعْطُوا الْاِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْاَرْضِ، وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَاَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ -

(مسلم، ابوهريرة رضـ)

২২৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন দেশ সুজলা সুফলা থাকবে তখন উটকে যমীনের (ঘাসপাতার) অধিকার দাও। (অর্থাৎ ঘাসপাতা খেতে খেতে চলতে দাও।) আর যখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করবে, তখন তাকে দ্রুত চালাও। (মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যখন ভূপৃষ্ঠ শস্যশ্যামল থাকবে এবং সর্বত্র ঘাসপাতা থাকবে, তখন চলার পথে বাহক জন্তুকে ঘাসপাতা খেতে দিও। আর যখন দুর্ভিক্ষ থাকবে এবং ভূপৃষ্ঠে ঘাসপাতা থাকবে না তখন বাহক জন্তুকে দ্রুত হাকিয়ে নিয়ে যেও। যাতে শীগগীর গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারে এবং পথিমধ্যে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট থেকে রক্ষা পায়।

জন্তুকে যবাই করতে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা চাই

٢٢٧- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ، فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهٗ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهٗ - (مسلم، شداد بن اوس رض)

২২৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক কাজকে সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই তোমরা যখন কোন জন্তুকে হত্যা করবে, তখন ভালোভাবে হত্যা কর, আর যখন যবাই করবে তখন ভালোভাবে যবাই কর। প্রত্যেকের উচিত নিজের ছুরিতে ধার দেয়া এবং যবাই করা জন্তুকে আরাম দেয়া। (মুসলিম, শাদ্দাদ ইবনে আওস রা.)

কোন প্রাণীকে বেঁধে রেখে তীর বর্ষণ করা নিষিদ্ধ

٢٢٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى اَنْ تُصَبَّرَ بَهِيْمَةٌ اَوْغَيْرُهَا لِلْقَتْلِ - (بخاري، مسلم)

২২৮. ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন চতুষ্পদ জন্তুকে বা অন্য কোন প্রাণীকে বেঁধে রেখে তার ওপর তীর বর্ষণ করে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। (বোখারী, মুসলিম)

মুখমণ্ডলে আঘাত করা ও দাগ দেয়া নিষিদ্ধ

٢٢٩- نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِى الْوَجْهِ - (مسلم، جابر رض)

২২৯. রাসূলুল্লাহ (সা) জীবজন্তুর মুখমণ্ডলে পেটাতে ও দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, জাবির রা.)

পাখীর অধিকার

٢٣٠- اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَافَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللّٰهُ عَنْ قَتْلِهٖ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ اَنْ يَّذْبَحَهَا فَيَاكُلَهَا وَلَايَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِى بِهَا- (مشكوة، عبد الله بن عمروبن العاص رض)

২৩০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি একটা চড়ুই বা তার চেয়েও ছোট কোন পাখীকে বিনা অধিকারে হত্যা করবে, তাকে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, পাখীর অধিকার কী কী? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : পাখীর অধিকার এই যে, তাকে যবাই করার পর খেয়ে ফেলতে হবে এবং মাথা কাটার পর তা ছুড়ে ফেলা যাবে না। (মেশকাত, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে পশুপাখী শিকার করা জায়েয আছে। নিছক আমোদ ফূর্তির উদ্দেশ্যে

শিকার করা জায়েয নেই। শিকার করে গোশত না খেয়ে কেবল হত্যা করে ফেলে দেয়া এক ধরনের খেলা বা বিনোদন, যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী।

একটি পাখীর ঘটনা

٢٣١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لَحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَّعَهَا فَرْخَانِ، فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَّعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَا، وَرَاٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا قَالَ مَنْ حَرَقَ هٰذِهِ؟ فَقُلْنَا نَحْنُ، قَالَ اِنَّهٗ لاَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلاَّ رَبُّ النَّارِ - (ابو داؤد)

২৩১. আবদুর রহমান তার পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলাম। তিনি কোন এক প্রয়োজনে আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন এই সময় আমরা একটা ছোট পাখী দেখলাম। তার সাথে দুটো ছানা ছিল। আমরা তার ছানা দুটোকে ধরে ফেললাম। তৎক্ষণাত পাখীটি পাখা মেলে তার ছানাগুলোর ওপর দিয়ে উড়তে লাগলো। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে এলেন (এবং পাখীটির অস্থিরতা দেখলেন।) তিনি বললেন : ছানাগুলো আটকে রেখে পাখীটিকে কে কষ্ট দিল? ওর ছানা ওর কাছে ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি সেই সব পিঁপড়ের ঘর দেখলেন, যা আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এগুলোকে কে পুড়িয়ে দিল? আমরা বললাম : আমরা পুড়িয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আগুন দিয়ে

শাস্তি দেয়া একমাত্র আগুনের মালিকের (আল্লাহ্ তায়ালার) অধিকার। (আবু দাউদ)

জীবজন্তুর মধ্যে লড়াই বাধানো জায়েয নেই

٢٣٢- نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ - (ترمذى، ابن عباس رضـ)

২৩২. রাসূলুল্লাহ (সা) জীবজন্তুর মধ্যে লড়াই বাধাতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, ইবনে আব্বাস রা.)

জীবজন্তুর সেবায়ও পুণ্য

٢٣٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَّلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ بِىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهٗ ثُمَّ اَمْسَكَهٗ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهٗ فَغَفَرَ لَهٗ، فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى اَلْبَهَائِمِ اَجْرًا؟ فَقَالَ نَعَمْ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ - (بخاري، مسلم، ابوهريرة رضـ)

২৩৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করে সে একটি

কূয়া দেখতে পেল। সে ঐ কূয়ায় নেমে পড়লো এবং পানি পান করলো। (বালতি ও রশী ছিল না) কূয়া থেকে ওপরে উঠে এলে দেখতে পেল, একটা কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ বের করে ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি মনে মনে বললো : আমার যেমন প্রচণ্ড পিপাসা লেগেছিল, এই কুকুরটারও তেমনি প্রবল পিপাসা লেগেছে। সে তৎক্ষণাত আবার কূয়ার ভেতর নামলো। নিজের চামড়ার মোজায় ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে ধরে বাইরে এল এবং কুকুরকে পান করালো। আল্লাহ তার এই কাজের জন্য প্রচুর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : চতুষ্পদ জন্তুর সেবা করলেও কি সওয়াব হয়? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যে কোন প্রাণীর প্রতি দয়া করলে সওয়াব পাওয়া যায়। (বোখারী, মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

চারিত্রিক ত্রুটিসমূহ

অহংকার

অহংকারী বেহেশতে যাবে না

٢٣٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًاوَّنَعْلُهٗ حَسَنًا، قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَّيُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ - (مسلم، ابن مسعود رضـ)

২৩৪. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যার অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে যেতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললো : মানুষতো চায় তার কাপড় ভালো হোক, জুতো ভালো হোক। (এটাও কি অহংকার বলে গণ্য হবে? এ ধরনের রুচিবান লোক কি জান্নাতে যেতে পারবে না?) রাসূল (সা) বললেন : (না, এটা অংহকার নয়।) আল্লাহ সুন্দর ও পবিত্র। তিনি সৌন্দর্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। অহংকার হলো, আল্লাহর ইবাদত যথাযথভাবে না করা এবং তার বান্দাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। (মুসলিম, ইবনে মাসউদ রা.)

٢٣٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِىُّ - (ابو داؤد، حارثه بن وهب رضـ)

২৩৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : অহংকারী ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না। আর যে ব্যক্তি মিথ্যে বড়াই করে সেও বেহেশেতে যাবে না। (আবু দাউদ, হারেসা ইবনে ওহাব রা.)

ব্যাখ্যা : 'জাওয়ায' শব্দটির অর্থ অহংকারী, অহংকারীর মত চালচলনকারী দুষ্কৃতকারী। ব্যভিচারী, অর্থ সঞ্চয়কারী ও কৃপণ। আর 'জাযারী' বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যার কাছে আসলে তেমন কোন ধনসম্পদ নেই কিন্তু মিথ্যে মিথ্যি নিজেকে বড় লোক বলে জাহির করে। এই জঘন্য দোষটি শুধু পার্থিব সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। খোদাভীতি, পরহেযগারী, দুনিয়ার সম্পদের প্রতি নিরাসক্তি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক অহংকারী ও মিথ্যে বড়াইকারী পাওয়া যায়।

অহংকারের বশে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী বেহেশতে যেতে পারবে না

٢٣٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافَ سَاقَيْهِ، وَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَااَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِى النَّارِ، قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَلاَيَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ جَرَّا اِزَارَهٗ بَطَرًا- (أبـو داؤد)

২৩৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, মুমিনের পোশাক পায়ের থোড়ার মাঝখান পর্যন্ত থাকা উচিত। তার চেয়ে যদি নীচে নামে, তবে টাখনুর ওপরে থাকলে কোন পাপ নেই। টাখনুর (পায়ের গিরে) নীচে নামলে তা জাহান্নামে যাবে। (অর্থাৎ গুনাহ হবে।) এ কথাটা তিনি তিনবার বললেন (যাতে শ্রোতাদের কাছে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়।) তারপর বললেন : যে ব্যক্তি অহংকারের বশে নিজের পোশাককে মাটিতে টেনে নিয়ে বেড়াবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। (আবু দাউদ)

বিনা অহংকারে টাখনুর নীচে কাপড় নামলে ক্ষতি নেই

٢٣٧– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ إِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَهٗ، فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَّفْعَلُهٗ خُيَلَاءَ - (بخاري، ابن عمر رض)

২৩৭. ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের পোশাক (লুংগি বা পাজামা বা প্যান্ট ইত্যাদি) অহংকারের বশে মাটি দিয়ে টেনে নেবে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না। (অর্থাৎ রহমতের দৃষ্টি দেবেন না) আবু বকর (রা) বললেন : আমার লুংগিটা ধরে না রাখলে টাখনুর নীচে গড়িয়ে পড়ে। (আমিও কি আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো?) রাসূল (সা) বললেন : না, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও, যারা অহংকারের বশে কাপড় হেচড়ে নিয়ে চলে। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : হযরত আবু বকরের লুংগী ঢিলা হওয়ার কারণ, তার ভুড়ি বেড়ে যাওয়া ছিল না বরং শরীর অতিমাত্রায় দুর্বল ও জীর্ণ শীর্ণ হওয়াই ছিল এর কারণ। রাসূল (সা) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অহংকারের বশে টাখনুর নীচে নামিয়ে পোশাক পরবে সে আল্লাহর করুণার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে। হযরত আবু বকর পুরো কথাটাই শুনেছিলেন এবং নিজের সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে, তিনি অহংকারের বশে ও সেচ্ছায় এরূপ করেন না। কিন্তু যখন মানুষ আখেরাতের চিন্তায় বিভোর হয়ে যায়, তখন সে গুনাহর সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা গেলেও তা থেকে দূরে পালায়।

অহংকার ও অপচয়-অপব্যয় বর্জনীয়

٢٣٨– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلْ مَاشِئْتَ وَالْبَسْ مَاشِئْتَ مَااَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ وَّمَخِيْلَةٌ - (بخاري)

২৩৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : যা ইচ্ছা খাও, যা খুশী পর, কেবল অপচয়-অপব্যয় ও অহংকার বর্জন করা চাই। (বোখারী)

যুলুম

যুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে

٢٣٩- اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمٰتٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ - (متفق عليه ابن عمر رض)

২৩৯. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কেয়ামতের দিন যুলুম যুলুমকারীর জন্য ঘোর অন্ধকারে পরিণত হবে। (বোখারী ও মুসলিম, ইবনে ওমর রা.)

অত্যাচারীর সমর্থন অনৈসলামিক কাজ

٢٤٠- عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِّيُقَوِّيَهٗ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ - (مشكوة)

২৪০. হযরত আওস বিন শুরাহবিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন অত্যাচারীকে সাহায্য করে শক্তি যোগাবে, সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ জেনে শুনে একজন যালেমকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা ঈমান ও ইসলামের বিরোধী কাজ।

প্রকৃত সর্বহারা কে?

٢٤١- اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَّا دِرْهَمَ

لَهٗ وَلَامَتَاعَ، فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِى مَنْ يَّأْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصَلٰوةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكٰوةٍ، وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطِىْ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ - (مسلم، ابوهريرة رضـ)

২৪১. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "তোমরা কী জান দেউলে, সর্বহারা ও দরিদ্র কে? লোকেরা বললো : আমাদের সমাজে দেউলে, দরিদ্র বা সর্বহারা বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যার কাছে নগদ অর্থও থাকে না, কোন জিনিসপত্রও থাকে না। রাসূল (সা) বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত সর্বহারা, দরিদ্র ও দেউলে হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত সাথে নিয়ে আসবে, কিন্তু তার পাশাপাশি সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়ে আসবে, কাউকে অপবাদ আরোপ করে আসবে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করে আসবে, কারো রক্তপাত করে আসবে অথবা কাউকে অন্যায়ভাবে মারধোর করে আসবে। এই সব নির্যাতিত ব্যক্তির মধ্যে তার কৃত সৎকর্মগুলো বন্টন করে দেয়া হবে। দিতে দিতে যদি সকল সৎকাজ শেষ হয়ে যায়, অথচ তখনো নির্যাতিতদের পাওনা বাকী থাকে, তাহলে নির্যাতিতদের গুনাহগুলো তার হিসাবে জমা করা হবে এবং তারপর তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে।" (মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) বান্দাদের হক কত গুরুত্বপূর্ণ তা জানিয়ে দিলেন। কাজেই যারা আল্লাহর হক আদায়ে তৎপর ও যত্নবান আছে, তাদের উচিত যেন বান্দাদের হক নষ্ট না করে। নচেত এসব নামায রোযা ও অন্য সমস্ত সৎকাজ হুমকির সম্মুখীন হবে।

মযলুমের বদ দোয়া

٢٤٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَاِنَّمَا يَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَقَّهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمْنَعُ ذَاحِقٍّ حَقَّهٗ - (مشكوة، على رضـ)

২৪২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : মযলুমের বদ দোয়া থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা সে আল্লাহর কাছে নিজের পাওনা চায়। আর আল্লাহ কোন পাওনাদারকে তার পাওনা থেকে বঞ্চিত করেন না। (মেশকাত, আলী রা.)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মযলুমের আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করতে বলা হয়েছে। সে আল্লাহর কাছে অত্যাচারীর যুলুম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করবে। আল্লাহ সুবিচারক। কোন হকদারকে তিনি তার হক থেকে বঞ্চিত করেন না। তাই তিনি অত্যাচারীকে বিভিন্ন রকমের বিপদ মুসিবত ও অশান্তিতে নিমজ্জিত রাখেন।

ক্রোধ

প্রকৃত বীর কে?

٢٤٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ - (بخاري، ابوهريرة رضـ)

২৪৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সেই ব্যক্তি বীর নয়, যে মল্ল যুদ্ধে বা কুস্তী লড়াইয়ে অন্যকে ধরাশায়ী করে। প্রকৃত বীর হলো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। (অর্থাৎ ক্রোধে অন্ধ হয়ে এমন কিছু করে বসে না, যা আল্লাহ ও রাসূল (সা) পছন্দ করেন না। (বোখারী, আবু হুরায়রা রা.)

ক্রোধ দমনের উপায়

٢٤٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطٰنِ وَاِنَّ الشَّيْطٰنَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ- (ابو داؤد، عطيه سعدى رضـ)

২৪৪. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ক্রোধ শয়তানী কু-প্ররোচনার ফল। শয়তান আগুনের তৈরী। আর আগুন কেবল পানি দ্বারাই নেভানো যায়। কাজেই কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন ওযু করে। (আবু দাউদ, আতিয়্যাহ সা'দী রা.)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে ও অন্যান্য হাদীসে যে ক্রোধকে শয়তানী কু-প্ররোচনাজনিত বলা হয়েছে তা হলো ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যে রাগ বা ক্রোধ আসে।

অন্যথায় ইসলামের দুশমনদের ওপর একজন মুমিনের মনে যে রাগ আসে, সে রাগ একটা ভালো গুণ। কেউ যদি ইসলামের ক্ষতি করতে এগিয়ে আসে, তবে তার ওপর রাগ না হওয়া ঈমানের ঘাটতির লক্ষণ।

٢٤٥- اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ - (مشكوة، ابو ذر رضـ)

২৪৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, তখন সে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তবে যেন বসে পড়ে, এতেও যদি রাগ দূর না হয় তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে। (মেশকাত, আবু যর রা.)

এ হাদীসেও এর পূর্ববর্তী হাদীসে ক্রোধ দমনের যে উপায় রাসূলুল্লাহ (সা) শিখিয়েছেন, অভিজ্ঞতা থেকেই তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা মহৎ গুণ

٢٤٦– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ - (مشكوة، ابوهريرة رضـ)

২৪৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : হযরত মূসা বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তোমার বান্দাদের মধ্যে কে তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? আল্লাহ বললেন : প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ক্ষমা করে। (মেশকাত, আবু হুরায়রা রা.)

ক্রোধ দমনের পুরস্কার

٢٤٧– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهٗ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهٗ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهٗ - (مشكوة، انس رضـ)

২৪৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি অন্যায় কথা বলা থেকে নিজের জিহ্বাকে সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ দমন করবে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। (মেশকাত, আনাস রা.)

ঈমানদার সুলভ চরিত্র

٢٤٨– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مِّنْ اَخْلَاقِ الْاِيْمَانِ مَنْ اِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهٗ فِىْ

بَاطِلٍ، وَمَنْ اِذَا رَضِىَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ، وَمَنْ اِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَالَيْسَ لَهٗ ـ (مشكوة، انس رضـ)

২৪৮. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তিনটি গুণ ঈমানদার সুলভ চরিত্রের পরিচায়ক : যখন কেউ রাগান্বিত হয়, তখন তার রাগ তাকে কোন হারাম কাজে লিপ্ত করে না। যখন সে আনন্দিত হয়, তখন তার আনন্দ তাকে কোন অন্যায় কাজে নিয়োজিত করে না। আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যের কোন জিনিস হস্তগত করে না, যা হস্তগত করার কোন অধিকার তার নেই। (মেশকাত, আনাস রা.)

ক্রোধ দমনের গুরুত্ব

٢٤٩- اِنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لاَتَغْضَبْ ـ (بخاري، ابوهريرة رضـ)

২৪৯. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললো : আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন : রাগ করো না। এরপর লোকটি আরো কয়েকবার উপদেশ চাইল। রাসূল (সা) প্রতিবারই বললেন : রাগ করো না। (বোখারী, আবু হুরায়রা রা.)

কাউকে ভেঙ্গানো বা ভেংচি দেয়া

٢٥٠- قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اُحِبُّ اَنِّىْ حَكَيْتُ اَحَدًا وَّاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا ـ (ترمذى، عائشة)

২৫০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি কাউকে ভেংচি দেয়া পছন্দ করি না– চাই তার পরিবর্তে আমি যতই ধনসম্পদ পেয়ে যাই না কেন। (তিরমিযী, আয়েশা রা.)

অন্যের বিপদে খুশী হওয়া

٢٥١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيَكَ - (ترمذی، واثله رضـ)

২৫১. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তুমি নিজের ভাই-এর বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না। যদি কর, তবে আল্লাহ তার ওপর অনুগ্রহ করবেন (বিপদ হটিয়ে দেবেন) এবং তোমাকে বিপদে ফেলবেন। (তিরমিযী, ওয়াছেলা রা.)

ব্যাখ্যা : যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা চলতে থাকে এবং ইত্যবসরে দু'জনের কোন একজনের ওপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন সাধারণত অপরজন খুব খুশী হয়। এটা ইসলামী মানসিকতার পরিচায়ক নয়। একজন মুসলমান তার মুসলমান ভাই-এর বিপদে খুশী হয় না। এমনকি উভয়ের মধ্যে যদি মনোমালিন্য থাকে তবুও নয়।

মিথ্যা বলা

٢٥٢- اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا، اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - (بخاري، مسلم، عبد الله بن عمرو رضـ)

২৫২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : চারটি দোষ যার ভেতরে থাকবে সে হবে পূর্ণাংগ মোনাফেক। আর যার ভেতরে এই চারটার কোন একটা দোষ থাকবে, সে যতক্ষণ তা বর্জন না করবে, ততক্ষণ তার ভেতরে একটা মোনাফিকীর লক্ষণ থাকবে। দোষগুলো হলো : যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তার খেয়ানত করে, আর যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন তার খেলাপ করে এবং যখন

কারো সাথে কথা কাটাকাটি হয়, তখন গালাগালি শুরু করে দেয়। (বোখারী, মুসলিম, আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা.)

মিথ্যে স্বপ্নের কথা বলা

٢٥٣- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَى الْفِرٰى اَنْ يُّرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيَا - (بخاري، ابن عمر)

২৫৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার এই যে, কোন ব্যক্তি যা আদৌ দেখেনি তা নিজের চোখ দুটোকে দেখায়। (বোখারী, ইবনে উমার রা.)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সে স্বপ্নে কিছুই দেখেনি। কিন্তু ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর অত্যন্ত মজাদার ও কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী রচনা করে এবং বলে, আমি এটা স্বপ্নে দেখেছি। এ রকম করা নিজের চোখকে মিথ্যা দেখতে বাধ্য করার শামিল।

খাওয়া নিয়ে মিথ্যাচার

٢٥٤- عَنْ اَسمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ زَفَفْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهٖ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ اَخْرَجَ عُسًّا مِّنْ لَّبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ امْرَأَتَهٗ، فَقَالَتْ لاَاَشْتَهِيْهِ، فَقَالَ لاَتَجْمَعِيْ جُوْعًا وَّكَذِبًا - (معجم صغير طبراني)

২৫৪. হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন : আমরা একবার জনৈকা নববধুকে নিয়ে রাসূল (সা)-এর নিকট গিয়েছিলাম। যখন আমরা তাঁর কক্ষে পৌঁছলাম, তখন তিনি বড় এক পেয়ালা দুধ নিয়ে এলেন। প্রথমে তা থেকে নিজে কিছুটা পান করলেন। তারপর তাঁর নববধুকে দিলেন। নববধু

বললো : আমার খাওয়ার চাহিদা নেই। রাসূল (সা) বললেন : ক্ষুধা ও মিথ্যাকে একত্রিত করো না।" (তাবরানী)

ব্যাখ্যা : রাসূল (সা) বুঝতে পেরেছিলেন তার ক্ষুধা লেগেছে। কিন্তু লজ্জা ও সংকোচ বশত সত্য লুকিয়ে বলছে যে, চাহিদা নেই। তাই তিনি মিথ্যা সংকোচ করতে নিষেধ করলেন।

জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা

٢٥٥- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَّهُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَّاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ - (ابو داؤد)

২৫৫. হযরত সুফিয়ান বিন আসীদ হাদরামী (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি যে, এটা অত্যন্ত জঘন্য ধরনের খেয়ানত তথা বিশ্বাসঘাতকতা যে, তুমি তোমার ভাইকে একটা কথা বলেছ এবং সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করে তা বিশ্বাস করেছে। অথচ তুমি যে কথাটা তাকে বলেছ তা মিথ্যা ছিল। (আবু দাউদ)

শিশুদের সাথে মিথ্যাচার

٢٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِىْ اُمِّىْ يَوْمًا وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِىْ بَيْتِنَا، فَقَالَتْ هَاتَعَالَ اُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااَرَدْتِ اَنْ تُعْطِيْهِ؟ قَالَتْ اَرَدْتُّ اَنْ اُعْطِيَهُ تَمْرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّكِ لَوْلَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذْبَةٌ -
(ابو داؤد)

২৫৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) বলেন : একদিন আমার মা আমাকে ডাকলেন। তখন রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে বসেছিলেন। আমার মা আমাকে বললেন : "এখানে এস, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব।" রাসূল (সা) বললেন : তুমি ওকে কী দিতে চাও? মা বললেন : আমি ওকে খেজুর দিতে চাই। রাসূল (সা) মাকে বললেন : তুমি যদি দেয়ার কথা বলে ডাকতে এবং কিছু না দিতে, তবে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা লেখা হয়ে যেত। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, মা বাবা যে অহরহ ছেলেমেয়েদের সাথে ছলনা করেন এবং কিছু দেয়ার বাহানা করে ডাকেন, কিন্তু দেয়ার ইচ্ছা থাকে না, সেটা আল্লাহর কাছে মিথ্যা বলে গণ্য হবে এবং আমলনামায় মিথ্যার তালিকায় সংযোজিত হবে।

হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে মিথ্যাচার

٢٥٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَيَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جِدٍّ وَّلاَهَزْلٍ وَّلاَ اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لاَ يُنْجِزَلَهٗ - (الادب المفرد)

২৫৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : মিথ্যা বলা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়– স্বাভাবিকভাবেও নয়, হাসি-ঠাট্টাচ্ছলেও নয়। অনুরূপভাবে তোমাদের কেউ তার শিশু সন্তানকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করলো, কিন্তু তা পূরণ করলো না– এটাও জায়েয নয়। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

٢٥٨- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهٗ وَيْلٌ لَّهٗ - (ترمذي، بهزبن حكيم رضـ)

২৫৮. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সেই ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ যে, মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তার জন্য দুর্ভোগ, তার জন্য দুর্ভোগ! (তিরমিযী, বাহয ইবনে হাকেম রা.)

ব্যাখ্যা : শেষোক্ত হাদীসটিতে সেই সব লোককে সতর্ক করা হয়েছে যারা কথা বলার সময় কিছু মিথ্যা মিশ্রিত করে কথাকে মজাদার ও হাস্যরসাত্মক বানায় এবং মজলিশে কৌতুক পরিবেশন করে।

মিথ্যাচার, তর্ক পরিহার ও সচ্চরিত্রের জন্য সুসংবাদ

٢٥٩– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَاِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِيْ اَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ -

(ابو داؤد، ابوامامه رضـ)

২৫৯. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি সঠিক পথে থাকা সত্ত্বে তর্ক এড়িয়ে চলে, তার জন্য আমি জান্নাতের এক কোণে একটা বাড়ী দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছি। আর যে ব্যক্তি হাসি-ঠাট্টার ক্ষেত্রেও মিথ্যা পরিহার করে চলে, তার জন্য বেহেশতের মাঝখানে একটা বাড়ী দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছি। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে ভালো করে, তার জন্য বেহেশতের সর্বোচ্চ অংশে একটা বাড়ী দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছি। (আবু দাউদ, আবু উমামা রা.)

অশ্লীল কথা বলা ও কটুক্তি করা

আল্লাহ কটুক্তিকারীকে ঘৃণা করেন

٢٦٠– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَثْقَلَ شَيْءٍ يُّوْضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ - (ترمذى، ابوالدرداء رضـ)

২৬০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুমিনের দাড়িপাল্লায় কেয়ামতের দিন সবচেয়ে ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে, তা হচ্ছে সৎ চরিত্র। আর আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে খুবই ঘৃণা করেন যে, জিহ্বা দিয়ে অশ্লীল, অশালীন ও অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করে ও কটুক্তি করে। (তিরমিযী, আবু দারদা রা.)

ব্যাখ্যা : সৎ চরিত্রের ব্যাখ্যা করতে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন : সৎ চরিত্র হলো মানুষের সাথে হাসি মুখ নিয়ে সাক্ষাত করা, আল্লাহর দরিদ্র ও অভাবী বান্দাদেরকে দান করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া।

অশ্লীল কথা বলা ও তা রটনা করা সমান পাপ

٢٦١– عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ الْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ وَالَّذِيْ يَشِيْعُ بِهَا فِيْ الْاِثْمِ سَوَاءٌ - (مشكوة)

২৬১. হযরত আলী (রা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন অশ্লীল কথা প্রথম উচ্চারণ করে এবং যে ব্যক্তি তা রটনা ও প্রচার করে উভয়ই সমান গুনাহগার। (মেশকাত)

দু'মুখো নীতি বা কপটাচার

٢٦٢– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَجِدُوْنَ

شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذَاالْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَّهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ - (متفق عليه، ابوهريرة رض)

২৬২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাবে যে, দুনিয়ায় দু'মুখো আচরণ করতো। কিছু লোকের সাথে এক ধরনের মুখ নিয়ে মেলামেশা করতো। আর অপর কিছু লোকের সাথে আর এক ধরনের মুখ নিয়ে সাক্ষাত করতো। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যখন দুই ব্যক্তি বা দু'টি দলের মধ্যে কলহ কোন্দল দেখা দেয়, তখন সর্বক্ষেত্রে এমন কিছু লোক পাওয়া যায় যারা উভয় ব্যক্তি বা দলের সাথে মেলামেশা করে, উভয়ের কথায় হাঁ হাঁ করে এবং দু'পক্ষের কোন্দল ও রেশারেশীকে মনগড়া কুৎসা রটনার মাধ্যমে আরো বাড়িয়ে দেয়। এটা খুবই মারাত্মক দোষ।

অনুরূপ, কিছু লোক এমনও আছে, যারা কোন ব্যক্তির সামনা সামনি খুবই আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশ করে, কিন্তু সে যখন চলে যায়, তখন তার নিন্দা করে। এটাও দু'মুখো আচরণ।

দু'মুখো আচরণের ভয়াবহ পরিণাম

٢٦٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ ذَاوَجْهَيْنِ فِىْ الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ - (ابو داؤد، عمار رض)

২৬৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে দু'মুখো আচরণ করবে, কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দুটো জিহ্বা হবে। (আবু দাউদ, উমার রা.)

ব্যাখ্যা : আগুনের দুটো জিহ্বা হবার কারণ এই যে, দুনিয়ায় তার মুখ থেকে আগুন বেরুত এবং তা দু'পক্ষের সম্পর্ককে জ্বালিয়ে দিত। অর্থাৎ তার মুখ থেকে এমন কথা বেরুত, যা দু'পক্ষের মধ্যে শত্রুতা ও রেশারেশীর সৃষ্টি করত এবং বিদ্যমান ভালো সম্পর্ক নষ্ট করে দিত।

গীবত বা পরনিন্দা

٢٦٤- اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَتَدْرُوْنَ مَاالْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَااَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهٗ، وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ - (مشكوة، ابو هريرة رضـ)

২৬৪. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা জান গীবত কী? লোকেরা বললো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : গীবত হলো নিজের ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে পছন্দ করে না। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : হে রাসূল! আমি যা বলি তা যদি আমার ভাই-এর ভেতরে সত্যিই থেকে থাকে তাহলেও কি তা গীবত হবে? রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, তুমি যা বল তা যদি তার ভেতরে থেকে থাকে, তাহলে তা গীবত। আর যা বলেছ তা তার ভেতরে যদি না থাকে, তাহলে তুমি তার ওপর অপবাদ আরোপ করেছ।" (মেশকাত, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : কোন মুমিনের দোষক্রটির প্রতি শুভাকাংখীর ভংগিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাতে সে অসন্তুষ্ট হবে না। অনুরূপ তার মুরব্বীদেকে যদি তার দোষক্রটির কথা জানানো হয় তাহলেও সে সেটাকে অপছন্দ করবে না। কেননা এটা সংশোধনের একটা পদ্ধতি। তবে সে কষ্ট পাবে তখনই, যখন কেউ তাকে সমাজের চোখে হেয় করার উদ্দেশ্যে তার অনুপস্থিতিতে তার ক্রটি বর্ণনা করে। অবশ্য সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করে এবং কোনভাবেই তা থেকে নিবৃত হয় না। তার দোষ বর্ণনা করা গীবত নয় বরং তাকে নগ্ন করে দেয়া একটা মস্ত বড় সৎ কাজ। রাসূল (সা) এটা করতে আদেশ দিয়েছেন। এ ধরনের লোকের পরিচয় প্রকাশ করে দিলে সমাজের লোকেরা তার খারাপ কাজের অনুকরণ থেকে বিরত থাকবে।

গীবত ব্যভিচারের চেয়েও খারাপ

٢٦٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَايُغْفَرُ لَهٗ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهٗ صَاحِبُهٗ - (مشكوة، ابو سعيد وجابر رضـ)

২৬৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল! গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ কিভাবে? রাসূল (সা) বললেন : মানুষ ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ ততক্ষণ মাফ করবেন না যতক্ষণ যার গীবত করেছে সে মাফ না করে। (মেশকাত, আবু সাঈদ ও জাবের রা.)

গীবতের কাফফারা

٢٦٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهٗ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهٗ - (مشكوة، انس رضـ)

২৬৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : গীবতের কাফফারা এই যে, যার গীবত করেছ তার জন্য এই বলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে যে, হে আল্লাহ আমাকে ও তাকে ক্ষমা কর।" (মেশকাত, আনাস রা.)

ব্যাখ্যা : যার গীবত করা হয়েছে সে জীবিত থাকলে এবং তার কাছে মাফ চেয়ে নেয়া সম্ভব হলে মাফ চেয়ে নেয়া উচিত। কিন্তু সে মরে যাওয়া অথবা অনেক দূরে থাকার কারণে মাফ চেয়ে নেয়ার কোন সুযোগ না থাকলে তার জন্য আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের দোয়া করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

মৃত ব্যক্তির নিন্দা বা গালাগাল অনুচিত

٢٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَسُبُّوْا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَاقَدَّمُوْا - (بخارى)

২৬৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মৃত ব্যক্তিদেরকে গালাগাল ও নিন্দা করো না। কেননা তারা তাদের কৃতকর্মের কাছেই পৌঁছে গেছে। (বোখারী)

অন্যায়কে সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব করা

অবৈধ পক্ষপাতিত্ব

٢٦٨- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ عَبْدٌ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهٗ بِدُنْيَا غَيْرِهٖ - (مشكوة، ابو امامة رضـ)

২৬৮. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম অবস্থায় পতিত হবে। যে অন্যের দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে নিজের পরকাল বরবাদ করে দেয়। (মেশকাত, আবু উমামা রা.)

আপনজনদের অত্যাচারমূলক কাজে সাহায্য করা

٢٦٩- سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُّحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهٗ؟ قَالَ لاَ، وَلٰكِنْ مِّنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يَّنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهٗ عَلَى الظُّلْمِ - (مشكوة، ابو فسيلة رضـ)

২৬৯. হযরত আবু ফসিলা (রা) বলেন : আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল! কোন মানুষ যদি তার নিজ গোত্র বা জাতিকে ভালোবাসে তবে সেটা স্বজনপ্রীতি হবে? রাসূল (সা) বললেন : না, কোন মানুষ যদি অত্যাচারমূলক কাজে নিজ গোত্র বা জাতিকে সমর্থন দেয় তবে সেটাই স্বজনপ্রীতি। মেশকাত, আবু ফসিলা রা.)

অন্যায় কাজে সাহায্য করা

٢٧٠- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَّصَرَقَوْمَهٗ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِى رَدّٰى فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهٖ - (ابو داؤد، ابن مسعود رضـ)

২৭০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ গোত্র বা জাতিকে অন্যায় কাজে সাহায্য করে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে, কূয়ায় পড়ে যাচ্ছে এমন উটের লেজ আঁকড়ে ধরে রাখে। ফলে উটের সাথে সাথে নিজেও কূয়ায় পড়ে যায়। (আবু দাউদ, ইবনে মাসউদ রা.)

অন্ধ স্বজাতি প্রেম ইসলাম বিরোধী

٢٧١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَّاتَ عَلٰى عَصْبِيَّةٍ - (ابو داؤد، جبير بن معطع رضـ)

২৭১. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্ধ স্বজাতি প্রেমের আহ্বান জানায়, সে আমাদের কেউ নয়। যে ব্যক্তি অন্ধ স্বজাতি প্রেমের ভিত্তিতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সেও আমাদের কেউ নয়। আর সেই ব্যক্তিও আমাদের কেউ নয় যে, অন্ধ স্বজাতি প্রেমে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মারা যায়। (আবু দাউদ, জুবায়র ইবনে মু'তি রা.)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে মূল আরবী শব্দ 'আসাবিয়াত'। "ন্যায় অন্যায় যাই করুক, আমার জাতি বা গোত্রকে আমি ভালোবাসি" এই মনোভাবকেই আসাবিয়াত বলা হয়। এই মনোভাব ও মতবাদের প্রচার চালানো, এই ভিত্তিতে যুদ্ধ করা এবং এই মানসিকতা আঁকড়ে ধরে থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা কোন মুসলমানের কাজ নয়।

চাটুকারিতা তথা সামনা সামনি প্রশংসা

٢٧٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ -

(مسلم، مقداد رضـ)

২৭২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন তোমরা চাটুকারদেরকে দেখবে, তখন তাদের মুখে ধুলি নিক্ষেপ করবে।" (মুসলিম, মিকদাদ রা.)

ব্যাখ্যা : চাটুকার এমন এক শ্রেণীর মানুষকে বলা হয়, যারা পারিতোষিক পাওয়ার আশায় উচ্ছসিত প্রশংসা করাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে, এই চাটুকারিতা গদ্যেও হতে পারে, পদ্যেও হতে পারে। এ ধরনের মানুষ জাহেলী যুগেও ছিল এবং সকল যুগেই থাকে। যারা পারিতোষিক বা পুরস্কার পাওয়ার লোভে মুখোমুখি সত্য মিথ্যা হরেক রকমের প্রশংসা করে, তাদের মুখে ধুলা নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য সফল হতে দিও না।

ফাসেকের প্রশংসায় আরশ কাঁপে

٢٧٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى وَاهْتَزَّلَهُ الْعَرْشُ -

(مشكوة، انس رضـ)

২৭৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন কোন ফাসেকের প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন এবং সে কারণে আল্লাহর আরশ কাঁপতে থাকে। (মেশকাত, আনাস রা.)

ব্যাখ্যা : কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা করে না, বরং প্রকাশ্যে তার হুকুম লঙ্ঘন করে, সে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য থাকে না। তাকে অপমান ও অবমাননার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। যদি কোন মুসলিম সমাজে এ ধরনের লোককে সম্মান দেখানো হয়, তবে তার অর্থ দাড়াবে এই যে, ঐ সমাজের লোকদের মনে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি কোন ভালোবাসা আর অবশিষ্ট নেই, থাকলেও খুবই দুর্বল অবস্থায় আছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহর গযব নাযিল হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হবার কোনই অবকাশ থাকে না।

মুখের ওপর প্রশংসা

٢٧٤– عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ ثَلاَثًا، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّادِحًا لاَّمَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ اَحْسَبُ فُلاَنًا وَّاللّٰهُ حَسِيْبُهٗ، اِنْ كَانَ يَرٰى اَنَّهٗ كَذٰلِكَ وَلاَ يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا ـ (بخاري، مسلم)

২৭৪. হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে বসে আছে– এমন এক ব্যক্তির প্রশংসা করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : "পরিতাপের বিষয়, তুমি তোমার ভাই-এর গর্দান কেটে ফেলেছ।" (তিনবার বললেন) তারপর বললেন : তোমাদের কেউ যদি কারো প্রশংসা করতে চায় এবং তা করা একেবারেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাহলে এভাবে বলবে : অমুককে এ রকম মনে করি। প্রকৃত খবর আল্লাহ জানেন। তবে শর্ত এই যে, প্রশংসাকারী যেন সত্যই মনে করে যে,

লোকটি এ রকম। আর আল্লাহর মোকাবিলায় কারো প্রশংসা করা উচিত নয়। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈঠকে এক ব্যক্তির তাকওয়া ও সততার প্রশংসা করা হয়েছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তির রিয়াকারীতে লিপ্ত হবার আশংকা ছিল। এ জন্য রাসূল (সা) নিষেধ করলেন এবং বললেন তুমি তোমার ভাই-এর গর্দান কেটে দিয়েছ অর্থাৎ তাকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছ। (কেননা সে এই প্রশংসার কারণে রিয়াকারীতে লিপ্ত হলে তার সমস্ত সৎ কাজ বৃথা হয়ে যাবে। –অনুবাদক) এরপর নির্দেশ দিলেন যে, কারো সম্পর্কে যদি কিছু বলতেই হয়, তাহলে এভাবে বল যে, আমি অমুককে সৎ মানুষ মনে করি। এভাবে বলা যাবে না যে, অমুক আল্লাহর ওলী এবং বেহেশতবাসী। এ ধরনের কথা বলার অধিকার কোন বান্দাহর নেই। কেননা কেউ জানে না যাকে সে বেহেশতবাসী বলছে সে আল্লাহর কাছে বেহেশতবাসী কিনা। যতক্ষণ মানুষ জীবিত থাকে, ততক্ষণ পরীক্ষাগারে থাকে। কেউ জানে না কখন মানুষের মন পাল্টে যাবে এবং বিপথগামী হয়ে যাবে। এ জন্য কোন জীবিত মানুষ সম্পর্কে দৃঢ়তার সাথে কিছু বলা উচিত নয়। মৃত্যুর পরেও কারো সম্পর্কে বলা যায় না যে, সে জান্নাতবাসী।

কোন ব্যক্তির যদি বিপথগামী হবার আশংকা না থাকে এবং পরিস্থিতি অনুকূল হয়, তবে মুখের ওপর কারো তাকওয়া বা গুণ গরিমার প্রশংসা করা যায়। তবে তা থেকে বিরত থাকাই ভাল। কেননা সে বিপথগামী হবে কি হবে না– সেটা আল্লাহ জানেন। কারো আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু অনুমান করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

মিথ্যা সাক্ষ্য দান

٢٧٥– عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا إِنْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ : عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأَ :

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ - (ابو داؤد)

২৭৫. খুরাইম বিন ফাতেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযে সমবেত মুসল্লীদের দিকে ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনবার বললেন : মিথ্যা সাক্ষ্য দান ও আল্লাহর সাথে শিরক করা সমান গুনাহ। তারপর তিনি (সূরা হজ্জের) এ আয়াত পড়লেন : "তোমরা নোংরামি অর্থাৎ মূর্তি পূজা পরিহার কর এবং মিথ্যা বলা পরিহার কর। আল্লাহর দিকে একাগ্র হও ও শিরক ত্যাগ করে তাওহীদ অবলম্বন কর। (আবু দাঊদ)

ব্যাখ্যা : মিথ্যা বলা সব জায়গায়ই খারাপ কাজ। চাই আদালতের ভেতরে বিচারকের সামনে বলা হোক কিংবা অন্য কোথাও।

মিথ্যা সাক্ষ্য দান একটা ভয়ংকর কবীরা গুনাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের নিকট এখন আর তা গুনাহ নয় বরং চালাকীতে পরিণত হয়েছে। আর যারা আদালতে নিজেদের ঈমানের দাবীতে সত্য সাক্ষ্য দেয়ার সাহস দেখান, তাদেরকে বোকা মনে করা হয়।

হাসি তামাসা, ওয়াদা খেলাপী, ঝগড়া ও বিতর্ক

٢٧٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُمَارِ اَخَاكَ وَلَاتُمَازِحْهُ وَ لَاتَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَهٗ - (ترمذي، ابن عباس رضـ)

২৭৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমার ভাই-এর সাথে হাসি তামাসা ও বিতর্ক করো না। তার সাথে ওয়াদা করার পর ওয়াদা খেলাপ করো না।"

বিতর্কের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কোন না কোনভাবে বিপক্ষকে হারিয়ে দেয়া। বিতর্ককারী নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে কথা বলার মনোভাব থাকে না। এখানে যে হাসি তামাসার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা এমন হাসি

তামাসা বুঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের মনে কষ্ট লাগে এবং তামাসাকারীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অন্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা। সাধারণ হাসি তামাসা ও কৌতুক নিষিদ্ধ নয়। তবে মনে রাখতে হবে, কৌতুক ও অবৈধ হাসি তামাসার মাঝে খুব সুক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। তাই খুব সাবধান থাকা উচিত।

ওয়াদা পালনের নিয়ত থাকলে পালন করতে না পারলেও গুনাহ্ হবে না

٢٧٧- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَمِنْ نِّيَّتِهٖ اَنْ يَّفِىَ لَهٗ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَااِثْمَ عَلَيْهِ - (ابوداؤد، زيد بن ارقم)

২৭৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোন মানুষ যদি কখনো ওয়াদা করে এবং তা পালন করার নিয়ত থাকে, পরে তা পালন করতে না পারলেও গুনাহ হবে না। (আবু দাউদ, যায়েদ ইবনে আরকাম রা.)

অন্যের দোষ অনুসন্ধান

٢٧٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَاوَكَذَا، تَعْنِىْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ - (مشكوة)

২৭৮. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বললাম : সাফিয়্যার এই ব্যাপারটাই যথেষ্ট যে, সে এ রকম। (অর্থাৎ বেটে) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আয়েশা, তুমি এমন একটা নোংরা কথা উচ্চারণ করেছ, যাকে সমুদ্রে মিশিয়ে দিলে গোটা সমুদ্রের পানিকে দূষিত করে ফেলবে। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : সাধারণ অবস্থায় রাসূল (সা)-এর সহধর্মিণীগণ পরস্পরে সতিন হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। কিন্তু কখনো কখনো মনুষ্যসুলভ দুর্বলতার কারণে কারো কারো দ্বারা কিঞ্চিৎ স্খলন

সংঘটিত হত। হযরত আয়েশা দ্বারা এ ধরনেরই একটি ভুল হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি হযরত সফিয়্যাকে (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টিতে হেয় করার উদ্দেশ্যে ইংগিতে বললেন যে, উনি বেটে। কথাটা শোনামাত্রই রাসূল (সা) অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর হযরত আয়েশা (রা) দ্বারা এমন আর হয়নি। সকল সাহাবীই (রা) এ রকম ছিলেন যে, রাসূল (সা) তাঁদের কোন বিচ্যুতি একবার ধরিয়ে দিলে তা তাঁদের দ্বারা আর হতো না। এ হাদীসের এ দিকটি লক্ষণীয় যে, রাসূল (সা)-এর প্রিয়তমা স্ত্রীরও এই অশোভন কথাটি তিনি নীরবে সহ্য করেননি। বরং মানানসই পন্থায় তাকে শুধরে দিয়েছেন। এ ঘটনায় স্বামীদের জন্যও যথেষ্ট শিক্ষণীয় রয়েছে। (এ ঘটনায় স্ত্রীদের জন্যও শিক্ষণীয় রয়েছে। হযরত আয়েশা ইচ্ছা করলে এ ঘটনা প্রকাশ না করেও পারতেন। এতে তার একটা ত্রুটি অপ্রকাশিত থেকে যেত। কিন্তু একাধিক স্ত্রী যে পরিবারে থাকে, সেখানে সতিনদের সাথে কিভাবে আচরণ করা উচিত, সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মূল্যবান শিক্ষা মুসলিম জাতির অগোচরে থেকে যাক– তা তিনি পসন্দ করেননি। –অনুবাদক)

বিনা তদন্তে প্রচার করা

٢٧٩– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَيَتَعَمَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ، فَيَقُوْلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً اَعْرِفُ وَجْهَهٗ وَلاَاَدْرِىْ مَااسْمُهٗ يُحَدِّثُ - (مسلم)

২৭৯. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : শয়তান মানুষের ছদ্মবেশে কাজ করে থাকে। সে একটি জনসমাবেশে এসে মিথ্যে রটনা করে। তারপর লোকজন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একজন বলে, আমি এ কথা এক ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছি, যার চেহারা দেখলে চিনি, কিন্তু নাম জানি না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে কোন কথা বিনা তদন্তে প্রচার বা রটনা করতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কথাটা বলেছে সে মিথ্যুক বা শয়তানও হতে পারে। বিনা তদন্তে সমাজে এক একটা গুজব বা অপবাদ রটনার রেওয়াজ চালু হয়ে গেলে তার ফলে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তি খবরটি রটিয়েছে, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, সেটা আগে তদন্ত করতে হবে। যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার কথা যতই চটকদার হোক, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

চোগলখোরি

٢٨٠- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ - (بخاري، مسلم)

২৮০. হযরত হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : চোগলখোর বেহেশতে যাবে না। (বোখারী, মুসলিম)

চোগলখোরি কবরের আযাবের কারণ

٢٨١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَايُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ، بَلٰى اِنَّهٗ كَبِيْرٌ، اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَايَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهٖ - (بخاري)

২৮১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দুটো কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এই দুটি কবরের অধিবাসীদ্বয় আযাব ভোগ করছে। তারা এত বড় কোন অপরাধের জন্য আযাব ভোগ করছে না, যা তারা ত্যাগ করতে পারতো না। নিশ্চয় অপরাধ বড় বটে। (তবে তারা ইচ্ছা করলে তা ত্যাগ করতে পারতো।) এদের

একজন চোগলখোরি করতো। অপরজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতো না। (বোখারী)

গীবত শোনাও নিষেধ

٢٨٢– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَالْاِسْتِمَاعِ اِلَى الْغِيْبَةِ ـ (رياض الصّالحين)

২৮২. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে : রাসূল (সা) চোগলখোরি করতে, গীবত করতে ও গীবত শুনতে নিষেধ করেছেন। (রিয়াদুস সালেহীন)

হিংসা ও বিদ্বেষ

٢٨٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ (ابوداؤد)

২৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে নিজেকে বাঁচাও। কেননা আগুন যেভাবে কাষ্ঠকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে, হিংসা সেইভাবে সৎ কাজগুলোকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। (আবু দাঊদ)

কু-দৃষ্টি

٢٨٤– عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَّظَرِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ اَصْرِفْ بَصَرَكَ ـ (مسلم)

২৮৪. জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমি গায়রে মুহাররম (যাদের সাথে বিবাহ জায়েয) স্ত্রীলোকের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। (মুসলিম)

প্রথম দৃষ্টি বৈধ

٢٨٥- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لاَتُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ ـ (ترمذى، ابو داؤد)

২৮৫. রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে (রা) বললেন : হে আলী, কোন গায়রে মুহাররম স্ত্রীলোকের ওপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তৎক্ষণাত দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি দিও না। প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ। দ্বিতীয় দৃষ্টি বৈধ নয়। (কেননা প্রথম দৃষ্টি ছিল অনিচ্ছাকৃত। দ্বিতীয় দৃষ্টি ইচ্ছাকৃত। – অনুবাদক)

নৈতিক সদগুণাবলী

সৎ চরিত্রের গুরুত্ব

٢٨٦- اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ - (موطا امام مالك)

২৮৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : চারিত্রিক সৎ গুণাবলীর চরম উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তাঁর নবুয়তের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাদের চরিত্র ও পারস্পরিক আচার ব্যবহারকে শুধরে দেবেন, তাদের মধ্য থেকে খারাপ চরিত্রের শেকড় উপড়ে ফেলবেন এবং তদস্থলে উত্তম চরিত্র গড়ে তুলবেন। এই সংশোধনের কাজই তার নবুয়তের উদ্দেশ্য। রাসূল (সা) নিজের কথা ও কাজ দ্বারা উত্তম চরিত্রের সকল গুণাবলীর তালিকা তৈরী করেছেন, তা সমগ্র জীবনে তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বাস্তবায়িত করেছেন এবং সর্বাবস্থায় সেগুলোকে অনুসরণ ও আঁকড়ে ধরার আদেশ দিয়েছেন।

"সৎ চরিত্র" কী? হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সংজ্ঞা অনুসারে তা হচ্ছে হাসিমুখ থাকা, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা ও কাউকে কষ্ট না দেয়া।

"সৎ চরিত্রের" পরিধি কত ব্যাপক, তা উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সৎ চরিত্রই সৎ মানুষের ভূষণ

٢٨٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَّلَامُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا - (بخاري، مسلم)

২৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন নির্লজ্জতার কথাও মুখে আনতেন না, নির্লজ্জতার কোন কাজও করতেন না এবং বলতেন তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারাই, যারা সৎ চরিত্রের অধিকারী। (বোখারী, মুসলিম)

জনগণের সাথে ভালো ব্যবহার করা

٢٨٨– عَنْ مُّعَاذٍ قَالَ كَانَ اٰخِرَ مَا وَصَّانِى بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِىْ فِى الْغَرْزِ اَنْ قَالَ يَامُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ - (موطا امام مالك)

২৮৮. হযরত মুয়ায বলেন, আমাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় রাসূল (সা) সর্বশেষ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা ছিল এই যে, হে মুয়ায, জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)

সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য

٢٨٩– اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ- مسلم، ابن عباس)

২৮৯. রাসূলুল্লাহ (সা) আশাজ্জ বিন আবদুল কায়েসকে বলেন : তোমার মধ্যে দুটো গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন : সহনশীলতা (আবেগ ও উত্তেজনা বিহীন থাকা ও মাথা ঠাণ্ডা রাখা) ও গাম্ভীর্য। (মুসলিম, ইবনে আব্বাস রা.)

ব্যাখ্যা : আবদুল কায়েস গোত্রের যে প্রতিনিধি দল রাসূল (সা)-এর নিকট এসেছিল, তার অন্যান্য সদস্য তো মদিনায় পৌঁছা মাত্রই রাসূল (সা)-এর

নিকট ছুটে গেল, ঠিক মত গোসলও করলো না। আসবাবপত্রও গোছগাছ করলো না। অথচ তারা অনেক দূর থেকে এসেছিল, সারা গায়ে ধুলোবালি লেগে ছিল। কিন্তু দলনেতা 'আশাজ্জ' তাদের মত তাড়াহুড়ো করলেন না। তিনি ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় বাহন থেকে নামলেন, জিনিসপত্র গোছগাছ করে সুশৃংখলভাবে রাখলেন, বাহক জন্তুগুলোকে খাদ্য ও পানি দিলেন, তারপর গোসল করে গাম্ভীর্যের সাথে রাসূল (সা)-এর নিকট গেলেন। এ জন্যই রাসূল (সা) তার এই দুটো গুণের প্রশংসা করলেন।

সাদাসিধে জীবন

٢٩. – قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ ـ (ابو داؤد، ابوامامة رضـ)

২৯০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সাদাসিধে জীবন যাপন ঈমানের অংগ। (আবু দাউদ, আবু উমামা রা.)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সরল, সহজ ও বিলাসবিহীন জীবন যাপন মুমিনসুলভ গুণাবলীর অন্যতম। কেননা আখেরাতের জীবনকে সুসজ্জিত করাকেই সে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাই পার্থিব জীবনের বিলাসব্যসনে তার কোন আকর্ষণই থাকে না।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

٢٩١ – عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا، فَرَاٰى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ مَاكَانَ يَجِدُ هٰذَا مَايُسَكِّنُ رَأْسَهُ؟ وَرَاٰى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَّسِخَةٌ ـ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهٖ ثَوْبَهُ ـ (مشكوة)

২৯১. হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের এলাকায় এলেন। দেখলেন এক ব্যক্তির সারা গায়ে ময়লা এবং চুল উস্কো খুস্কো। তিনি বললেন : এই ব্যক্তির কাছে কি এমন কিছু (চিরুনী) নেই যা দিয়ে সে তার চুলগুলোকে ঠিক করতে পারে। আর এক ব্যক্তিকে দেখলেন মলীন পোশাক পরিহিত। তিনি বললেন– এই ব্যক্তির কাছে কি তার কাপড় পরিষ্কার করার কোন উপকরণ নেই?" (অর্থাৎ সাবান ইত্যাদি) (মেশকাত)

চুল ও দাড়ির পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

٢٩٢– كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَاَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ كَاَنَّهٗ يَاْمُرُهٗ بِاِصْلَاحِ شَعْرِهٖ وَلِحْيَتِهٖ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاتِىَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ كَاَنَّهٗ شَيْطٰنٌ ـ (مشكوة، عطاء بن يسار رضـ)

২৯২. রাসূল (সা) মসজিদে নববীতে ছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। তাঁর চুল ও দাড়ি ছিল এলোমেলো ও উস্কো খুস্কো, রাসূল (সা) হাতের ইশারার মাধ্যমে তাকে চুল ও দাড়ি আঁচড়ে ও গোছগাছ করে আসতে বললেন। লোকটি চলে গেল এবং চুল ও দাড়ি আঁচড়ে ও গোছগাছ করে এল। এবার রাসূল (সা) বললেন : তোমাদের কেউ উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে শয়তানের মত আসবে– তার চেয়ে কি এটা ভালো নয়? (মেশকাত, আতা ইবনে ইয়াসার রা.)

বেশভূষায় কৃত্রিম দৈন্য ফুটিয়ে তোলা উচিত নয়

٢٩٣– عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ دُوْنٌ فَقَالَ لِىْ لَكَ مَال؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَال؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَاِذَا اٰتَاكَ مَالاً فَلْيُرَ اَثَرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ - (مشكوة)

২৯৩. আবুল আহওয়াসের পিতা বলেন : একবার আমি রাসূল (সা)-এর নিকট গেলাম। তখন আমার পোশাক পরিচ্ছন্ন নিতান্ত মামুলী ও নিম্নমানের ছিল। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সহায় সম্পত্তি কিছুই নেই? আমি বললাম : আছে। তিনি বললেন : কী কী আছে? আমি বললাম : আল্লাহ আমাকে সব রকমের সম্পদ দিয়েছেন। আমার উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া এবং দাসদাসী– সবই আছে। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহ যখন তোমাকে ধনসম্পদ দিয়েছেন, তখন তোমার শরীরে আল্লাহর নিয়ামতের চিহ্ন দৃশ্যমান হওয়া উচিত। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আল্লাহ যখন সবকিছুই দিয়েছেন, তখন নিজে সামর্থ অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া ও পোশাক পরিচ্ছদ পরা উচিত। এটা ঠিক নয় যে, মানুষের ঘরে সবকিছুই থাকবে, অথচ সে এমনভাবে চলবে যে মনে হবে সে অত্যন্ত দরিদ্র। এটা খুবই অন্যায় এবং আল্লাহর নাশোকরি।

সালাম

٢٩٤- اِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ - (بخاري، مسلم، عبد الله بن عمر رضـ)

২৯৪. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন : দরিদ্র লোকদেরকে খানা খাওয়ানো, প্রত্যেক

মুসলমানকে সালাম করা; চাই সে পরিচিত হোক বা অপরিচিত হোক, (অর্থাৎ আগে থেকে বন্ধুত্ব থাক বা না থাক)। (বোখারী, মুসলিম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.)

সালাম বিনিময় পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টির উপায়

٢٩٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا، وَلَاتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا، اَوَلَااَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْئٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - (مسلم، ابو هريرة رضـ)

২৯৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না মুমিন হও। আর মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাস। আমি কি বলে দেব কিসের দ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? পরস্পরে সালামের বিস্তার ঘটাও। (মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মুসলমানদের পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসা ও প্রীতিপূর্ণ আচার ব্যবহার তাদের মুমিন ও মুসলমান হওয়ার দাবী। আর এর সর্বোত্তম উপায় হলো পরস্পরে সালাম বিনিময়ের ব্যাপক প্রচলন। অবশ্য সালামের অর্থ জানা ও 'আচ্ছাসালামু আলাইকুম' কথাটার প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করা এর প্রধান পূর্বশর্ত।

জিহ্বার রক্ষণাবেক্ষণ

٢٩٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّضْمَنُ لِيْ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَابَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ - (بخاري، سهل بن سعد رضـ)

২৯৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কেউ যদি নিজের জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়, তবে আমি তার জন্য বেশেহতের নিশ্চয়তা দেব। (বোখারী, সাহাল ইবনে সা'দ রা.)

ব্যাখ্যা : মানবদেহে এই দুটো স্থান অত্যন্ত বিপজ্জনক ও দুর্বল, যেখান দিয়ে শয়তান তার ওপর সহজেই আক্রমণ চালাতে পারে। বেশীর ভাগ গুনাহ এই দুটো জায়গা দিয়েই সংঘটিত হয়ে থাকে। কেউ যদি এই দুটো জায়গাকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে, তাহলে তার বাসস্থান যে জান্নাতেই হবে– এটা অবধারিত।

ভেবে চিন্তে কথা বলা উচিত

٢٩٧– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِّضْوَانِ اللّٰهِ لاَيُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَّرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَتٍ وَّاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لاَيُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَّهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ - (بخاري، ابو هريرة رضـ)

২৯৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : বান্দা কখনো কখনো তার জিহ্বা দিয়ে এমন কথা উচ্চারণ করে, যা আল্লাহর কাছে প্রিয় ও সন্তোষজনক, কিন্তু বান্দার সেদিকে মনোযোগ থাকে না। (অর্থাৎ গুরুত্ব দেয় না) তথাপি আল্লাহ তার কারণে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। অনুরূপভাবে বান্দা কখনো কখনো বেপরোয়াভাবে আল্লাহর ক্রোধভাজন কথা উচ্চারণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ তার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। (বোখারী, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : রাসূল (সা)-এর এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, মানুষের নিজের জিহ্বার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত এবং যাই বলে তা ভেবে চিন্তে বলা উচিত। জাহান্নামে টেনে নিয়ে যায় এমন কথা বলা উচিত নয়।

দাওয়াত ও তাবলীগ

রাসূলুল্লাহ (সা) কিসের দাওয়াত দিতেন?

٢٩٨- قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّاتْرُكُوْا مَايَقُوْلُ اٰبَاءُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ -

(بخاري، ابن عباس رضـ)

২৯৮. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলো, তিনি (মুহাম্মাদ সা) তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেন? আবু সুফিয়ান জওয়াব দিল : তিনি আমাদেরকে আদেশ দেন যে, এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক কর না। তোমাদের বাপদাদা যা বিশ্বাস করতো ও যেসব কাজ করতো, তা ত্যাগ কর। তিনি আমাদেরকে নামায পড়া, সত্য বলা, পবিত্র জীবন যাপন করা ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সদাচার করার আদেশ দেন। (বোখারী, ইবনে আব্বাস রা.)

ব্যাখ্যা : এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ। এ হাদীস হিরাক্লিয়াসের হাদীস নামেও খ্যাত। এর সংক্ষিপ্ত সার এই যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন বাইতুল মাকদাসে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান সম্বলিত চিঠি পান। এরপর রোম সম্রাট মক্কার কোন অধিবাসীকে খুঁজতে থাকেন যার কাছ থেকে এ ব্যাপারে অধিকতর তথ্য পাওয়া যাবে। ঘটনাক্রমে আবু সুফিয়ান ও তার কয়েকজন সাথীকে পেয়ে গেলেন। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানের কাছে অনেক প্রশ্ন করলেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এই যে, এই নবীর দাওয়াতের মূল কথাগুলো আমাকে বল। আবু সুফিয়ান জানালো যে, তিনি আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা দেন। তিনি বলেন যে, শুধু এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন কর। আকাশ ও পৃথিবীতে একমাত্র তারই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

বিরাজমান। ঊর্ধ্বের জগতও তিনিই পরিচালনা করেন, আর এই পৃথিবীর পরিচালনার ভারও তারই হাতে নিবদ্ধ। ক্ষমতায় ও কর্তৃত্বে তিনিও কাউকে শরীক বানাননি, আর কেউ শক্তি প্রয়োগ করেও শরীক হয়নি। সুতরাং সিজদা ও ইবাদত শুধু তারই জন্য নির্দিষ্ট হওয়া চাই। সর্বপ্রকারের বিপদে মুসিবতে একমাত্র তারই কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত, একমাত্র তাকেই ভালোবাসা উচিত এবং একমাত্র তারই আনুগত্য করা উচিত। বাপদাদারা শিরকের ভিত্তিতে জীবন যাপনের যে বিধি ব্যবস্থা বানিয়েছে তা পরিত্যাগ করা উচিত। অনুরূপভাবে তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে, কথায় ও কাজে সত্য ও সততা অবলম্বন করতে এবং চরিত্রের পবিত্রতা ও শালীনতা রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন। এমন কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা মানবতার পরিপন্থী। ভাইদের সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সকল মানুষ একই মা-বাবার সন্তান এবং পরস্পর ভাই ভাই।

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষার গুরুত্ব

২৯৯- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، يَعْنِي فِيْ اَوَّلِ النُّبُوَّةِ، فَقُلْتُ مَا اَنْتَ؟ قَالَ نَبِيٌّ، فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ اَرْسَلَنِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى، فَقُلْتُ بِاَيِّ شَيْئٍ اَرْسَلَكَ؟ قَالَ اَرْسَلَنِيْ بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ وَكَسْرِ الْاَوْثَانِ وَاَنْ يُّوَحَّدَ اللّٰهُ لَايُشْرَكُ بِهٖ شَيْءٌ - (مسلم، رياض الصالحين)

২৯৯. হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন : নবুয়তের প্রাথমিক যুগে মক্কায় আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কে? তিনি বললেন : আমি নবী। আমি বললাম : নবী কী? তিনি বললেন : আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর দূত বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি বললাম : আল্লাহ আপনাকে কী উদ্দেশ্যে দূত করে পাঠিয়েছেন? তিনি

বললেন : আল্লাহ আমাকে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যেন, মানুষকে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষার শিক্ষা দেই, মূর্তি পূজার অবসান ঘটাই সকলে আল্লাহর একত্ববাদ অবলম্বন করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এই হাদীসেও রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াতের মূল বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। তিনি তাঁর দাওয়াতকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যে, আমার দাওয়াত হলো আল্লাহ ও তার বান্দাদের মধ্যকার সম্পর্ককে সঠিক ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্কের সঠিক ভিত্তি তাওহীদ। অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতায় কাউকে শরীক না করা, শুধুমাত্র তারই ইবাদত করা এবং একমাত্র তারই আনুগত্য করা। আর মানুষের মাঝে সম্পর্কের সঠিক ভিত্তি হলো দয়ামায়া ও পারস্পরিক সহানুভূতি। অর্থাৎ সকল মানুষ একই মাতাপিতার সন্তান এবং বাস্তবিক পক্ষে তারা সবাই পরস্পরের আপন ভাই। কাজেই তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু হওয়া উচিত; অসহায় ও নিঃস্ব ভাইদের সাহায্য করা উচিত। কারো ওপরে যুলুম করা হলে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যালেমের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো উচিত। কেউ হঠাৎ কোন বিপদে পড়লে সবার মন ব্যথিত হওয়া উচিত ও তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে ছুটে যাওয়া উচিত।

এই দুটো জিনিস নবীদের দাওয়াতের ভিত্তি– এক. আল্লাহর একত্ব; দুই. বনী আদমের ঐক্য অর্থাৎ পারস্পরিক দয়া ও সহানুভূতি। এখানে লক্ষণীয় যে, আসল জিনিস হলো তাওহীদ। আর দ্বিতীয়টা এই তাওহীদেরই অনিবার্য দাবী। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসবে সে তার বান্দাদেরকেও ভালোবাসবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে ভালোবাসার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বান্দাদের ভালোবাসা ও হীত কামনার দাবী অনেক। তন্মধ্যে যেটি প্রধান দাবী, তা হযরত মুগীরা বিন শো'বা ইরানী সেনাপতির সামনে ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ও রাসূল (সা)-এর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তুলে ধরেছিলেন। তিনি ইরানী সেনাপতির ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করতে গিয়ে বলেন : "আমরা ব্যবসায়ী নই। আমাদের লক্ষ্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণ করা নয়। আমাদের জীবনের লক্ষ্য দুনিয়া নয়।

আমাদের লক্ষ্য ও কাম্য শুধু আখেরাত। আমরা সত্য দ্বীনের পতাকাবাহী এবং তার দাওয়াত দেয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।" এ কথা শোনার পর ইরানী সেনাপতি বললো : সেই সত্য দ্বীন কী? তার পরিচয় দাও।

হযরত মুগীরা বললেন :

اَمَّا عُمُوْدَهُ الَّذِىْ .....

অর্থাৎ আমাদের ধর্মের ভিত্তি ও কেন্দ্র বিন্দু যা ছাড়া এই দ্বীনের কোন অংশই সঠিক অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না, তা হচ্ছে, এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই (অর্থাৎ তাওহীদ) মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল (অর্থাৎ রিসালাত) এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিধানকে (কোরআন) নিজের জীবন বিধানে পরিণত করা।

ইরানী সেনাপতি বললো, এতো খুবই চমৎকার শিক্ষা। এই দ্বীনের আর কোন শিক্ষা আছে কী?

হযরত মুগীরা বললেন :

وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ.....

হাঁ, তার শিক্ষা এও যে, মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের অধীন করতে হবে।

ইরানী সেনাপতি বললো :

এ শিক্ষাও উত্তম। আরো কোন শিক্ষা আছে কী?

মুগীরা বললেন :

وَالنَّاسُ بَنُوْ اٰدَمَ.....

এই দ্বীন শিক্ষা দেয় যে, সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং সবাই পরস্পরে আপন ভাই।

এ হলো সত্য দ্বীনের সেই মৌলিক দাওয়াত, যা সেনাপতি রুস্তমের সামনে হযরত মুগীরা দিয়েছিলেন। এই সেনাপতির সামনে একই বৈঠকে হযরত রাবয়ী বিন আমের ইসলামের ব্যাখ্যা এভাবে দেন :

الله ابتعثنا .....

"আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন যারা মানুষের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে চায় তাদেরকে বের করে আনি, অতপর তাদেরকে আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করাই, সংকীর্ণ জগত থেকে প্রশস্ত জগতে নিয়ে আসি, যুলুম ও নিপীড়নমূলক সমাজ ব্যবস্থা থেকে বের করে ইসলামের ইনসাফ ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসি। এভাবে আল্লাহ আমাদেরকে তার দ্বীনসহ মানব জাতির কাছে পাঠিয়েছেন যেন তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাই।"

রাজনৈতিক ব্যবস্থার আকারে ইসলাম

٣٠٠- عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ، شَكَوْنَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلاَتَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلاَتَدْعُوا اللّٰهَ لَنَا؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهَ فِي الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهٖ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ وَمَايَصُدُّهٗ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ، وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهٖ مِنْ عَظْمٍ وَّعَصَبٍ وَّمَايَصُدُّوْهٗ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ، وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لاَيَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ اَوِ الذِّئْبُ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ - (بخاري)

৩০০. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বার ছায়ায় চাদরের ওপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন। (সে সময়ে মক্কাবাসী মুসলমানদের ওপর সর্বাত্মক যুলুম নির্যাতন চালাচ্ছিল।)

আমরা রাসূল (সা)কে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি এই যুলুমের অবসানের জন্য দোয়া করবেন না? (আর কত দিন এই যুলুম চলবে? কবে এই যুলুম শেষ হবে?) রাসূল (সা) বললেন : তোমাদের পূর্বে এমন অনেক লোক অতিবাহিত হয়েছে, যাদের মধ্য থেকে একজনকে একটা গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে দাড় করানো হতো, তারপর করাত এনে তাকে চিরে দু'টুকরো করে ফেলো হতো। তবুও সে ইসলাম ত্যাগ করতো না। আবার কারো শরীরে লোহার চিরুনী ঢুকিয়ে দেয়া হতো, যা গোশত অতিক্রম করে হাড় ও মেরুমজ্জা পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তথাপি আল্লাহর সেই বান্দা সত্য দ্বীন থেকে ফিরে আসতো না। আল্লাহর কসম, এই দ্বীন অবশ্য অবশ্য বিজয়ী হবে এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে, একজন পথিক সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে, কিন্তু এই দীর্ঘ পথে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার থাকবে না। অবশ্য রাখাল ছেলের বাঘের ভয় থাকবে পাছে তার পালের কোন ভেড়া বকরীকে ধরে নিয়ে না যায়। দুঃখের বিষয় যে, তোমরা খুবই তাড়াহুড়ো করছ। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ইয়ামান থেকে বাহরাইন ও হাযরামাউত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ইসলামের শত্রুদের শক্তি ও প্রতাপ খতম হয়ে যাবে এবং আল্লাহর বান্দারা স্বাধীনভাবে আল্লাহর দাসত্বের পথে চলবে।

হযরত খাব্বাব (রা) মক্কার তেরো বছরের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে এ হাদীসে তুলে ধরেছেন। রাসূল (সা) সুস্পষ্ট ভাষায় তাকে বলেছেন যে, ধৈর্য ধারণ কর। সেই দিন একদিন আসবে, যেদিন ইসলামের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে যাবে এবং আল্লাহর ইবাদতকারীরা সব রকমের ভয়ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

١٠٣- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ نِ اللَّيْثِيِّ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ لاَهِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ

بِدِيْنِهٖ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ مَخَافَةَ اَنْ يُّفْتَنَ عَلَيْهِ، فَاَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهٗ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ - (بخاري)

৩০১. আতা বিন আবি রাবাহ বলেন : আমি উবাইদ লাইছীর সাথে হযরত আয়েশার সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, হিজরত কি এখনো ফরয? (অর্থাৎ মুসলমানরা নিজ নিজ এলাকা ত্যাগ করে মদিনায় চলে আসবে কী?) হযরত আয়েশা বললেন, না, এখন আর হিজরত করতে হবে না। হুকুম রহিত হয়ে গেছে। হিজরত করতে হতো এ জন্য যে, মুমিনের জীবন ঈমান আনার কারণে দুর্বিসহ করে দেয়া হতো। আর সেজন্য সে বাধ্য হয়ে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে নিয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে চলে যেত, পাছে তাকে নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করা না হয়। এখন তো আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয়ী করে দিয়েছেন। এখন মুমিন যেখানে ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করতে পারে। এখন সে হিজরত করবে কী কারণে? অবশ্য জিহাদ ও নিয়ত এখনো অক্ষুণ্ন আছে। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : হযরত আয়েশা উপরোক্ত হাদীসে যে বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল ইসলামের কথা বলছেন, রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর তার সংহতি ও ক্ষমতা হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু হযরত আবু বকর তা থেকে ইসলামকে রক্ষা করেন। রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালে মুসলমানরা প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত হয় এবং এক ধরনের নৈরাশ্য তাদেরকে আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হয়। ক্রমে এমন আশংকা দেখা দেয় যে, ইসলামের এই সামষ্টিক ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় কিনা! হযরত আবু বকর এই আশংকা আঁচ করতে পেরে একটা দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন :

يَااَيُّهَا النَّاسِ ....

"হে জনমণ্ডলী, যারা মুহাম্মাদ (সা)কে নিজের মা'বুদ মনে করতো, তাদের

জেনে রাখা উচিত যে, মুহাম্মাদ (সা) মারা গেছেন, আর যারা আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব। তিনি কখনো মরবেন না। আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ তোমাদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং অধৈর্য হয়ে ও ঘাবড়ে গিয়ে এই দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভুলে যেও না। আল্লাহ তাঁর নবীকে তোমাদের মধ্যে থেকে নিজের কাছে ডেকে নেয়া পছন্দ করেছেন এবং তাকে তাঁর সৎ কর্মসমূহের প্রতিদান দিয়ে কৃতার্থ করবেন। আর তোমাদের নিকট আল্লাহ তাঁর কিতাব ও নবীর সুন্নাত রেখে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই দুটি অনুযায়ী কাজ করবে, সে কল্যাণের পথ অবলম্বন করবে। আর যে ব্যক্তি এই দুটোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে, সে খারাপ পথ অবলম্বন করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন : "হে ঈমানাদারগণ, আমার নাযিল করা সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ কর।" এমন যেন না হয় যে, তোমাদের নবীর মৃত্যুর অযুহাতে শয়তান তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেয়। সুতরাং শয়তানের বিরুদ্ধে দ্রুতগতিতে এমন কর্মপন্থা অবলম্বন কর, যাতে তাকে পরাস্ত করতে পার। তাকে তাঁর কাজ করার সুযোগ দিও না। নচেত সে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তোমাদের ধর্মীয় বিধি বিধানকে ধ্বংস করে ছাড়বে।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) এই ভাষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, যে ইসলামী রাষ্ট্র রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় কায়েম হয়েছিল, তার গুরুত্ব কতখানি। রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালে শোকাহত হয়ে মুসলমানরা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও নামায রোযা ইত্যাদি বর্জন করতে চায়নি যে, তাদেরকে বুঝানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বরং আশংকা দেখা দিয়েছিল যে, এত ত্যাগ তিতীক্ষা ও সাধনা সংগ্রামের বিনিময়ে যে ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক অগ্রসর হলেন এবং সাহাবীদের সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে সূরা নিসার আয়াতের বরাত দিয়ে বললেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদরেকে যে সুষম ও কল্যাণমূলক ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সংরক্ষণের অংগীকার নিয়েছেন, শোকাহত হয়ে তার

প্রতি শৈথিল্য দেখিও না। ওঠ, শয়তানকে পরাজিত কর এবং ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা কর।

হযরত আবু বকর (রা) সূরা নিসার যে আয়াতের বরাত দিয়েছেন, তার আগে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, তোমাদের আগে আমি বনী ইসরাঈলকে আমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাযিত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা এই দায়িত্বের প্রতি গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে তাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয় এবং বিশ্ব নেতৃত্বের পদমর্যাদা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তারা সেকালের মুশরিকদের দাসত্বের নিগঢ়ে আবদ্ধ হয়। এখন তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছে। তোমাদেরকে বিজ্ঞানময় কিতাব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে। সাবধান! বনী ইসরাঈলের মত খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করো না। আমি যাদেরকে তাওরাত দিয়েছিলাম, তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম যে, নাফরমানী করো না, অংগীকার পালন কর। আল্লাহর কিতাবকে অমান্য করো না। কিন্তু তারা নাশোকরী, গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করলো এবং তার কুফলও ভোগ করলো। এখন হে উম্মাতে মুহাম্মাদী, তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, খোদাভীতির পথে চল, ওয়াদা খেলাপী করো না, কোরআনের পথ ছেড়ে আমার কোপানলের শিকার হয়ো না। অতপর এই নির্দেশ দিলেন যে, হে মুমিনগণ, যে কোন মূল্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দানকারী এই খোদায়ী ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ কর।

সামান্য শাব্দিক হেরফেরসহ এই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি সূরা মায়েদায়ও হয়েছে। সূরা মায়েদা আইন-কানুন ও বিধি বিধান সম্বলিত সর্বশেষ সূরা। এ সূরায় আইন-কানুনের পূর্ণতা দান করা হয়েছে। এরপর আর কোন আইন-কানুন সম্বলিত সূরা নাযিল হয়নি। এ সূরা আরাফাতে নাযিল হয়। এর বর্ণনাভংগী এ রকম যেন, উম্মাতের কাছ থেকে শেষবারের মত অংগীকার গ্রহণ করা হচ্ছে যে, তোমাদের শরীয়তের পূর্ণতা দান করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তোমাদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে, এখন তোমাদের কর্তব্য এই অংগীকার পালন করা। নচেত বনী ইসরাঈলের ইতিহাস তোমাদের সামনেই রয়েছে। তারা অংগীকার ভংগ করায় কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে, তা তোমাদের অজানা নয়।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার এত গুরুত্ব ও মর্যাদা হওয়া সত্ত্বেও পরম পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের অবহেলার কারণে তা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর গোটা উম্মাত এখনো দিব্বি আরামে ঘুমাচ্ছে। কবি যথার্থ বলেছেন :

"হায়, এ কী শোচনীয় ব্যর্থতা যে, কাফেলার সমস্ত সম্পদ লুটপাট হয়ে গেল। অথচ কাফেলার মনে ক্ষয়ক্ষতির কোন অনুভূতি নেই!

সংগঠনের গুরুত্ব

٣٠٢- اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ - (ابوداؤد، ابوسعيد خدري رضـ)

৩০২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন তিনজন মানুষ সফরে বেরুবে, তখন তাদের কর্তব্য নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত করা। (আবু দাঊদ, আবু সাঈদ খুদরী রা.)

ব্যাখ্যা : শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন : যখন সফরকালীন অবস্থায়ও সংগঠন বা জামায়াত তৈরী করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তখন মুসলমানদের জামায়াতী জীবন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তাদের সংগঠন বা জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করা অধিকতর আবশ্যকীয় বিবেচিত হবে। মুসলমানদের জন্য একাকী জীবন যাপন করা এখন জায়েয নয়।

জংগলে অবস্থান করলেও জামায়াত গঠন জরুরী

٣٠٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ - (منتقى)

৩০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন : তিনজন মানুষ জংগলে অবস্থান করলেও তাদের

নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিয়োগ ব্যতীত জীবন যাপন করা জায়েয নেই। (মুনতাকা)

জামায়াতবদ্ধ থাকা ছাড়া শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার কোন উপায় নেই

٣٠٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ ذِئْبُ الاِنْسَانِ الْغَنَمِ يَاخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ - (مسند احمد، مشكوة، معاذ بن جبل رضـ)

৩০৪. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ছাগলের শত্রু যেমন বাঘ এবং পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছাগলকে সে সহজেই শিকার করে, তেমনি শয়তান মানুষের বাঘ। মানুষ যদি জামায়াতবদ্ধ না থাকে, তবে সে তাদেরকে একা পেয়ে সহজেই শিকার করে। সুতরাং, হে মানব জাতি, তোমরা পাহাড়ের কিনার দিয়ে (অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে) একাকী চলো না। জামায়াতের সাথে ও সাধারণ মুসলমানদের সাথে অবস্থান কর।" (মুসনাদে আহমদ, মেশকাত, মুযায ইবনে জাবাল রা.)

ব্যাখ্যা : "জামায়াতের সাথে অবস্থান কর" এ আদেশটি সেই সময়ের জন্য যখন মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে। আর যদি "আল-জামায়াত" না থাকে তাহলে কী করতে হবে? এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তখন এমনভাবে দ্বীনের কাজ করতে হবে যেন 'জামায়াত' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

জামায়াত জান্নাতের গ্যারান্টি

٣٠٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطٰنَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ -

৩০৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে বসবাস করতে চায়, সে যেন জামায়াতের সাথে যুক্ত থাকে। কেননা শয়তান একাকী মানুষের সাথে থাকে। যখন দু'জন হয়ে যায় তখন সে দূর হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : মুসলমানদের "আল-জামায়াত" বিদ্যমান থাকলে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত। তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। "আল-জামায়াত" বলতে সেই অবস্থাকে বুঝায়, যখন ইসলাম বিজয়ী থাকে, তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকে এবং মুসলমানরা একজন আমীরের নেতৃত্বের ওপর একমত থাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে কারো সেই আল-জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা জায়েয নেই। আর যখন "আল-জামায়াত" বিদ্যমান থাকে না, তখনও জামায়াত গঠন করে দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম করে যেতে হবে যাতে "আল-জামায়াত" পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(অর্থাৎ আল-জামায়াত না থাকা অবস্থায় মুসলমানদের একাধিক ছোট বড় জামায়াত বা সংগঠন থাকাতে আপত্তি নেই। যখন আল-জামায়াত গঠিত হবে, তখন একাধিক জামায়াত থাকতে পারবে না। বরং সকল মুসলমানকে আল-জামায়াতের সাথেই থাকতে হবে। –অনুবাদক)

আমীর ও মামূরদের (তাঁর অধিনস্থদের) সম্পর্কের ধরন

٣٠٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، فَالْاِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَّهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ -

(بخاري، مسلم، ابن عمر رضـ)

৩০৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক এবং তাকে তার অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যিনি রাষ্ট্রপ্রধান তাকে তার অধিনস্থ প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার অধিনস্থ পরিবার পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীঘর ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (বোখারী, মুসলিম, ইবনে আমর রা.)

ব্যাখ্যা : তত্ত্বাবধায়ক অর্থ তাদের লালন পালন ও সংশোধনের দায়িত্বশীল। তাদেরকে সঠিক পথে রাখা ও বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করা তার দায়িত্ব। নেতা যদি প্রজাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে বিপথগামী হবার অবাধ সুযোগ দিয়ে দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সে জন্য তার কাছে কৈফিয়ত তলব করবেন।

প্রজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

٣٠٧- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ وَّالٍ يَّلِيْ رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ غَاشٌّ لَّهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - (متفق عليه)

৩০৭. হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনের দায়িত্বশীল হয় এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ তার ওপর বেহেশ্‌ত হারাম করে দেবেন। (বোখারী, মুসলিম)

নেতা কর্তৃক জনগণের হিতকামনা না করার পরিণাম

٣٠٨- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَّلِيَ مِنْ اَمْرِ

الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْلَهُمْ كَنُصْحِهٖ وَجُهْدِهٖ لِنَفْسِهٖ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فِى النَّارِ - وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَّمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهٖ نَفْسَهٗ وَاَهْلَهٗ - (طبرانى، كتاب الخراج)

৩০৮. হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার বলেন, আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সামষ্টিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করে, অথচ সে তাদের হিতকামনা করে না এবং নিজের স্বার্থে যেভাবে পরিশ্রম করে সেভাবে তাদের স্বার্থে পরিশ্রম করে না, আল্লাহ তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে : "অথচ সে নিজেকে ও নিজের পরিবার পরিজনকে যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেভাবে তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করে না।" (তিবরানী, কিতাবুল খারাজ)

স্বজনপ্রীতির পরিণাম

٣٠٩- عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ بَعَثَنِيْ اِلَى الشَّامِ، يَايَزِيْدُ اِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ اَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْاِمَارَةِ وَذٰلِكَ اَكْبَرُ مَااَخَافُ عَلَيْكَ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَّلِيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُّحَابَاةً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَاعَدْلاً حَتّٰى يُدْخِلَهٗ جَهَنَّمَ - (كتاب الخراج، امام ابو يوسف رح)

৩০৯. হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান বলেন : আবু বকর আমাকে সিরিয়ায় পাঠানোর সময় বললেন : হে ইয়াযীদ, তোমার কিছু আত্মীয় স্বজন আছে। বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে হয়তো তুমি তাদেরকে অগ্রাধিকার দেবে। তোমার ব্যাপারে এটাই আমার সবচেয়ে বড় আশংকা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলমানদের সামষ্টিক বিষয়াদির দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তারপর নিছক আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের ভিত্তিতে কাউকে তাদের শাসক নিয়োগ করবে। তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। আল্লাহ তার পক্ষ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করবেন না এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.)

অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদানে রাসূল (সা)-এর দৃষ্টান্ত

٣١٠- قَالَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ اِنَّ اَبَابَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ اِنِّيْ اِنَّمَا اسْتَخْلَفْتُكَ نَظَرًا لِّمَا خَلَّفْتُ وَرَائِيْ، وَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتَ مِنْ اَثَرَتِهِ اَنْفُسَنَا عَلٰى نَفْسِهِ وَاَهْلَنَا عَلٰى اَهْلِهِ حَتّٰى اِنْ كُنَّا لَنَظَلُّ لَنُهْدِيْ اِلٰى اَهْلِهِ مِنْ فُضُوْلِ مَايَاْتِيْنَا عَنْهُ - (كتاب الخراج، امام ابو يوسف)

৩১০. আসমা বিনতে উমাইস (রা) বলেন : হযরত আবু বকর হযরত ওমরকে বললেন : হে খাত্তাবের ছেলে, মুসলমানদের প্রতি আমার যে সহানুভূতি রয়েছে, তার কারণেই আমি তোমাকে (দ্বিতীয়) খলিফা হিসেবে মনোনীত করেছি। তুমি তো রাসূল (সা)-এর সাহচর্যে থেকেছ। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, রাসূল (সা) কিভাবে নিজের ওপর আমাদেরকে এবং নিজের পরিবার পরিজনের ওপর আমাদের পরিবার পরিজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। এমনকি পরিস্থিতি এতদূর গড়াতো যে, আমরা রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে যা কিছু পেতাম, তার উদ্ধৃত্তাংশ রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবার পরিজনের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতাম। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.)

নেতার ধৈর্য আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়

٣١١- خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقَّ النَّصِيْحَةِ بِالْغَيْبِ وَالْمَعُوْنَةِ عَلَى الْخَيْرِ، اَيُّهَا الرِّعَاءُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ حِلْمٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ وَلَا اَعَمَّ نَفْعًا مِّنْ حِلْمِ اِمَامٍ وَّرِفْقِهٖ، وَلَيْسَ مِنْ جَهْلٍ اَبْغَضَ اِلَى اللّٰهِ وَاَعَمَّ ضَرَرًا مِّنْ جَهْلِ اِمَامٍ وَّخَرَقِهٖ - (كتاب الخراج، اما ابو يوسف رح)

৩১১. আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব একবার (এমন একটা জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন, যেখানে সাধারণ মানুষ ও সরকারী দায়িত্বশীলরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি) ভাষণে বললেন : হে জনতা, আমাদের অধিকার রয়েছে যে, তোমরা আমাদের অনুপস্থিতিতেও আমাদের কল্যাণকামী থাকবে এবং ভালো কাজে আমাদের সাহায্য করবে। (তারপর বললেন) হে সরকারী দায়িত্বশীলগণ! নেতার ধৈর্য ও বিনম্র আচরণের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও অধিক উপকারী আর কোন ধৈর্য ও বিনম্র আচরণ নেই। অনুরূপ, নেতার উচ্ছৃংখলতা ও অসহিষ্ণুতার চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক বিরাগভাজন ও ক্ষতিকর উচ্ছৃংখলতা ও অসহিষ্ণুতা আর নেই। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.)

নেতার আনুগত্য কিসে ও কিসে নয়

٣١٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ - (متفق عليه، ابن عمر رض)

৩১২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুসলমানদেরকে সামষ্টিক জীবনের দায়িত্বশীলদের নির্দেশের আনুগত্য করতেই হবে– চাই তা ভালো লাগুক বা খারাপ লাগুক। তবে শর্ত এই যে, নির্দেশটি যেন আল্লাহর নাফরমানীমূলক না হয়। আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না। (বোখারী, মুসলিম, ইবনে উমার রা.)

হিতকামনার নামই ইসলাম

٣١٣- عَنْ تَمِيْمِنِ الدَّارِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثًا قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتٰبِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ - (مسلم)

৩১৩. হযরত তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার বলেছেন যে, ইসলাম হলো হিতকামনার নাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : কার জন্য? তিনি বললেন : আল্লাহর জন্য, তার রাসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতাদের জন্য ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মূল হাদীসে 'নসিহত' শব্দটি রয়েছে। আরবী ভাষায় এটি বিশ্বাসঘাতকতা, বেঈমানী, মিশ্রণ ও দুর্নীতির বিপরীত শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর প্রকৃত অনুবাদ হলো একনিষ্ঠতা, আনুগত্য ও আন্তরিক হিতকামনা। আল্লাহর জন্য আন্তরিক হিতকামনার অর্থ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আমরা এটি 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' শিরোনামে ব্যাখ্যা করে এসেছি। অনুরূপ আল্লাহ ও রাসূলের একনিষ্ঠ আনুগত্য ও আন্তরিক হিতকামনার অর্থও কোরআন ও রাসূলের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। ঈমান সংক্রান্ত আলোচনায় এটা দেখে নেয়া যেতে পারে। আর সাধারণ মুসলমানদের প্রতি হিতকামনা ও আন্তরিকতার বিশ্লেষণও মুসলমানদের অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ে করা হয়েছে।

বাকী রইল মুসলমানদের সামষ্টিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্বশীলদের প্রতি হিতকামনা ও একনিষ্ঠ আনুগত্যের বিষয়টি। এর অর্থ হলো, তাদের সাথে

প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখা। তারা কোন হুকুম দিলে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তার আনুগত্য করা এবং দাওয়াত ও সংগঠনের কাজে আন্তরিকতার সাথে তাদের সহযোগিতা করা। আর যদি তারা কোন ভুল পথে ধাবিত হয়, তাহলে প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাষায় তাদেরকে শুধরে দেয়া। যদি কেউ কোন অন্যায় নমনীয়তা দেখায় এবং ভুল কাজ দেখেও তার সংশোধন বা প্রতিবাদ না করে, তবে এ ধরনের ব্যক্তি দায়িত্বশীলের হিতকামী নয় বরং অহিতকামী। এরূপ নমনীয়তা সাংগঠনিক বিশ্বাস -ঘাতকতার শামিল। তবে এরূপ সংশোধন বা প্রতিবাদ তখনই সম্ভব, যখন দায়িত্বশীলরা হিতাকাংখীসুলভ সমালোচনার প্রতি সহনশীল হয়। শুধু সহনশীল হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরঞ্চ জনগণের মধ্যে এরূপ ধারণার সৃষ্টি করা চাই যে, তাদের নেতা ভুল শুধরে দেয়াকে পছন্দ করে। যারা ভুল শুধরে দেয় ও সমালোচনা করে, তাদেরকে ভালোবাসে ও তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করে। যদি কেউ অন্যায় পন্থায় ভুল ধরে, তবে তাকে বিনয়ের সাথে বলবে যে, এ রকমভাবে কথা বলো না, যা ভদ্রতার বিরোধী ও অসম্মানজনক। হযরত ওমরকে এক ব্যক্তি ভুল শুধরে দিয়েছিল। তা দেখে জনতার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীনের সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে লোকটিকে থামিয়ে দিতে ও চুপ করাতে চাইল। হযরত ওমর (রা) বললেন−

دَعْهُ لَاخَيْرَ فِيْهِمْ اِنْ لَّمْ يَقُوْلُوْهَا لَنَا وَلَاخَيْرَ فِيْنَا اِنْ لَّمْ نَقْبَلْ - (كتاب الخراج، امام ابو يوسف رح)

"ওকে বলতে দাও, লোকেরা যদি আমাদের সাথে কথা না বলে, তবে তাদের কোন কল্যাণ হবে না। আর আমরা যদি এ ধরনের হিতাকাংখাকে গ্রহণ না করি তবে আমাদেরও কোন কল্যাণ হবে না।" (কিতাবুল খারাজ)

আমাদের পূর্ব পুরুষরা এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন, যাতে আমীর ও মামুর (নেতা ও নেতার অনুসারী) উভয়ের জন্যই হেদায়েতের আলোকবর্তিকা রয়েছে। এখানে আমি শুধু একটা নমুনা তুলে ধরছি। হযরত ওমরের ওপর যখন খেলাফতের গুরুভার অর্পিত হলো, তখন আবু

উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও মুয়ায বিন জাবাল (রা) তাঁকে একটা যৌথ চিঠি লিখলেন। এই চিঠির প্রতিটি শব্দ হিতকামনার চেতনায় ভাস্বর। চিঠিটি নিম্নরূপ : مِنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ..... -

"এ চিঠি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও মুয়ায বিন জাবালের পক্ষ থেকে ওমর বিন খাত্তাবের নিকট। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমরা আপনাকে ইতিপূর্বে এরূপ অবস্থায় দেখেছি যখন আপনি নিজের ব্যক্তিগত লালন, সংশোধন ও তত্ত্বাবধানের জন্য চিন্তিত থাকতেন। তিনি এখন তো আপনার ঘাড়ে গোটা মুসলিম উম্মাহর লালন, সংশোধন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমীরুল মুমিনীন! আপনার বৈঠকে উঁচুস্তরের লোকেরাও বসবে, নিম্নস্তরের লোকেরাও বসবে। আপনার কাছে বন্ধুও আসবে, শত্রুও। অথচ ইনসাফ ও ন্যায় বিচারে প্রত্যেকেরই ন্যায্য অধিকার রয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে আপনাকে ভেবে দেখতে হবে, কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত। আমরা আপনাকে সেই দিন সম্পর্কে সজাগ করে দিচ্ছি, যেদিন মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর সামনে লোকেরা মাথা নীচু করে থাকবে, তাদের মন ভয়ে কম্পমান থাকবে, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর যুক্তির সামনে সবার যুক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। সেদিন সমস্ত লোক তাঁর সামনে অসহায় হয়ে যাবে। একমাত্র তাঁর রহমতের আশা করবে এবং তার আযাবের ভয়ে ভীত থাকবে। আমরা এ হাদীসও শুনেছি যে, শেষ যামানায় এ উম্মাতের লোকেরা বাহ্যত একে অপরের বন্ধু হবে এবং ভেতরে ভেতরে পরস্পরের শত্রু হবে। আমরা আল্লাহর পানাহ চাই যেন আপনি আমাদের এই চিঠিকে সেই রকম গুরুত্ব না দেন, যা প্রকৃত পক্ষে এই চিঠি বহন করে। আমরা শুধু হিতকামনার চেতনা নিয়ে আপনাকে এই চিঠি লিখেছি। আসসালামু আলাইকুম।"

এই চিঠি যখন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমরের নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি এর নিম্নরূপ জবাব দিলেন :

مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ..... -

"ওমর ইবনুল খাত্তাব থেকে আবু উবায়দা ও মুযায় বিন জাবালের নিকট। তোমাদের দু'জনের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

তোমাদের যৌথ চিঠি পেলাম। তোমরা লিখেছ যে, ইতিপূর্বে আমি কেবল আমার ব্যক্তিগত লালন পালন, সংশোধন ও তত্ত্বাবধানে চিন্তিত থাকতাম। আর এখন পুরো উম্মাহর দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমার সামনে উঁচুস্তরের লোকেরাও বসবে, নিম্নস্তরের লোকেরাও বসবে, শত্রুও আসবে, বন্ধুও আসবে, অথচ প্রত্যেকেরই ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তোমরা লিখেছ যে, ওহে ওমর, এ অবস্থায় তুমি কি করবে ভেবে দেখ।

আমি এর জবাবে এছাড়া আর কী বলবো যে, ওমরের কাছে শক্তিও নেই, দক্ষতাও নেই। একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই সে শক্তি অর্জন করতে পারে। তোমরা আমাকে সেই পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছ, যার সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও সতর্ক করা হয়েছিল। রাত দিনের এই ক্রমাগত আবর্তন, যা মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা প্রত্যেক দূরবর্তীকে নিকটতর প্রত্যেক নতুনকে পুরানো এবং প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবে পরিণত করছে। এভাবে একদিন পৃথিবীর আয়ূষ্কাল শেষ হয়ে যাবে এবং আখেরাত আবির্ভূত হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে চলে যাবে। তোমরা তোমাদের চিঠিতে এই মর্মেও সতর্ক করেছ যে, এ উম্মাতের লোকেরা শেষ যামানায় দৃশ্যত একে অপরের বন্ধু হবে এবং ভেতরে ভেতরে পরস্পরের শত্রু হবে। তোমরা মনে রেখ, তোমরা সেই ধরনের লোক নও, যাদের সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর এ যামানাও সে যামানা নয়, যখন এই মোনাফেকী ছড়িয়ে পড়বে। তখন তো লোকেরা কেবল দুনিয়াবী স্বার্থের খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসবে এবং দুনিয়াবী স্বার্থকে রক্ষার জন্য একে অপরকে ভয় পাবে। তোমরা লিখেছ, আমি যেন তোমাদের চিঠি দ্বারা কোন ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত না হই। তোমরা নিঃসন্দেহে সত্য বলেছ। তোমরা হিতকামনার মনোভাব নিয়ে লিখেছ। ভবিষ্যতে চিঠি লেখা বন্ধ করো না। তোমাদের দু'জনের হিতকামনা আমার সর্বদাই প্রয়োজন হবে। ওয়াস সালাম।" (আলমুসলিমুন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)

সত্যের প্রতি ভালোবাসা, বাতিলের প্রতি ঘৃণা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধকরণ

٣١٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ - (مشكوة، ابراهيم بن ميسرة رضـ)

৩১৪. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বেদয়াতী লোককে সম্মান করলো, সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো। (মেশকাত, ইব্রাহীম ইবনে মাইসারা রা.)

ব্যাখ্যা : বেদয়াতী বলতে এমন লোককে বুঝানো হয়, যে ইসলামের ভেতরে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যশীল কোন মতবাদ বা কাজ ঢুকিয়ে দেয়। এ ধরনের লোক ইসলামের ভবনকে ধ্বসিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি তাকে সম্মান করে, সে ইসলমাকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে। রাসূল (সা) বলেছেন যে, এ ধরনের লোকেরা মুসলমানদের সমাজে সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয় এবং তাদের কার্যকলাপকে বরদাশত করা ঠিক নয়। হাদীসটির প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। তারপর নিজের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন– এ হাদীসের আলোকে তার অবস্থা কী।

মোনাফেকের নেতৃত্ব আল্লাহর ক্রোধ উস্কে দেয়

٣١٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْلُنَّ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَاِنَّهُ اِنْ يَّكُنْ فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ - (مشكوة)

৩১৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মোনাফেককে নেতা বলো না। কারণ তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে রাগান্বিত করবে। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : "নেতা বলো না" এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি জেনে শুনে কথা ও কাজে বৈপরিত্য বজায় রাখে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাকে সরদার বা নেতা বানিও না। তাহলে আল্লাহর ক্রোধভাজন হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধভাজন হয়, তার কোথাও ঠাই নেই। দুনিয়াতেও সে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করবে, আর আখেরাতেও সর্বনাশা পরিণতির সম্মুখীন হবে।

মদখোর রোগে পড়লে দেখতে যাওয়া অনুচিত

٣١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ ابْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَ تَعُوْدُوْا شُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِضُوْا - (الادب المفرد)

৩১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেছেন : মদখোররা যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন তাদেরকে দেখতে যেও না।

(আল আদাবুল মুফরাদ)

অন্যায়ের প্রতিরোধ না করলে আল্লাহর অভিশাপ আসবে

٣١٧- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ فِي الْمَعَاصِيْ نَهَتْهُمْ عُلْمَاءُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَاكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ، ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ لاَ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بَيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاخُذُنَّ

عَلٰى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَاْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ - (بيهقي، مشكوة، ابن مسعود رضـ)

৩১৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন বনী ইসরাঈল আল্লাহর নাফরমানী করতে লাগলো, তখন তাদের আলেমরা তাদেরকে নিষেধ করলো। কিন্তু তারা নিষেধ মানলো না। তখন তাদের আলেমরা তাদেরকে বয়কট করার পরিবর্তে তাদের বৈঠকাদিতে বসতে লাগলো এবং তাদের সাথে খানাপিনা করতে লাগলো। এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের মনকে এক রকম করে দিলেন। তারপর হযরত দাউদ ও হযরত ঈসার (আ) মুখ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অভিসম্পাত করলেন। তাদের ক্রমবর্দ্ধমান নাফরমানী ও সীমাতিক্রমের কারণেই এটা হয়েছিল। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সহসা সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, না, সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিতে থাকবে, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করতে থাকবে এবং যালেমকে যুলুম থেকে ফেরাবে এবং তাকে সত্য ও ন্যায়ের দিকে আকৃষ্ট করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের (যালেম ও মযলুম সকলের) মনও একই রকম করে দেবেন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে রহমত ও হেদায়াত থেকে দূরে নিক্ষেপ করবেন, যেভাবে বনী ইসরাঈলকে নিক্ষেপ করেছিলেন। (বায়হাকী, মেশকাত, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.)

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে...

٣١٨- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِيْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ مَثَلُ قَوْمٍ نِ اسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ

فِيْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِيْ اَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِيْ فِيْ اسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِيْ اَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْبِهِ فَاَخَذَ فَاْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ؟ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلاَبُدَّلِيْ مِنَ الْمَاءِ، فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ - (بخاري)

৩১৮. হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম লংঘন করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম লংঘন করতে দেখেও তাকে নিষেধ করে না এবং তাকে নীরবে সহ্য করে, এই দু'জনের উদাহরণ এ রকম, যেমন কতক লোক একটি জাহাজে আরোহণ করলো এবং লটারি করে তার ভিত্তিতে কতক ওপরের অংশে ও কতক লোক নীচের অংশে বসলো। যারা নীচের অংশে বসেছিল, তারা পানির জন্য ওপরে বসা লোকদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করতে লাগলো যাতে সমুদ্র থেকে পানি নিতে পারে। এতে ওপরওয়ালারা বিরক্ত হলো। অবশেষে নীচের লোকেরা কুড়াল নিয়ে জাহাজের তলা চিরতে শুরু করে দিল। ওপরের লোকেরা তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এ কী করছ? তারা বললো, আমাদের পানির দরকার। সমুদ্র থেকে পানি তুলতে হলে ওপরে গিয়েই তুলতে হয়। অথচ আমাদের আসা যাওয়ায় তোমরা কষ্ট পাও। এখন আর কী করা? জাহাজের তলা চিরে সমুদ্র থেকে পানি তুলবো। রাসূল (সা) এই উদাহরণ বর্ণনা করার পর বললেন, ওপরের লোকেরা যদি নীচের লোকদের হাত ধরে তলা ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে ঠেকায়, তাহলে নিজেরাও সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচতে পারবে, তাদেরকেও বাঁচাতে পারবে। আর যদি তাদের এই সর্বনাশা কাজ না ঠেকায় এবং দেখেও না দেখার ভান করে তাহলে নিজেরাও ডুবে মরবে, তাদেরকেও ডুবাবে। (বোখারী)

٣١٩- خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَثْنٰى عَلٰى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ لَّايُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ وَلَايُعَلِّمُوْنَهُمْ وَلَايَعِظُوْنَهُمْ؟ وَمَابَالُ اَقْوَامٍ لاَّ يَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَايَتَفَقَّهُوْنَ وَلَايَتَّعِظُوْنَ؟ وَاللّٰهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهِم وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ وَيَاْمُرُوْنَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِّنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُوْنَ وَيَتَّعِظُوْنَ اَوْ لَاُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ قَوْمٌ مَّنْ تَرَوْنَهٗ عَنٰى بِهٰؤُلاَءِ؟ قَالُوْا اَلاَشْعَرِيِّيْنَ، هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ وَلَهُمْ جِيْرَانٌ جُفَاةٌ مِّنْ اَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْاَعْرَابِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ قَوْمًا بِخَيْرٍ وَّذَكَرْتَنَا بِشَرٍّ فَمَا بَالُنَا فَقَالَ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهِمْ وَلَيَعِظُنَّهُمْ وَلَيَاْمُرُنَّهُمْ وَلَيَنْهَوُنَّهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَّعِظُوْنَ وَيَتَفَقَّهُوْنَ اَوْلَاُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ فِيْ الدُّنْيَا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰه اَنُفَطِّنُ غَيْرَنَا؟ فَاَعَادَ قَوْلَهٗ عَلَيْهِمْ فَاَعَادُوْا قَوْلَهُمْ "اَنُفَطِّنُ غَيْرَنَا؟ فَقَالَ ذَاكَ اَيْضًا، فَقَالُوْا اَمْهِلْنَا سَنَةً،

فَامْهَلَهُمْ سَنَةً، لِيُفَقِّهُوْهُمْ وَيَعِظُوْهُمْ ثُمَّ قَرَءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ." الاية (طبراني)

৩১৯. একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে এক শ্রেণীর মুসলমানদের প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন : এ কেমন কথা যে, কিছু লোক প্রতিবেশীদের মধ্যে দ্বীনী প্রেরণা ও উপলব্ধির সৃষ্টি করে না, তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ভয়াবহ পরিণাম তাদেরকে অবহিত করে না এবং তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না? এটাই বা কেমন কথা যে, কিছু লোক প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনী বুঝ ও প্রেরণা লাভ করে না এবং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ভয়াবহ পরিণাম অবহিত হয় না? আল্লাহর কসম! প্রত্যেক জনগোষ্ঠী যেন প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়, তাদের মধ্যে ধর্মীয় উপলব্ধি ও প্রেরণা সৃষ্টি করে, তাদেরকে সদুপদেশ দেয়, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে।

প্রত্যেক জনগোষ্ঠী যেন তাদের প্রতিবেশীদের নিকট থেকে দ্বীন শেখে, দ্বীন সম্পর্কে প্রেরণা ও উপলব্ধি অর্জন করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। নচেত আমি অচিরেই তাদেরকে শাস্তি দেব। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং ভাষণের ইতি টানলেন। শ্রোতাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো, “এরা কারা, যাদের বিরুদ্ধে রাসূল (সা) ভাষণ দিলেন?” তারা জবাব দিল : “তিনি আশয়ারী গোত্রের সম্পর্কে বলেছেন। তারা ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ অথচ তাদের প্রতিবেশী ঝর্ণার কিনারে বসবাসকারীরা মুর্খ। এই ভাষণের খবর যখন আশয়ারী গোত্র জানতে পারলো, তখন তারা রাসূল (সা)-এর নিকট এল। তারা বললো : হে রাসূলুল্লাহ (সা), আপনি আপনার ভাষণে কতক লোকের প্রশংসা করেছেন এবং আমাদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমরা কী অপরাধ করেছি? রাসূল (সা) বললেন : প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর উচিত যেন

প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়, তাদেরকে সদুপদেশ দেয়, ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। অনুরূপ প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর উচিত যেন নিজেদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দ্বীনের শিক্ষা নেয়, সদুপদেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের মধ্যে দ্বীনী প্রেরণা ও উপলব্ধির সৃষ্টি করে। নচেত আমি তাদেরকে অচিরেই দুনিয়ায় শাস্তি দেব। আশয়ারীরা বললো : হে রাসূলুল্লাহ (সা), আমরা কি অন্যদের মধ্যে উপলব্ধি ও প্রেরণা সৃষ্টি করবো? (অর্থাৎ দাওয়াত, তাবলীগ ও শিক্ষা দানও কি আমাদের দায়িত্ব?) তিনি বললেন : "এটাও তোমাদের দায়িত্ব।" তখন তারা বললো : আমাদেরকে এক বছর সময় দিন। রাসূল (সা) তাদেরকে এক বছরের সময় দিলেন। এই সময়ে তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে ইসলামের বিধি বিধান শিক্ষা দেবে এবং তাদের ভেতরে উপলব্ধি ও চেতনার সৃষ্টি করবে। এরপর রাসূল (সা) সূরা মায়েদার দুটো আয়াত – لُعِنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا পড়লেন, যার অর্থ হলো : "বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যারা কুফরির পথ অবলম্বন করেছিল তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয়া ঈসার (আ) মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কেননা তারা নাফরমানী ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করা অব্যাহত রেখেছে। তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতো না। নিঃসন্দেহে তাদের এ নীতি খুবই খারাপ ছিল।" (তিবরানী)

আমল বিহীন দাওয়াতের পরিণতি

٣٢. – قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ فَيُلۡقٰى فِى النَّارِ فَتَنۡدَلِقُ اَقۡتَابُهٗ فِى النَّارِ فَيَطۡحَنُ فِيۡهَا كَطَحۡنِ الۡحِمَارِ بِرَحَاهٗ فَيَجۡتَمِعُ اَهۡلُ النَّارِ عَلَيۡهِ فَيَقُوۡلُوۡنَ اَىۡ فُلَانُ مَاشَانُكَ؟ اَلَيۡسَ كُنۡتَ تَاۡمُرُنَا بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَتَنۡهَانَا عَنِ الۡمُنۡكَرِ؟

قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَاٰتِيْهِ وَاَنْهٰكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ ـ (بخاري، مسلم، اسامه بن زيد رضـ)

৩২০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন হাজির করা হবে এবং তাকে এমন জোরে আগুনে ছুড়ে মারা হবে যে, তার নাড়িভুড়ি আগুনের ভেতরে বেরিয়ে পড়বে। তারপর গাধা যেভাবে নিজের বৃত্তের ভেতরে ঘুরে বেড়ায়, সেইভাবে সে নিজের নাড়িভুড়ি নিয়ে আগুনের ভেতরে ঘুরবে। জাহান্নামের অন্যান্য লোকেরা তার চারপাশে সমবেত হবে এবং বলবে, ওহে অমুক, তোমার এ কী দশা? তুমি কি আমাদেরকে দুনিয়ায় সৎ কাজের আদেশ দিতে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না? (অর্থাৎ এমন মহৎ কাজে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তুমি এখানে কিভাবে এলে?) সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর মন্দ কাজ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম। (বোখারী, মুসলিম, উসামা ইবনে যায়েদ রা.)

আগুনের কাঁচি দিয়ে যাদের ঠোঁট কাটা হবে

٣٢١- اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَّارٍ، قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ ـ

(مشكوة، انس رضـ)

৩২১. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি মেরাজের রাতে কতক লোককে দেখলাম, আগুনের কাঁচি দিয়ে তাদের ঠোঁট কাটা হচ্ছে। আমি জিবরীলকে (আ) জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরীল (আ) বললেন : এরা আপনার উম্মাতের সেই সব বক্তা, যারা মানুষকে সততা ও তাকওয়ার উপদেশ দিত। কিন্তু নিজেদের বেলায় সেসব কথা ভুলে যেত। (মেশকাত, আনাস রা.)

দুনিয়ায় সুখ্যাতি অর্জন ও কুখ্যাতি থেকে বাঁচার উপায়

٣٢٢- عَنْ حَرْمَلَةَ قَالَ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَأْمُرُنِىْ بِهٖ اَعْمَلُ؟ فَقَالَ اِئْتِ الْمَعْرُوْفَ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ، وَانْظُرْ مَايُعْجِبُ اُذُنَكَ اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ الْقَوْمِ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِ هِمْ فَأْتِهٖ، وَانْظُرِ الَّذِىْ تَكْرَهُ اَنْ يَّقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاجْتَنِبْهُ - (بخاري)

৩২২. হযরত হারমালা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বললাম, আপনি আমাকে কী কী কাজের আদেশ দেন? রাসূল (সা) বললেন : তুমি ভালো কাজ কর ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। আর শোন, তুমি যদি পসন্দ কর যে, তুমি কোন বৈঠক থেকে চলে যাওয়ার পর লোকেরা তোমার সুনাম করুক, তাহলে তুমি নিজের ভেতরে সদগুণাবলী সৃষ্টি কর। আর যদি তুমি পসন্দ কর যে, লোকেরা তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার বদনাম না করুক, তা হলে তুমি অসদগুণাবলী এড়িয়ে চল। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ লোকেরা যদি চায় যে, সমাজের মানুষ তার সুনাম ও সুখ্যাতি করুক, তাহলে তার সেই ধরনের কাজই করা উচিত। আর যদি এটা না চায় যে, সমাজে তার সুখ্যাতি ছড়াক, তাহলে সে ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা উচিত।

কোরআনের তিনটে আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

٣٢٣- اِنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اُرِيْدُ اَنْ اٰمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اَبَلَغْتَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ؟ قَالَ اَرْجُوْ، فَقَالَ لَهٗ اِنْ لَّمْ تَخْشَ اَنْ تُفْتَضَحَ بِثَلٰثِ اٰيٰتٍ مِّنْ كِتٰبِ اللّٰهِ فَافْعَلْ،

قَالَ الرَّجُلُ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ قَوْلُهٗ "اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ" اَلْاٰيَةَ. فَهَلْ اَحْكَمْتَ هٰذِهٖ قَالَ لاَ، فَقَالَ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهٗ "لِمَا تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ" فَهَلْ اَحْكَمْتَهَا؟ قَالَ لاَ، فَقَالَ وَالثَّالِثَةُ مَقَالَةُ شُعَيْبٍ "مَااُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفُكُمْ اِلٰى مَااَنْهٰكُمْ عَنْهُ" فَهَلْ اَحْكَمْتَهَا؟ قَالَ لاَ، قَالَ فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ - (الدعوة)

৩২৩. এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা) বললো : আমি দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাই। সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজ করতে চাই। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : তুমি কি এই যোগ্যতা অর্জন করেছ? সে বললো : হা, আশা তো করি। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : কোরআনের তিনটে আয়াতের আলোকে তোমার ইচ্ছাটা বিবেচনা কর। যদি এরূপ আশংকা না কর যে, তিনটে আয়াত তোমাকে লজ্জা দেবে ও অপমান করবে, তাহলে নিশ্চিন্তে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে লেগে যাও। সে বললো : ঐ আয়াত তিনটে কী কী? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : প্রথম আয়াত হলো সূরা বাকারার :

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ -

"তোমরা কি শুধু অন্যদেরকেই সৎ কাজের উপদেশ দিতে থাকবে এবং নিজেদের ক্ষেত্রে তা ভুলে যাবে?" অতপর ইবনে আব্বাস বললেন : এ আয়াতের ওপর ভালোভাবে আমল ও এর পূর্ণ বাস্তবায়ন কি সম্পন্ন করেছ? সে বললো : না। দ্বিতীয় আয়াত হলো সূরা সাফ্ফের :

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَتَفْعَلُوْنَ

"তোমরা কেন সেই কথা বল, যা নিজেরা কর না?" তুমি কি এ আয়াতকে

যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করেছ? সে বললো : না। তৃতীয় আয়াত হলো সূরা হুদের :

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ ـ

"(শোয়াইব আ. নিজের জাতিকে বললেন) যেসব খারাপ কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি, সেগুলোতে নিজে লিপ্ত হতে চাই না। (বরঞ্চ আমি সেগুলো থেকে অনেক দূরে থাকবো। তোমরা আমাকে কথায় এক রকম এবং কাজে আরেক রকম দেখবে না)।" ইবনে আব্বাস (রা) জিজ্ঞেস করলেন : এ আয়াতটি কি তুমি ভালোভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেছ? সে বললো : না। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন : তাহলে যাও, প্রথমে নিজেকে সৎ কাজের আদেশ দাও ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যে করতে চায়, তার জন্য এটা প্রথম ধাপ। (আদ দা'ওয়াহ)

ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য যে, এই লোকটি নিজের ব্যাপারে উদাসীন ছিল এবং অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার "সখ" পোষণ করতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রকৃত অবস্থা জেনে নিয়ে চমৎকার পরামর্শ দিলেন।

ইসলামী জ্ঞানের প্রকারভেদ

٣٢٤- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ، فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ ـ (بخاري)

৩২৪. হযরত হাসান (রা) বলেছেন : ইলম (ইসলামী জ্ঞান) দু রকমের হয়ে থাক। এক, যা মুখ অতিক্রম করে অন্তরে বদ্ধমূল হয়। এই ইলমই কেয়ামতের দিন কাজে লাগবে'।

দুই, যা শুধু মুখেই খই ফোটায়, হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে না। এ ধরনের ইসলামী জ্ঞান আল্লাহর আদালতে মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে দাড়াবে। (দারামী)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এ ধরনের মানুষকে এই বলে শাস্তি দেবেন যে, তুমি তো সব কিছু জানতে ও বুঝতে। তাহলে তদনুসারে আমল করে নিজের জন্য পাথেয় নিয়ে আসনি কেন, যা এখানে তোমার কাজে আসতো?

ইসলামী জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও মর্যাদা

٣٢٥– عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ - (بخاري، مسلم)

৩২৫. হযরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ যাকে কল্যাণ দান করতে চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান ও উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ করেন। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামের জ্ঞান ও উপলব্ধি সকল সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের উৎস। এ জিনিসটি যে অর্জন করতে পেরেছে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য লাভ করেছে। এ দ্বারা সে নিজের জীবনকে সুন্দর ও সুশোভিত করতে এবং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের জীবনকেও সুসজ্জিত ও সুষমামণ্ডিত করতে পারবে।

ইসলামী জ্ঞানের চর্চা যেখানে হয় সেখানে প্রশান্তি নেমে আসে

٣٢٦– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ وَمَنْ بَطَّأَبِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ - (مسلم)

৩২৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলামের জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সফরে বের হয়, আল্লাহর ঘরগুলোর (মসজিদগুলোর) মধ্য থেকে কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পড়ে এবং তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঈমানী প্রশান্তি নেমে আসে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তায়ালা তার ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের কথা আলোচনা করেন। ইসলামের বাস্তব অনুসরণে উদাসীনতা যাকে পেছনে ফেলে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে সামনে এগিয়ে দিতে ও তার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে দিতে পারে না। (মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) একদিকে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনকারীদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। অপরদিকে তাদেরকে এই মর্মে সতর্কও করেছেন যে, দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য সে অনুসারে আমল করা ও তার বাস্তবায়ন। কেউ যদি আমল না করে তবে সে যত বড় আলেম হোক ও ইসলামী জ্ঞানের যত বড় ভাণ্ডারই তার কাছে থাক না কেন, সে পেছনেই পড়ে থাকবে। এই জ্ঞান তাকে সামনেও এগিয়ে দেবে না, তার বংশীয় মর্যাদা ও তার কোন উপকারে আসবে না। উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ এবং সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে আমল।

সৎ কর্মশীলদের দু'ধরনের সমাবেশ

٣٢٧– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ، فَقَالَ كِلاَهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَّاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ، اَمَّا هٰؤُلاَءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ، فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَاَمَّا هٰؤُلاَءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ، وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، فَجَلَسَ فِيْهِمْ ـ (مشكوة)

৩২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নববীতে এলেন। সেখানে দু'ধরনের দুটো সমাবেশ চলছিল। (একটি সমাবেশের লোকেরা আল্লাহর যিকির, তাসবীহ ও দোয়ায় মশগুল ছিল। অপরটির লোকেরা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা দানের কাজে নিয়োজিত ছিল।) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : উভয় দল সৎ কাজে নিয়োজিত। তবে তাদের মধ্যে একটি দল অপর দলের চেয়ে উত্তম। একটি দল তো আল্লাহর যিকির, ক্ষমা চাওয়া ও দোয়া করার কাজে মগ্ন। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তারা যা চাইছে দেবেন। না চাইলে দেবেন না। তবে দ্বিতীয় দলটি দ্বীন শেখা ও অজ্ঞ লোকদেরকে শেখানোর কাজে নিয়োজিত। তারাই উত্তম। আমি তো শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি। (অর্থাৎ তারাই আমার আসল কাজটি করছে।– বাংলা অনুবাদক) এই বলে তিনি তাদের সাথে বসে গেলেন। (মেশকাত)

দাওয়াত ও তাবলীগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

٣٢٨– كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُّذَكِّرُ النَّاسَ فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ يَّااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُّ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ، فَقَالَ اَمَا اِنَّهٗ يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذٰلِكَ اَنِّى اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا ـ (بخاري، مسلم)

৩২৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার জনসাধারণকে ওয়ায নসিহত করতেন। শ্রোতাদের একজন বললো : হে আবু আবদুর রহমান, আমার আকাঙ্ক্ষা, আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে ওয়ায নসিহত করুন। তিনি বললেন : যে কারণে আমি তোমাদেরকে প্রতিদিন উপদেশ দেই না, তা হলো, তোমরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে বিরক্ত ও বিতৃষ্ণাগ্রস্ত করতে চাই না। আমি বিরতি

দিয়ে দিয়ে ওয়ায নসিহত করতে চাই, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বিরতি দিয়ে দিয়ে ওয়ায ও নসিহত করতেন, যাতে আমরা বিরক্ত ও ক্লান্ত বোধ না করি। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর কার্যধারা থেকে যে বিষয়টি সাব্যস্ত হয় তা হলো, দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগে নিয়োজিত লোকদের কারো মাথার ওপর চড়াও হয়ে অর্থাৎ তার ইচ্ছা ও আগ্রহের তোয়াক্কা না করে ওয়ায নসিহত করা উচিত নয়। তাদের উচিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অন্বেষণে থাকা এবং কৃষক যেমন বৃষ্টির প্রতীক্ষায় থাকে এবং বৃষ্টি হওয়া মাত্র যমীনকে প্রস্তুত করতে শুরু করে দেয়, সে রকম থাকা। অনুপযোগী ও প্রতিকূল পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে তাবলীগ ও প্রচারের কাজ করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি সুযোগ সুবিধা অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি অন্বেষণে উদাসীন থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। এমন যেন না হয় যে, সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ তো এল, কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের বাসনা পোষণকারী নিজের সম্মান ও ভাবমূর্তির মূল্যায়ন করতে করতে তা হাত ছাড়া করে ফেললো।

দাওয়াত ও প্রচারে কৃত্রিমতা পরিত্যাজ্য

٣٢٩- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَاتُمِلَّنَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ، وَلَااُلْفِيَنَّكَ تَاْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِىْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيْثُهِمْ فَتُمِلَّهُمْ، وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ، وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّىْ عَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحٰبَهٗ لَايَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ - (بخاري)

৩২৯. ইকরামা (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : সপ্তাহে একবার ওয়ায নসিহত কর। একেবারে তৃপ্তি বোধ না করলে দু'বারও করতে পার। তবে তিন বারের বেশী ওয়ায করবে না। মানুষকে কোরআনের প্রতি বিরক্ত করে দিও না। তুমি এভাবে জনগণের কাছে তাবলীগের কাজ করতে যেও না যে, তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্যস্ত আছে আর তুমি সেই অবস্থায় নিজের ওয়ায শুরু করে দিলে এবং তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে নিজের কথা বলতে শুরু করলে। এ রকম করলে তুমি তাদেরকে ওয়াযের প্রতি বিরক্ত করে দেবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নীরবতা অবলম্বন কর। যখন তাদের মধ্যে আগ্রহ দেখবে এবং তারা তোমার কাছে দাবী জানাবে, তখন ওয়ায কর। ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাক। কেননা আমি রাসূল (সা) ও তার সাহাবীদেরকে দেখেছি যে, তারা কৃত্রিমভাবে ছন্দবদ্ধ কথা বলতে চেষ্টা করতেন না। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : ইমাম সারাখসী (রহ) স্বীয় গ্রন্থ আল-মাবসূতে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَاتُبَغِّضُوْا عِبَادَ اللّٰهِ عِبَادَةَ اللّٰهِ -

"এমন পদ্ধতি অনুসরণ করো না, যার কারণে মানুষ আল্লাহর ইবাদতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে।"

যখন তারা দাবী জানাবে, কথাটার তাৎপর্য এই যে, যখন তারা মুখ দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের আগ্রহ ব্যক্ত করবে, অথবা তাদের হাবভাব ও মুখমণ্ডলের অবস্থা দেখে ধারণা জন্মাবে যে, তারা এখন দ্বীনের কথা শুনতে প্রস্তুত, তখনই নিজের বক্তব্য রাখা উচিত।

মানুষের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে

٣٣٠- اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً يُّصَدِّقُ النَّاسَ حِيْنَ اَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يَّاْخُذَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ لَهٗ لَاتَاْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ اَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا، خُذِ

الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ وَذَاتَ الْعَيْبِ فَذَهَبَ فَاَخَذَ ذٰلِكَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ النَّبِىُّ اَنْ يَّاخُذَ حَتّٰى جَاءَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَذَكَرَ لَهٗ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ رَسُوْلَهٗ اَنْ يَّاخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ النَّاسِ يُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَيُطَهِّرُ هُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قُمْ فَخُذْ، فَذَهَبَ فَاَخَذَ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ وَذَاتَ الْعَيْبِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَاقَامَ فِىْ اِبِلِىْ اَحَدٌ قَطُّ يَاْخُذُ شَيْئًا لِلّٰهِ قَبْلَكَ، وَاللّٰهِ لَتَخْتَارَنَّ - (كتاب الخراج، ابو يوسف رح)

৩৩০. যখন যাকাত ফরয হলো এবং রাসূল (সা)কে মানুষের কাজ থেকে যাকাত আদায়ের আদেশ দেয়া হলো, তখন তিনি যাকাত আদায়ের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে, শোন! মানুষের সেইসব সর্বোত্তম সম্পদ নিও না, যার সাথে তাদের হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে। যাকাত হিসাবে উট দিলে তুমি হয় বুড়ী উটনী নেবে অথবা এমন উটনী নেবে যার বাচ্চা হয়নি এবং ত্রুটিযুক্ত উটনী নেবে। রাসূল (সা)-এর নির্দেশ মোতাবেক আদায়কারী গেল এবং জনগণের গৃহপালিত পশু থেকে যাকাত আদায় করতে লাগল। এক পর্যায়ে সে একজন আরব বেদুঈনের কাছে গেল এবং তাকে বললো যে, আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে আদেশ দিয়েছেন যেন মানুষের কাছ থেকে যাকাত আদায় করেন। এ যাকাত তাদেরকে পবিত্র করবে এবং ঈমানকে বৃদ্ধি করবে। লোকটি আদায়কারীকে বললো : এই যে আমাদের গৃহপালিত পশু। তুমি এর ভেতর থেকে নিয়ে যাও। সে বুড়ি, বাচ্চাবিহীন ও ত্রুটিযুক্ত উটনীগুলো নিল। বেদুঈন বললো : তোমার আগে আমাদের উট থেকে আল্লাহর

পাওনা আদায় করতে কেউ আসেনি। আল্লাহর কসম, তোমাকে উৎকৃষ্ট উটই নিতে হবে। (আল্লাহর কাছে মন্দ জিনিস পেশ করতে সে প্রস্তুত ছিল না।) (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা) যদি শুরু থেকেই মানুষের উৎকৃষ্ট সম্পদ যাকাত হিসাবে আদায় করতেন, তাহলে আশংকা ছিল যে, লোকেরা যাকাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন মানুষের মনে দ্বীনের সঠিক চেতনা, প্রেরণা ও উপলব্ধি বদ্ধমূল হলো এবং তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হলো, তখন মদীনার বহু দূরের গ্রামবাসীর মধ্যেও এরূপ উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো যে, তারা সর্বোত্তম সম্পদ যাকাত হিসাবে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতো।

রাসূল (সা) একটা কথা তিনবার বলতেন

٣٣١- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلٰثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ - (بخاري، انس رضـ)

৩৩১. রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন কথা বলতেন, তখন (প্রয়োজন বোধে) তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে শ্রোতারা ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। (বোখারী, আনাস রা.)

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক ভাষায় কথা বলা ও ভাষণ দেয়ার বিশেষ রীতি বর্ণনা ভংগী রয়েছে। প্রচারকদের জানা উচিত যে, শ্রোতাদের অন্তরে কথা বদ্ধমূল করে দেয়াই মূল লক্ষ্য। শ্রোতারা যে পর্যায়ের মানুষ, সেই অনুসারেই ভাষা অবলম্বন করা উচিত। স্বল্প শিক্ষিত লোকদের সামনে দার্শনিকের ভংগীতে কথা বলা এবং কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ চয়ন করা দাওয়াতকে নিষ্ফল করার শামিল! রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে হযরত আয়েশা বলেন :

كَانَ كَلَامُهٗ كَلَامًا فَصْلًا يَّفْهَمُهٗ كُلُّ مَنْ يَّسْمَعُهٗ -

'তার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার হতো, যে শুনতো সেই তা বুঝতে পারতো।" (আবু দাউদ)

জোর জবরদস্তির পরিবেশে বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী হয় না

٣٣٢- قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ لِلْقُلُوْبِ شَهَوَاتٍ وَّاِقْبَالاً وَّاِدْبَارًا فَاْتُوْهَا مِنْ قِبَلِ شَهَوَاتِهَا وَاِقْبَالِهَا، فَاِنَّ الْقَلْبَ اِذَا اُكْرِهَ عَمِيَ - (كتاب الخراج، امام ابو يوسف رح)

৩৩২. হযরত আলী (রা) বলেন : হৃদয়ের কিছু কিছু আবেগ ও ঝোঁকপ্রবণতা থাকে। কখনো তা কথা শুনতে প্রস্তুত থাকে, কখনো প্রস্তুত থাকে না। কাজেই তোমরা মানুষের হৃদয়ের ঝোঁক ও আবেগ বুঝে তার ভেতরে প্রবেশ কর এবং যখন তারা শুনতে আগ্রহী হয়, তখন কথা বল। কেননা হৃদয় এমন এক বস্তু, যাকে যখন কোন ব্যাপারে জবরদস্তি করা হয় তখন সে অন্ধ হয়ে যায় (এবং বক্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে)। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.)

শ্রেষ্ঠ আলেম কে?

٣٣٣- قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَلْفَقِيْهُ كُلُّ الْفَقِيْهِ مَنْ لَمْ يُقْنِطِ النَّاسَ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِىْ مَعَاصِىْ اللّٰهِ وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ - (كتاب الخراج، امام ابو يوسف رح)

৩৩৩. হযরত আলী (রা) বলেছেন : শ্রেষ্ঠ আলেম তিনি, যিনি (তার ওয়াযের মাধ্যমে) মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশও করেন না; আল্লাহর নাফরমানীর অনুমতিও দেন না এবং আল্লাহর আযাব সম্পর্কে তাদেরকে বেপরোয়াও করে দেন না। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, এমনভাবে বক্তৃতা দেয়া ঠিক নয়, যার ফলে লোকেরা নিজের মুক্তি ও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে

যায়, আবার আল্লাহর দয়া ও ক্ষমাশীলতা এবং রাসূলুল্লাহর শাফায়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানী করার সাহস যোগানো ও বেপরোয়া করে দেয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। সঠিক পন্থা হলো, উভয় দিক সব সময় সামনে তুলে ধরতে হবে, যাতে হতাশাও না জন্মে ধৃষ্টতা ও বেপরোয়া ভাব সৃষ্টি না হয়।

ইসলামের সেবা ও রক্ষায় নিয়োজিতদের জন্য সুসংবাদ

٣٣٤- قَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَيَزَالُ مِنْ اُمَّتِيْ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لاَيَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ وَلاَمَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ - (بخاري، مسلم)

৩৩৪. হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একটি দল সব সময় থাকবে, যারা আল্লাহর দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাদের বিরোধিরা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। অবশেষে একদিন আল্লাহর ফায়সালা এসে যাবে। তখনও তারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতেই থাকবে। (বোখারী, মুসলিম)

যারা রাসূল (সা)-কে সর্বাধিক ভালোবাসেন

٣٣٥- اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِيْ لِيْ حُبًّا، نَاسٌ يَّكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَاٰنِيْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ - (مسلم، ابو هريرة رضـ)

৩৩৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে যারা আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে, তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আমার পরবর্তীকালে জন্ম নেবে, যারা মনে মনে প্রত্যাশা করবে যে, আমাকে যদি তাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের সাথে দেখতে পেত! (মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারীদের জন্য সুসংবাদ

٣٣٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا، وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ.

(مشكوة، عمرو بن عوف رضـ)

৩৩৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ইসলাম শুরুতে মানুষের কাছে অজানা ছিল, অচিরেই তা পুনরায় আগের মত অজানা হয়ে যাবে। সেই অজানা লোকদের জন্য সুসংবাদ, যারা আমার পরে আমার সেই রীতিনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করবে, যা লোকেরা নষ্ট ও বিকৃত করে ফেলেছিল। (মেশকাত, আমর ইবনে আওফ রা.)

ব্যাখ্যা : বস্তুত ইসলাম তার সূচনাকালে অজানা ছিল। মানুষ তাকে জানতো না ও চিনতো না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তার সাহাবীগণের ক্রমাগত চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামের ফলে ইসলাম বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন হলো এবং তাকে জনগণ সাদরে গ্রহণ করলো। পুনরায় একদিন ইসলাম বিশ্বাবাসীর কাছে অজানা ও অচেনা হয়ে যাবে। তখন যারা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে, তারাও অচেনা হয়ে যাবে। এ ধরনের লোকদেরকে রাসূল (সা) সুসংবাদ দিয়েছেন।

দাওয়াত ও তাবলীগে নিয়োজিতদের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

শোকর

সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ গুণটি থাকা আবশ্যক। কিন্তু যারা এই বিকারগ্রস্ত পরিবেশে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের সংগ্রামে নিয়োজিত হবে, তাদের জন্য এই পাথেয়টি সর্বক্ষণ সাথে রাখা অত্যন্ত অপরিহার্য। শোকরের তাৎপর্য হলো, মানুষ এরূপ চিন্তা করবে যে, 'আল্লাহ আমার ওপর কত অনুগ্রহ করেছেন ও কত মহানুভবতা

দেখিয়েছেন। প্রথমে তো দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে মাতৃগর্ভের প্রগাঢ় অন্ধকারে বাতাস ও খাদ্য সরবরাহ করে জীবন বাঁচিয়েছেন। তারপর যখন দুনিয়ায় এলাম তখন তিনি আমাকে লালন পালনের কী সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। আমি সম্পূর্ণ অসহায় ছিলাম। মুখে না ছিল কথা বলার ক্ষমতা, না ছিল হাত পায়ে চলাফেরা ও কাজ করার ক্ষমতা। সেই অবস্থায়ও আমার প্রভু আমাকে লালন পালন করলেন, আমার শরীরে ক্রমান্বয়ে শক্তি সামর্থ দিলেন, চিন্তা করা, বুঝা ও কথা বলার ক্ষমতা দিলেন, তারপর আকাশ ও পৃথিবীর গোটা কারখানাকে আমার সেবায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত করলেন, যাতে আমি বাতাস ও খাদ্য পাই।' সে একদিকে নিজের সর্বময় অসহায়তা ও অক্ষমতা দেখতে পায়, অপরদিকে আল্লাহর সর্বব্যাপী দয়া ও করুণার বৃষ্টি নিজের ওপর বর্ষিত হতে দেখতে পায়। এতে নিজের পরম দয়ালু ও মহানুভব প্রভুর প্রতি মনে প্রগাঢ় প্রীতি ও ভালোবাসা জন্মে। সাথে সাথে শরীরের সকল ক্ষমতা ও যোগ্যতা মনিবের সন্তুষ্টি অর্জন ও তার সন্তুষ্টি যে পথে অর্জিত হয়ে থাকে সেই পথে চলা ও সংগ্রাম সাধনা করার কাজে নিয়োজিত, ব্যতিব্যস্ত ও উৎসর্গিত হয়ে যায়।

উল্লিখিত অবস্থা, মনোভাব ও আবেগ উদ্দীপনার নামই শোকর বা কৃতজ্ঞতা। এটি একটি মহৎ গুণ। এ গুণ সকল প্রকারের কল্যাণের প্রাণ ও উৎস। এই গুণটিকে উজ্জীবিত, জাগ্রত ও প্রাণবন্ত করার জন্যই রাসূলগণ এসেছেন ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই মনোভাব ও গুণটিকে ধ্বংস করাই হলো অভিশপ্ত ইবলীসের মূল কাজ। (সূরা আরাফের দ্বিতীয় রুকু দ্রষ্টব্য) প্রশ্ন হল হযরত আদম (আ) তো জানতেন যে, তার প্রভু অমুক গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। তাহলে তিনি কেন এই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করলেন? এর জবাব এই যে, ইবলীস তাকে দীর্ঘ সময় ধরে প্ররোচনা দিয়েছিল, সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়েছিল যাতে মহান আল্লাহর প্রতিপালকত্ব ও প্রভুত্ব এবং তাঁর অপার অনুগ্রহ ও মহানুভবতার যে স্মৃতি ও চেতনা তাঁর ভেতরে জীবিত রয়েছে, তা দুর্বল, স্তীমিত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এই চেতনা যখন নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল, তখনই তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের দিকে ছুটলেন। মোটকথা, এই চেতনা ও উপলব্ধি যত

বেশী সজাগ ও উজ্জীবিত হবে, মানুষ ততই আল্লাহর ফরমাবরদারীতে অগ্রগামী হবে। আর যখন এই চেতনা দুর্বল হবে, তখনই মানুষের পক্ষে পাপ কাজের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হবে। মিশরে এক নারী ভোগবিলাস ও আমোদ প্রমোদের প্ররোচনার যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে হযরত ইউসুফ শুধু এ জন্যই নিরাপদে রক্ষা পেয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহের কথা তার মনে পড়ে গিয়েছিল। তার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল যে, আমার প্রভু আমার প্রতি এত সদয় আচরণ করেছেন, আর আমি তাঁর নাফরমানী করবো?

শোকরের চেতনা যখন মানুষের মনে জাগ্রত হয়, তখন তার জীবন আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের পথে চালিত হয়।

আহারের পরে আল্লাহর শোকর

٣٣٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - (ابوداؤد)

৩৩৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আহার করার পর বলে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ -

"আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও চেষ্টা ছাড়াই আমাকে আহার করালেন" তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে একজন প্রকৃত মুমিনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সে আহার করার পর বলে যে, আমার পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ আমাকে এই খাদ্য দান করেছেন। এতে আমার চেষ্টা সাধনা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির কোন অবদান নেই। আমার কী ক্ষমতা আছে? আমি একজন চরম

অসহায় বান্দা। আমার যা কিছু আছে, তার সবই আমার প্রভুর দান। এখন যে খাবার খেলাম, তাও তাঁরই দান। তিনি না দিলে কোথায় পেতাম? যে ব্যক্তির অবস্থা এ রকম হয় যে, পরিশ্রম করে আয় উপার্জন করে এবং উপার্জিত সামগ্রী সামনে এলে বলে, এসব আমার প্রভুর দান, সে কী কখনো জেনে শুনে গুনাহ করবে? আর গুনাহ হয়ে গেলেও কি সে তৎক্ষণাত আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চেয়ে পারবে? কাজেই তার গুনাহ মাফ হওয়াই স্বাভাবিক ও অবধারিত।

নতুন কাপড় পরার পর আল্লাহর শোকর

٣٣٨- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهٖ عِمَامَةً اَوْ قَمِيْصًا اَوْرِدَاءً، يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَلْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَاصُنِعَ لَهٗ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَاصُنِعَ لَهٗ - (ابو داؤد)

৩৩৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন নতুন কাপড় যথা জামা, পাগড়ী বা চাদর পরতেন, তখন তার নাম উল্লেখ করে বলতেন : হে আল্লাহ, তোমার শোকর যে, তুমি আমাকে এটা (জামা ইত্যাদি) পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ ও যে উদ্দেশ্যে এটি বানানো হয়েছে, তার কল্যাণ কামনা করি। আর এই কাপড়ের যাবতীয় অকল্যাণ থেকে ও যে উদ্দেশ্যে তা বানানো হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : কাপড়ই হোক বা অন্য কোন জিনিসই হোক, তার ব্যবহার ভালো ও কল্যাণকর কাজেও হতে পারে, খারাপ ও অকল্যাণের কাজেও হতে পারে। মোমেন পোশাককে আল্লাহর দান মনে করে এবং তা পাওয়ায় আল্লাহর শোকর আদায় করে। সেই সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে,

এই নিয়ামতকে ব্যবহার করে আমি যেন কোন মন্দ কাজ না করি, কোন খারাপ উদ্দেশ্যে একে ব্যবহার না করি। বরং কোন ভালো উদ্দেশ্যে যেন এটি কাজে লাগাতে পারি। তার চিন্তার এই পদ্ধতি শুধু পোশাকের ক্ষেত্রেই নয়, বরং প্রত্যেক নিয়ামতের ক্ষেত্রেই চালু থাকে এবং প্রত্যেক নিয়ামত সম্পর্কেই সে এরূপ করে থাকে।

বাহনে আরোহণের পর আল্লাহর শোকর

٣٣٩- عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ شَهِدْتُّ عَلِيَّ ابْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اُتِيَ بِدَابَّةٍ لِّيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهٗ فِيْ الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ، فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا، وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ - (ابو داؤد)

৩৩৯. হযরত আলী বিন রাবিয়া (রা) বলেন : আমি হযরত আলীকে (রা) দেখলাম যে, তার কাছে বাহক পশু আনা হলে তাতে পা রেখে তিনি বললেন, 'বিসমিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর নামে। তারপর আসন গ্রহণের পর বললেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

"আল্লাহর শোকর যিনি একে আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে দিয়েছেন অথচ আমরা নিজেদের ক্ষমতা বলে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারতাম না। আমাদেরকে আমাদের প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা যদি উট, ঘোড়া ও অন্যান্য জীবজন্তুকে মানুষের বশীভূত ও অনুগত না করতেন, তাহলে মানুষ তাকে কিছুতেই বশীভূত করতে পারতো না। কেননা সে এসব জন্তুর চেয়ে আকৃতিতেও ছোট,

ক্ষমতায়ও ক্ষুদ্র। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য এমন আইন তৈরী করেছেন যে, অতি সহজেই তা বশ মানে। এ জন্য মোমেন আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর সাথে সাথেই তার মন চলে যায় আখেরাতের দিকে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এত সব নিয়ামত দান করেছেন। তিনি আমার কাছ থেকে এগুলোর হিসাব নেবেন। ভেবে দেখুন তো, যে ব্যক্তির চিন্তাধারা এ রকম হয়, সে আমলের ক্ষেত্রে কত এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়?

আল্লাহর নামে ঘুমানো ও ঘুম থেকে জেগে আল্লাহর শোকর করা

٣٤. – عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهٗ تَحْتَ خَدِّهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بِاِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى، وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ - (بخاري)

৩৪০. হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন : রাসূল (সা) যখন রাত্রে ঘুমানোর জন্য শয়ন করতেন তখন (মুখের) চোয়ালের নীচে হাত রেখে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ بِاِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى -

"হে আল্লাহ, আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।"

আবার যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَااَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ -

"আল্লাহর শোকর, তিনি আমাদেরকে মরার পর জীবিত করলেন। আবারো জীবিত হয়ে আমাদের তার কাছে যেতে হবে।" (বোখারী)

ব্যাখ্যা : মানুষের অন্তরে যখন আখেরাতের চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন তার অবস্থা এ রকম হয় যে, ঘুমানোর সময় সে আল্লাহর নাম নেয় এবং

মনে মনে বলে যে, আল্লাহর নাম আমার সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, বেঁচে থাকার সময়ও, মরার সময়ও, ঘুমানোর সময়ও এবং ঘুম থেকে জাগার সময়ও। আর যখন সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন আল্লাহর শোকর আদায় করে যে, তিনি তাকে সৎকাজ করার জন্য আরো খানিকটা সময় দিলেন। কাল যদি আমার কিছু কমতি থেকে থাকে, তবে আজ আর কমতি থাকতে দেব না। একদিনের যে সময় পেলাম, তা কাজে লাগানো দরকার।

প্রতিদিনই তার অবস্থা এ রকম হয়ে থাকে। যখন সে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন তার আখেরাত ও সেখানকার হিসাব নিকাশের কথা মনে পড়ে যায়। সে মনে মনে বলে : একদিন আমাকে মরতেই হবে। তারপর পুনরায় জীবিত হয়ে হিসাব কিতাবের জন্য আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে। জীবনের এই অবকাশের সময়টা যদি বৃথা নষ্ট করে দেই, তবে তাকে কিভাবে মুখ দেখাবো এবং কী জবাব দেব?

সাহাবীদের জীবনে আল্লাহর শোকর ও স্মরণ

٣٤١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ مُعَاوِيَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ اَصْحٰبِهٖ، فَقَالَ مَااَجْلَسَكُمْ هٰهُنَا؟ فَقَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ عَلٰى مَاهَدٰنَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا - (مسلم)

৩৪১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়ী থেকে বাইরে এসে দেখলেন যে, কিছু লোক বৃত্তাকারে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা এখানে কেন বসে আছ এবং কী করছ? তারা বললেন : আমরা এখানে বসে আল্লাহকে স্মরণ করছি, তিনি আমাদের ওপর যে সব অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ করছি, বিশেষ করে আমাদের কাছে আল্লাহ তাঁর দ্বীন পাঠিয়ে, ঈমান আনার তাওফীক দিয়ে ও আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে যে অনুগ্রহ করেছেন, তা স্মরণ করছি। (মুসলিম)

বিপদ মুসীবতে মোমেনের কর্মপন্থা

٣٤٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلٰئِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ، فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ، فَيَقُوْلُ فَمَاذَا قَالَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِىْ الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - (ترمذى)

৩৪২. হযরত আবু মূসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যখন কোন বান্দার কোন সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তার ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ সংহার করেছ? তারা বলে : হাঁ। পুনরায় আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা তার কলিজার টুকরোকে নিয়ে নিয়েছ? তারা বলে : হাঁ। তারপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলে : এই বিপদে সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলেছে। তখন আল্লাহ বলেন : আমার এই বান্দার জন্য বেহেশতে একটা ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ "শোকরের ঘর।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : উক্ত মোমেন বান্দা যে আল্লাহর প্রশংসা করেছে তার অর্থ হলো, সে বলেছে : হে আল্লাহ, তোমার শোকর, আমি সন্তান হারানোর কারণে তোমার ওপর খারাপ ধারণা পোষণ করিনি। তুমি যা কর তা কখনো যুলুম ও অবিচার হয় না। তোমার জিনিস তুমি নিয়ে নিয়েছ এতে অসন্তুষ্ট হব কেন? কেউ নিজের জিনিস নিয়ে নিলে তাতে ক্ষুব্ধ হবার অবকাশ কোথায়?

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" হচ্ছে ধৈর্যের কলেমা। এটি ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। কেননা এর অর্থ হলো : আমরা আল্লাহর বান্দা ও গোলাম। আমাদের একমাত্র কাজ হলো তার ইচ্ছা ও মর্জি অনুসারে জীবন যাপন এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আমরা যদি মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে ভালো প্রতিদান পাবো, নচেত মন্দ বদলার শিকার হবো। পৃথিবীর সব জিনিসই ধ্বংসশীল। এ ধরনের চিন্তা বিপদ মুসিবতকে সহজ করে দেয়।

মুমিনের মধ্যে সবর ও শোকরের মহামিলন

٣٤٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ، اِنَّ اَمْرَهٗ كُلَّهٗ لَهٗ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذٰلِكَ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهٗ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهٗ - (مسلم، صهيب رضـ)

৩৪৩. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সে যে অবস্থায়ই থাকে, তা থেকে কেবল কল্যাণই লাভ করে। এমন সৌভাগ্য মোমেন ছাড়া আর কেউ লাভ করে না, সে যদি অভাব অনটন, রোগ শোক বা দুঃখ দুর্দশায় পতিত হয়, তবে ধৈর্য ধারণ করে। আর যখন সে সুখে থাকে তখন শোকর করে। এই উভয় অবস্থা তার জন্য কল্যাণেরই কারণ হয়ে থাকে। (মুসলিম)

বঞ্চিতদের দিকে তাকানোর উপদেশ

٣٤٤- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلاَتَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لاَّتَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ - (مسلم، ابو هريرة رضـ)

৩৪৪. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যারা তোমাদের চেয়ে দরিদ্র ও নিম্নতর, তাদের দিকে তাকাও, (তাহলে তোমাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার মনোভাব সৃষ্টি হবে) যারা ধন সম্পদ ও পার্থিব উপায় উপকরণে তোমাদের চেয়ে উচ্চতর তাদের দিকে তাকিও না, যাতে তোমরা যা কিছু নিয়ামত বর্তমানে উপভোগ করছ, তা তোমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে না হয়। (নচেত আল্লাহর নাশোকরীর মনোভাব সৃষ্টি হবে)। (মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

লজ্জা

٣٤٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ لاَيَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ - (بخاري، مسلم، عمران بن حصين)

৩৪৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : লজ্জা এমন একটি গুণ, যা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে। (বোখারী, মুসলিম, ইমরান ইবনে হুসাইন রা.)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ লজ্জা নামক গুণটি বিপুল কল্যাণের উৎস। এ গুণটি যার ভেতরে থাকবে, সে অন্যায় কাজের ধারেও ঘেষবে না এবং ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী হবে। ইমাম নববী (রহ) রিয়াদুস সালেহীনে লজ্জার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেন :

"লজ্জা এমন একটি গুণ, যা মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে এবং হকদারদের হক প্রদানে শৈথিল্য প্রদর্শন থেকে বিরত রাখে। হযরত জুনায়েদ বোগদাদী বলেছেন : লজ্জা হলো এই যে, মানুষ আল্লাহর নিয়ামতগুলো পর্যবেক্ষণ করে এবং চিন্তা করে যে, এই নিয়ামত দাতার শোকর আদায়ে আমি কত পেছনে পড়ে আছি। এই পর্যবেক্ষণ ও চিন্তার ফলে তার অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তারই নাম লজ্জা।

রাসূলুল্লাহ (সা) এই গুণটির দাবী কী কী তা একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। 'আখেরাতের চিন্তা' শিরোনামে এই হাদীস সামনে আসছে। (৩৮২নং হাদীস দ্রষ্টব্য)

ধৈর্য ও দৃঢ়তা

٣٤٦- قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّتَصَبَّرْ

يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا أُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَّاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ - (بخاري، مسلم، ابو سعيد خدري رضـ)

৩৪৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দেবেন। ধৈর্যের চেয়ে ভালো ও বিপুল কল্যাণের আধার আর কোন নিয়ামত নয়। (বোখারী, মুসলিম, আবু সাঈদ খুদরী রা.)

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি বিপদ বা মুসবিতে পড়ে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণে সক্ষম হয় না, যতক্ষণ সে আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ না করে। তাছাড়া যার ভেতরে শোকর নেই সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। এভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, ধৈর্য নামক গুণটির ভেতরে কত কল্যাণকর ও চমকপ্রদ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে।

শোক দুঃখে অশ্রু বিসর্জন ধৈর্যের পরিপন্থী নয়

٣٤٧- عَنْ أُسَامَةَ قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ ابْنِىْ قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا، فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهٗ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهٗ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَّزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَّرِجَالٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِىُّ فَاَقْعَدَهٗ فِىْ حِجْرِهٖ وَنَفْسُهٗ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ هٰذِهٖ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهٖ - (بخاري، مسلم)

৩৪৭. হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূল (সা)-এর মেয়ে বার্তা পাঠালেন যে, আমার ছেলে মৃত্যুশয্যায় রয়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। রাসূল (সা) সালাম পাঠালেন ও বার্তা পাঠালেন যে, আল্লাহ যা কিছু গ্রহণ করেন তা তাঁরই এবং যা কিছু দান করেন তাও তাঁরই। সব কিছুই তাঁর কাছে স্থিরিকৃত। সব কিছুর জন্য সময় নির্ধারিত থাকে। কাজেই তুমি আখেরাতে পুরস্কার পাওয়ার আশায় ধৈর্য ধারণ কর। কিন্তু এই জবাবী বার্তা পেয়েও তাঁর মেয়ে পুনরায় বার্তা পাঠালেন যে, আপনি অবশ্যই চলে আসুন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাথে সা'দ বিন উবাদা, মুয়ায বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব, যায়দ বিন ছাবেত ও আরো কয়েক ব্যক্তি গেলেন। শিশুটিকে রাসূল (সা)-এর কাছে আনা হলো। তিনি তাকে কোলে নিলেন। ঠিক তখনই তার প্রাণ বায়ূ বেরিয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সা'দ বিন উবাদা (রা) তা দেখে বললেন : এ কী ব্যাপার? (অর্থাৎ আপনি কাঁদছেন? এটা কি ধৈর্যের পরিপন্থী নয়?) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : (না, এটা ধৈর্যের পরিপন্থী নয়।) এ হচ্ছে স্নেহ মমতা। এটি এমন এক আবেগ, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মনে সৃষ্টি করে রেখেছেন। (বোখারী, মুসলিম)

বিপদ মুসবিত দ্বারা গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়

٣٤٨- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَمَالِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ -

(ترمذى، ابوهريرة رضـ)

৩৪৮. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মোমেন পুরুষ ও নারীদের ওপর ক্ষণে ক্ষণে নানা রকমের বিপদ মুসিবত আসতেই থাকে। কখনো তার নিজের ওপর বিপদ আসে, কখনো তার সন্তানদের ওপর আসে, আবার কখনো তার সম্পদের ওপর আসে, (যার ফলে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বা ধ্বংস সাধিত হয়। আর সে এই সব বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করে এবং এভাবে তার

অন্তর ক্রমান্বয়ে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হতে থাকে। ফলে সে অন্যায় ও পাপাচার থেকে দূরে থাকে।) শেষ পর্যন্ত তার এত উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয় যে, সে যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে, তখন তার আমলনামায় কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না। (তিরমিযী, আবু হুরায়রা রা.)

যত কঠিন পরীক্ষা, তত বড় পুরস্কার

٣٤٩- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ - (ترمذي، انس رضـ)

৩৪৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : পরীক্ষা (অর্থাৎ বিপদ মুসিবত) যত কঠিন হবে, তত বড় পুরস্কার প্রদান করা হবে (যদি বান্দা বিপদ মুসিবতে দিশেহারা হয়ে সত্যের পথ থেকে সরে না যায়)। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জনগোষ্ঠীকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে (আরো পবিত্র ও কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে) পরীক্ষায় ফেলেন। যারা আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এই পরীক্ষায় আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়, তাদের ওপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট হয়ে যান। (তিরমিযী)

একটা কাঁটা ফুটলেও পাপ মোচন হয়

٣٥٠- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصِيْبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا اَذًى وَّلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَا - (متفق عليه)

৩৫০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখনই কোন মুসলমান কোন রকমের মানসিক কষ্ট, শারীরিক আঘাত বা রোগ, দুঃখ বা বিসাদ ভোগ করে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন তার ফলে আল্লাহ তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। এমনকি তার গায়ে একটা কাঁটাও যদি ফোটে, তবে তাও তার পাপ মোচনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বোখারী, মুসলিম)

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঈমানের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ

٣٥١– عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِيْ فِيْ الْاِسْلَامِ قَوْلاً لاَّ اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ـ (مسلم)

৩৫১. সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করলাম, ইসলামের ব্যাপারে আপনি আমাকে এমন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কথা বলে দিন, যা জানার পর আর কাউকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না পড়ে। তিনি জবাব দিলেন : 'আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি' এই কথা বল, তারপর সেই কথার ওপর অটল থাক। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তাওহীদী জীবন বিধান ইসলামকে গ্রহণ করার পর তাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে, তারপর যত প্রতিকূল অবস্থারই সম্মুখীন হতে হোক, তার ওপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে। এটাই হলো দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্যের চাবিকাঠি।

বিপদে ধৈর্য ধারণকারী অভিনন্দনযোগ্য

٣٥٢– عَنِ الْمِقْدَادَ بْنِ الْاَسْوَدَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ (ثَلٰثًا) وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا ـ (ابو داؤد)

৩৫২. হযরত মিকদাদ (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি : নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী, যে ফেতনা থেকে নিরাপদ

থাকতে পেরেছে। এ কথাটা তিনি তিনবার বললেন। তবে যে ব্যক্তি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং তা সত্ত্বেও সত্যের ওপর বহাল থেকেছে, তার সম্পর্কে তো কথাই নেই। এ ধরনের লোক অভিনন্দনযোগ্য। (আবু দাঊদ)

ব্যাখ্যা : বাতিল শক্তি যখন বিজয়ী ও কর্তৃত্বশীল হয় এবং সত্য পরাজিত ও পরাধীন হয়, তখন সত্য দ্বীন ইসলামের ধারক বাহক ও অনুসারীদেরকে কী ধরনের দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সব বিপদ মুসিবত, প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতাকেই ফেতনা বলা হয়। এ ধরনের প্রতিকূল ও বিপদ সংকুল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি সত্যের ওপর অবিচল থাকে, সে রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দনের যোগ্য।

তিবরানীতে হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যখন বিকৃত হয়ে যাবে, তখন মুসলমানদের ওপর বিপথগামী শাসকরা কর্তৃত্বশীল হবে এবং তারা সমাজকে ভ্রান্ত পথের দিকে নিয়ে যাবে। তাদের নির্দেশ মেনে চললে জনগণ গোমরাহ হয়ে যাবে। আর তাদের কোন নির্দেশ অমান্য করলে তারা তাকে হত্যা করবে। এ কথা শোনার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূলুল্লাহ (সা), আমরা তখন কী করবো? সেই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কী?

তিনি বললেন :

সে সময়ে তোমাদেরকে হযরত ঈসার (আ) সহচরগণ যা করেছিল, তাই করতে হবে। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে, শূলে চড়ানো হয়েছে। তবুও তাঁরা বাতিলের কাছে আত্মসমর্থন করেননি। আল্লাহর নাফরমানী করে বেঁচে থাকার চেয়ে আল্লাহর হুকুম পালনের মধ্য দিয়ে মরে যাওয়াও উত্তম।

অনাগত কালের একটি চিত্র

٣٥٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِىْ عَلَى

النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ - (ترمذى، مشكوة، انس رضـ)

৩৫৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : একটি সময় এমন আসবে, যখন দ্বীনদার লোকদের দ্বীনের ওপর টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নেয়ার মত কঠিন হবে। (তিরমিযী, মেশকাত)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ পরিস্থিতি ও পরিবেশ চরম প্রতিকূল ও দুঃসহ হবে। বাতিল শক্তি বিজয়ী ও পরাক্রান্ত হবে। ইসলামী শক্তি পরাজিত হবে। বেশীর ভাগ লোক দুনিয়া পূজারী হয়ে যাবে। এরূপ পরিস্থিতিতে যারা ইসলামের ওপর দৃঢ় ও অবিচল থাকবে, তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে খেলা করা বিরোচিত কাজ। কাপুরুষরা এমন কাজ করতে পারে না।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ নির্ভরতা

٣٥٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَّتَرُوْحُ بِطَانًا - (ترمذى)

৩৫৪. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি : তোমরা যদি আল্লাহর ওপর সেইভাবে নির্ভর কর, যেভাবে নির্ভর করা উচিত, তাহলে তিনি পাখীদেরকে যেভাবে জীবিকা দেন, সেভাবে তোমাদেরকে জীবিকা দেবেন। পাখীরা যখন সকালে খাদ্যের তালাশে বাসা থেকে রওয়ানা হয়, তখন তাদের পেট একদম খালি থাকে। আর সন্ধ্যায় যখন বাসায় ফিরে আসে। তখন তাদের পেট ভরা থাকে। (তিরমিযী)

মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

٣٥٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهٗ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهٗ بِمَا قَضَى اللّٰهُ ـ (ترمذى، سعد رضـ)

৩৫৫. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মানুষের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সে আল্লাহ যা ফায়সালা করেন, তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। মানুষের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর কাছে কল্যাণের দোয়া করে না, মানুষের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর হুকুম ও ফায়সালায় অসন্তুষ্ট হয়। (তিরমিযী, সা'দ রা.)

ব্যাখ্যা : (উল্লিখিত দুটো হাদীসেরই বক্তব্য তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের আভিধানিক অর্থ কাউকে উকিল বা অভিভাবক নিয়োগ করা। আর ইসলামী পরিভাষায়) তাওয়াক্কুলের অর্থ আল্লাহকে উকিল বা অভিভাবক নিয়োগ করা এবং তাঁর ওপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা ও নির্ভর করা। উকিল বলা হয় অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষককে, যিনি কল্যাণের কথা চিন্তা করবেন এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন।

মোমেনের উকিল আল্লাহ। এর মানে, সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছুই আসে, তা কল্যাণকর এবং তাতেই তার মঙ্গল। আল্লাহ যে অবস্থায় রাখবেন, তাতেই সে খুশী থাকবে। মোমেন যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা করে। কিন্তু তার ফলাফল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে। সে বলে : হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার এক দুর্বল বান্দা। এ কাজটি করার জন্য আমি যতটুকু পারি, চেষ্টা করেছি। এই দুর্বল ও অক্ষম বান্দার কাজে যা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা রয়ে গেছে, তা তুমি পূর্ণ করে দাও। তুমি তো সর্বশক্তিমান ও মহাক্ষমতাধর।

আগে নিজের চেষ্টা, পরে তাওয়াক্কুল

٣٥٦– قَالَ رَجُلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ؟ قَالَ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ـ (ترمذى، انس رضـ)

৩৫৬. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আগে আমার উটনীকে বাঁধবো ও পরে তাওয়াক্কুল করবো, না কি তাকে ছেড়ে রেখে তাওয়াক্কুল করবো? (অর্থাৎ উটের নিরাপত্তার ব্যাপারে) রাসূল (সা) বললেন : আগে ওটাকে বাঁধ, তারপর তাওয়াক্কুল কর।

ব্যাখ্যা : কোন জিনিস অর্জন করার জন্য যতদূর চেষ্টা সাধনা করা সম্ভব, তা আগে করতে হবে, তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যে, আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা করেছি। এখন তুমি সাহায্য কর। এরই নাম তাওয়াক্কুল।

তাওয়াক্কুলই মানুষকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে

٣٥٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ قَلْبَ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ، فَمَنْ اَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ - (ابن ماجه)

৩৫৭. হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মানুষের মন প্রতিটি প্রান্তরে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যে ব্যক্তি তার মনকে প্রতিটি প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়, সে কোন্ প্রান্তরে গিয়ে ধ্বংস হবে, তার কোন ধার আল্লাহ ধারেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই সব মাঠঘাট ও প্রান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো ও ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করবেন। (ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের উকিল ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে না, তার মন সর্বক্ষণ উদ্বিগ্ন ও পেরেশান থাকবে এবং নানা রকম আবেগের আড্ডাখানা হয়ে থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মনকে আল্লাহর দিকে ঘুরিয়ে দেবে সে একাগ্রতা লাভ করবে।

তওবা ও ইসতিগফার

বান্দার তওবায় আল্লাহ কত খুশী হন

٣٥٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهٗ فِىْ اَرْضٍ فَلَاةٍ - (بخاري، مسلم)

৩৫৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন : বান্দাহ গুনাহ করার পর ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যখন আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তখন আল্লাহ তার বান্দার ফিরে আসায় সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে তার বেঁচে থাকার সকল উপকরণ বহনকারী উটনীকে এক জনমানবহীন মরুভূমিতে হারিয়ে ফেলে অতঃপর হঠাৎ করে তা পেয়ে যায়। (এই ব্যক্তি তার উটনীকে পেয়ে কত খুশী হবে, তা কল্পনাও করা যায় না। মানুষ তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তার চেয়েও বেশী খুশী হন। কেননা তিনি দয়া মায়ার উৎস)। (বোখারী, মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালার তওবা আহ্বান

٣٥٩- عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا - (مسلم)

৩৫৯. হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা রাতের বেলায় নিজের হাত বাড়িয়ে থাকেন যেন, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় কোন গুনাহ করেছে, সে রাতে আল্লাহর কাছে

ফিরে আসে। আবার তিনি দিনের বেলায় হাত বাড়িয়ে থাকেন যেন রাতে যদি কেউ গুনাহ করে থাকে, তবে সে যেন দিনে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে এবং গুনাহ মাফ চায়। (কেয়ামতের শুরুতে) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ এ রকম করতে থাকবেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর হাত বাড়ানোর অর্থ হলো, তিনি তাঁর গুনাহগার বান্দাদেরকে ডাকেন যে, আমার দিকে এস। আমার রহমত তোমাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রস্তুত। তুমি যদি সাময়িক ভাবাবেগের কাছে পরাভূত হয়ে রাতে কোন গুনাহ করে থাক, তবে দিন হওয়ার সাথে সাথে ক্ষমা চাও। যদি বিলম্ব কর, তবে শয়তান তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে আরো দূরে নিয়ে যাবে। আল্লাহ থেকে দূর হওয়া এবং দূর হতেই থাকা ধ্বংসের নামান্তর।

তওবার অবকাশ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত

٣٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ - (ترمذى)

৩৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বান্দার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : কেউ যদি সারাটা জীবন পাপাচারের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়, কিন্তু মৃত্যুকালীন সংজ্ঞা বিলোপের পূর্বমুহূর্তেও সে আন্তরিকভাবে ও একনিষ্ঠভাবে তওবা করে, তাহলে সকল গুনাহ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তবে জানকানদানী অবস্থা এসে যাওয়ার পর ক্ষমা চাইলে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। মৃত্যু দেখার আগে তওবা করাটা খুবই জরুরী।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তওবা

٣٦١- عَنِ الْاَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْــــهِ وَسَلَّمَ يٰاَيُّهَـــا النَّاسُ تُوْبُـوْ اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، فَاِنِّىْ اَتُوْبُ فِىْ الْيَوْمِ مِاَةَ مَرَّةٍ - (مسلم)

৩৬১. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হে মানব সকল, তোমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের কৃত গুনাহ ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে যাও। আমাকে দেখ। আমি প্রতিদিন একশো বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (মুসলিম, আগার বিন ইয়াসার রা.)

আল্লাহর পক্ষ থেকে তওবার তাগিদ

٣٦٢- عَنْ اَبِىْ ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْــــهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَروِىْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يَاعِبَادِىْ اِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِى وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مَحَرَّمًا فَـلاَتَظَالَمُـوْا، يَاعِـبَـادِىْ كُلُّكُمْ ضَـالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُــهٗ فَـاسْــتَــهْـدُوْنِـى اَهْدِكُمْ، يَاعِـبَـادِىْ كُلُّكُمْ جَـائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُـهٗ فَاسْـتَطْعِمُـوْنِـىْ اُطْعِمْكُمْ، يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَـوْتُـهٗ فَـاسْـتَكْسُـوْنِـىْ اَكْسُكُمْ يَاعِـبَـادِىْ اِنَّكُمْ تُخْـطِئُـوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ - (مسلم)

৩৬২. হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : হে আমার বান্দারা, আমি যুলুম করাকে নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছি। তোমরা একে অপরের ওপর যুলুম করাকে হারাম মেনে নাও। হে আমার বান্দারা, তোমাদের প্রত্যেকেই বিপথগামী, কেবল আমি যাকে হেদায়াত দেই সে বিপথগামী নয়। হে আমার বান্দারা,

তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যাকে আমি খাবার দেই। কাজেই তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা, আমি যাকে পোশাক পরাই সে ছাড়া তোমাদের কেউ পোশাক পরতে পারে না। সুতরাং আমার কাছে পোশাক চাও, আমি তোমাদেরকে পোশাক পরাবো। হে আমার বান্দারা, তোমরা রাতে ও দিনে গুনাহর কাজ করে থাক, আর আমি গুনাহ মাফ করতে সক্ষম। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করবো। (মুসলিম)

মানব প্রেম

মানুষকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা

٣٦٣- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهٖ قَالَ قُلْتُ فَاَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَغْلاَهَا ثَمَنًا وَّاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا، قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَفْعَلْ؟ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْتَصْنَعُ لِاَخْرَقَ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَفْعَلْ؟ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ - (بخارى، مسلم)

৩৬৩. হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর পথে জেহাদ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ধরনের দাসদাসীকে মুক্তি দেয়া উত্তম? রাসূল (সা) বললেন : যে দাসদাসী বেশী দামী এবং তাদের মনিবদের দৃষ্টিতে ভাল। আমি বললাম : এটা যদি আমি না করতে পারি তাহলে কী করবো? তিনি বললেন : তাহলে তুমি কোন

কাজ সম্পাদনকারীকে সাহায্য কর অথবা যে ব্যক্তি নিজের কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে না তার কাজটি করে দাও। আমি বললাম, এটাও যদি আমি না করতে পারি? রাসূল (সা) বললেন : তাহলে কাউকে কষ্ট দিও না। এটা তোমার জন্য সদকা হবে এবং এর সওয়াব তুমি পাবে। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ তাওহীদ তথা ইসলামকে গ্রহণ করা। আর জেহাদের অর্থ হলো, যারা ইসলামের ক্ষতি সাধনে তৎপর, তাদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা। তারা যদি ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তাহলে মুমিনেরও অবশ্য কর্তব্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়া এবং ঘোষণা করে দেয়া যে, ইসলাম আমাদের কাছে আমাদের জীবন ও তোমাদের জীবনের চেয়ে মূল্যবান। তোমরা যদি ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত হও, তবে হয় আমরা তোমাদেরকে ধ্বংস করবো নতুবা নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাবো।

তৎকালে আরবে দাসপ্রথা চালু ছিল। শুধু আরবে নয়, বরং তৎকালীন গোটা পৃথিবীতেই এই অভিশপ্ত প্রথা চালু ছিল। ইসলাম এসে মানুষকে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করা ও বিশ্ব মানব সমাজের সমমর্যাদাসম্পন্ন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাসদাসীদের স্বাধীন করাকে নিজের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলো, নিজের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করলো এবং এটিকে একটি মস্ত বড় সৎ কাজ ও পুণ্যের কাজরূপে ঘোষণা করলো।

সমাজের অভাবী ও পরমুখীপেক্ষী লোকদেরকে সাহায্য করা এবং যে ব্যক্তি তার কাজ করতে পারে না কিংবা দক্ষতার সাথে করতে পারে না তার কাজটি করে দেয়া একটা অত্যন্ত মহৎ ও সওয়াবের কাজ।

দাস মুক্ত করার ফযীলত

٣٦٤- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُّسْلِمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ عُضْوًا مِّنَ النَّارِ - (بخاري، مسلم)

৩৬৪. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন পরাধীন ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি মুক্ত ও স্বাধীন করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তার (মুক্ত ব্যক্তির) প্রতিটি অংগ প্রত্যংগের বিনিময়ে তার প্রতিটি অংগ প্রত্যংগকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (বোখারী, মুসলিম)

ভালো কাজ যত ছোটই হোক, অবজ্ঞা করা ঠিক না

٣٦٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَّاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ اَخِيْكَ - (ترمذى)

৩৬৫. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোন সৎ কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না। তুমি নিজের ভাই-এর সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত কর– এটাও একটা সৎ কাজ। নিজের বালতি থেকে কিছু পানি তোমার ভাই-এর পাত্রে ঢেলে দাও– এটাও একটা মহৎ কাজ। (তিরমিযী)

কয়েকটি ছোট ছোট সৎ কাজ

٣٦٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِىْ دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهٗ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهٗ عَلَيْهَا مَتَاعَهٗ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ - (بخاري)

৩৬৬. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : দু'জন মানুষের বিবাদ মীমাংসা করে দাও, এটাও সৎ কাজ। কাউকে তোমার বাহনে চড়াও বা তার বোঝা

নিজের বাহনে উঠাও এটাও সৎ কাজ। ভালো কথা বলাও পুণ্যের কাজ। নামাযের জন্য তুমি যখন হাঁট, তখন প্রতিটি কদম ফেলা এক একটা সওয়াবের কাজ। রাস্তা থেকে কাঁটা বা পাথর সরিয়ে দেয়াও মহৎ কাজ। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : অন্য এক হাদীসে আছে; তুমি নিজের পদমর্যাদা দ্বারা কারো উপকার করে দিলে তাও একটি সৎ কাজ। যে ব্যক্তি নিজের বক্তব্য ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারে না, কিন্তু তুমি তা পার, তার প্রতিনিধিত্ব করা ও তার বক্তব্য বুঝিয়ে দেয়াও তোমার পক্ষে একটি বিরাট নেক কাজ। তোমাকে যে শক্তি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা কোন দুর্বলের সাহায্য কর, এটা একটা সৎ কাজ। তোমার কাছে যে জ্ঞান ও বিদ্যা আছে, তার সাহায্যে অন্যদেরকে সঠিক তথ্য জানাও। এটাও সওয়াবের কাজ।

বহুবিধ সদকা

٣٦٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ لَّمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهٗ وَيَتَصَدَّقُ؟ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ يُعِيْنُ ذَاالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ؟ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ يَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ اَوِ الْخَيْرِ، قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ لَّمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ - (مسلم)

৩৬৭. হযরত আবু মূসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই সদকা করা জরুরী। আমি বললাম : যদি কোন ব্যক্তির কাছে দান করার মত কোন মাল জিনিস না থাকে? তিনি বললেন : সে যেন অর্থ উপার্জন করে, অতঃপর তা থেকে নিজে খায় এবং

গরীবদেরকেও কিছু দান করে। আমি বললাম : উপার্জন করার ক্ষমতা যদি না থাকে? তিনি বললেন : সে যেন কোন বিপদাপন্ন লোকের উপকার ও সাহায্য করে। আমি বললাম : তাও যদি সে করতে না পারে? তিনি বললেন : সে যেন মানুষকে সৎ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে ও উৎসাহ যোগায়। আমি বললাম : সে যদি তাও না করে? তিনি বললেন : তা হলে অন্তত কাউকে যেন কষ্ট না দেয়। এটাও একটা সদকা বা সৎ কাজ। (মুসলিম)

পরোপকারীকে আল্লাহ সাহায্য করেন

٣٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ - (بخاري، مسلم)

৩৬৮. হযরত ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যে ব্যক্তি তার ভাই-এর প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য করবেন। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা কিছু বান্দাহকে মানুষের উপকার করা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। লোকেরা তাদের কাছে নিজের অভাবের কথা তুলে ধরে এবং তারা সে অভাব পূরণ করে। এসব লোক কেয়ামতের দিন আল্লাহর আযাব ও ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে।

সৎ কাজে একনিষ্ঠতা

٣٦٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِيْ فَاَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ، هُوَ لِلَّذِىْ عَمِلَ لَهٗ - (مسلم، ابوهريرة رضـ)

৩৬৯. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : আমি অন্যান্য শরীকদের তুলনায় শিরকের প্রতি অধিকতর বিরক্ত। যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজ করলো এবং তাকে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো, তার সৎ কাজের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তার সৎ কাজে অসন্তুষ্ট। ঐ সৎ কাজ তো সেই দ্বিতীয় জনের প্রাপ্য, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছে। (মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : যে সব মুসলমান ভাই বিভিন্ন সৎ কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাদের এবং ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিশেষভাবে এ হাদীসের বক্তব্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করা দরকার। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সৎ কাজ যেটাই হোক ও যে ধরনেরই হোক, চাই তা ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক অর্থাৎ একান্তভাবে আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক, অথবা মুয়ামালাত অর্থাৎ বান্দাদের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক, চাই তা নামায হোক অথবা আল্লাহর বান্দাদের সেবা হোক, সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, অথবা কোন বক্তি বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে ধন্যবাদ ও বাহবা কুড়ানোর বাসনাই যদি তাকে ঐ সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তার মূল্য ও মর্যাদা শূন্য ছাড়া আর কিছু হবে না। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকেও সে ঐ সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু পরে মানুষের ধন্যবাদ কুড়ানোর উদ্দেশ্য যুক্ত হয়েছে, তাহলেও ঐ সৎ কাজ বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর যদি এমন হয়ে থাকে যে, শুরুতে তো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা তাকে সৎ কাজের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই অন্যদেরকে খুশী করার আশা ও বাসনা সৎ কাজটির প্রেরণা দানকারী শক্তির রূপ ধারণ করেছে, তাহলেও ঐ সৎ কাজ বৃথা যাবে। এ জন্য খুবই হুঁশিয়ার থাকতে হবে। শয়তানের অনুপ্রবেশের হাজারো দরজা রয়েছে। এমন অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর কাছে নিজের অসহায়ত্বের কথা বলা। কেননা আল্লাহ সাহায্য না করলে দুর্বল মানুষের শয়তানী হামলা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের পন্থা

আল্লাহর গুণাবলী স্মরণ করা

٣٧٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ اِسْمًا مِائَةٌ اِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - (بخاري)

৩৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। একশো থেকে একটা কম। যে ব্যক্তি এগুলোকে স্মরণ রাখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : স্মরণ রাখার অর্থ হলো, মানুষ এগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করবে এবং তার দাবীগুলো পূরণ করবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, মানুষ এই গুণগুলোকে নিজের সত্তায় অঙ্গীভূত করে নেবে এবং ওগুলোর দাবী অনুযায়ী নিজের সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করবে।

এ হাদীসে আল্লাহর সব ক'টা গুণবাচক নামের বিবরণ দেয়া হয়নি। ওগুলো জানা এবং ওগুলোর দাবী বুঝার সর্বোত্তম উপায় হলো কোরআন শরীফ অধ্যয়ন করা। আল্লাহর গুণাবলী কী কী, তার দাবী ও চাহিদা কী কী এবং তা দ্বারা কিভাবে উপকৃত হওয়া উচিত– এসবই কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হতে হলে অর্থ বুঝে বুঝে কোরআন পড়ার অভ্যাস করতে হবে। হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা) এই গুণাবলীকে তার দাবীসহ বর্ণনা করেছেন। তাই কোরআন ও হাদীস উভয়ের অধ্যয়ন থেকেই বুঝা যাবে আল্লাহর গুণাবলী থেকে কিভাবে উপকৃত হওয়া ও শিক্ষা লাভ করা যায়। আমি এখানে আল্লাহর এমন কয়েকটি গুণ বিশ্লেষণ করছি, যেগুলোকে কোরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেগুলো দ্বারা মুমিনদের প্রশিক্ষণের অনেক কাজ নেয়া হয়েছে। আমি খুব সংক্ষেপে এগুলো বিশ্লেষণ করছি, কেননা এ পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

"الله" (আল্লাহ) এটা আল্লাহর মূল নাম বা ব্যক্তিগত নাম। এটা সেই মহান সত্তার নাম, যিনি সমগ্র মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। এ শব্দ আল্লাহ ছাড়া আর কারো ওপর কখনো প্রয়োগ করা হয়নি। আল্লাহ শব্দটির মূল ধাতু "ইলহুন" ألهٌ এর দুটো অর্থ : প্রচণ্ড ভালোবাসার আবেগে কারো দিকে ছুটে যাওয়া বা এগিয়ে যাওয়া এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কারো কাছে যাওয়া ও তার আশ্রয়ে নিজেকে সোপর্দ করা। ইলহুন থেকেই এসেছে 'ইলাহ'। তাই আল্লাহ আমাদের ইলাহ। এর দাবী হলো, আমাদের হৃদয় তাঁর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকবে আমাদের অন্তরে তাঁর ভালোবাসা ছাড়া আর কারো ভালোবাসা থাকবে না। আমাদের দেহ মন ও মস্তিষ্কের সকল শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতা ও মেধা প্রতিভা শুধু তারই জন্য নিবেদিত ও উৎসর্গিত থাকবে। আমরা শুধু তারই ইবাদত, বন্দেগী ও দাসত্ব আনুগত্য করবো। শুধু তাঁরই সামনে মাথা নোয়াবো। শুধু তারই সকাশে নযর ও কুরবানী পেশ করবো। শুধু তারই ওপর নির্ভর ও ভরসা করবো এবং শুধু তারই কাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবো। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে বিপদাপদ ও সমস্যা সংকটে সাহায্য চাইব না। এ হলো আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মানার দাবী এবং স্বতস্ফূর্ত দাবী।

الرَّبُّ (আররব্বু)- এ নামটি যে ধাতু থেকে গঠিত তার অর্থ লালন পালন করা, কোন জিনিসকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা, সকল ঝুঁকি ও বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং ক্রমবিকাশের যাবতীয় উপকরণ যোগান দিয়ে পূর্ণতা ও পরিপক্কতার স্তরে পৌঁছে দেয়া। আল্লাহর এই রুবুবিয়াতের গুণটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট। মায়ের পেটের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠুরিতে খাদ্য ও বাতাস তিনিই পৌঁছান। মা বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়ের হৃদয়কে তার ভালোবাসায় পূর্ণ করে দেন একমাত্র তিনিই। তা না হলে এই দুর্বল ও অক্ষম গোশতের টুকরোকে কে এত আদর স্নেহে কোলে নিত? তার চাহিদাগুলো কে মেটাতো? তারপর ক্রমান্বয়ে শরীর মস্তিষ্কের শক্তিগুলোকে কে উন্নত ও অগ্রগতি দেন? যৌবন ও স্বাস্থ্য কে দান করেন? এই আসমান ও যমীনের কারখানা কার জন্য সদা সক্রিয়? এ সবই তাঁর রুবুবিয়াতের অবদান। তিনি ছাড়া আর কেউ এমন নেই, যে রুবুবিয়াতে তাঁর অংশীদার। যখন তিনিই আমাদের একমাত্র পরম বন্ধু, অনুগ্রাহক, প্রতিপালক ও অভিভাবক, তখন এর স্বত্বস্ফূর্ত দাবী হলো, আমাদের জিহ্বা, হাত, পা, দেহ ও মনমগজের

যাবতীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত থাকবে। তিনি শুধু খাদ্য ও পানির ন্যায় অপরিহার্য জীবনোপকরণ সরবরাহ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার রুবুবিয়াতের উৎকৃষ্টতর অবদান এই যে, তিনি আমাদের জীবনকে সুস্থ, সঠিক ও স্বাভাবিক অবস্থায় বহাল রাখার জন্য এবং আমাদের আত্মার লালন পালন ও বিকাশের জন্য তাঁর কিতাব পাঠিয়েছেন। এটা তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান, সবচেয়ে বড় মহানুভবতা। এ মহাদানের দাবী এই যে, আমরা যেন তার এ কিতাবের যথাযথ কদর করি ও মর্যাদা দেই, তা থেকে নিজেদের আত্মা ও হৃদয়ের খাদ্য সংগ্রহ করি, তাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করি, আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে সারা দুনিয়ায় এ কিতাবের প্রচার প্রসার ও চর্চা করি এবং যারা এ কিতাবের স্বাদ পায়নি, তাদেরকে এর স্বাদ আস্বাদন করাই।

"اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ" - (আর্‌রাহ্‌মান, আর্‌রহীম)" : এ দুটো শব্দের মূল ধাতু হচ্ছে রহমত। রহমান শব্দটির ভেতরে প্রচণ্ড আবেগ ও আধিক্যের ভাবধারা বিদ্যমান। আর রহীম শব্দটিতে রয়েছে দীর্ঘস্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার ভাবধারা। রহ্‌মান তাকেই বলা যায়, যার রহমত বা দয়া অত্যন্ত আবেগময়। পানি, বাতাস ও অন্যান্য অপরিহার্য জীবনোপকরণের সরবরাহে এই গুণটিরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর সবচেয়ে বড় রহমত কোরআন প্রেরণ এই গুণেরই প্রতিফলন। তিনি বলেছেন : اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ... "রহমান কোরআন শিখিয়েছেন, রহমান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" আর রহীম বলা যায় তাঁকে, যার রহমত ও দয়া কখনো বন্ধ হয় না, যার দয়া ও মহানুভবতা চিরস্থায়ী। এই গুণ দুটোতে বিশ্বাস স্থাপনের অপরিহার্য দাবী এই দাঁড়ায় যে, মানুষ এমন পদ্ধতিতে জীবন যাপন করবে, যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন, যাতে আরো রহমত পাওয়ার যোগ্য হয়। আল্লাহ্ পসন্দ করেন না যেসব নীতি পদ্ধতি, সে অনুসারে যেন জীবন যাপন না করে ও জীবন গড়ে না তোলে। নচেত তিনি তাঁর দয়ার দৃষ্টি তার ওপর থেকে ফিরিয়ে নেবেন। তাছাড়া ইসলামের দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা কাজ করছে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাধা বিঘ্নের পাহাড় অতিক্রম করার সময় তাদের মনে করা উচিত যে, তারা যখন পরম দাতা ও দয়ালু প্রতিপালকের কাজ করছে তখন তিনি তাদেরকে এই দুনিয়ায় রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন কেন?

"اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ -(আলকায়িমু বিল কিস্‌ত)" - অর্থাৎ ন্যায়বিচারকারী ও ইনসাফকারী। আল্লাহ তায়ালা যখন ন্যায়বিচারক ও ইনসাফকারী, তখন তার দৃষ্টিতে অপরাধী ও অনুগত লোকেরা সমান হতে পারে না। উভয়ের সাথে সমান আচরণ তিনি এই জগতেও করবেন না। আখেরাতের জগতেও করবেন না।

"اَلْعَزِيْزُ -(আল-আযীয)" - ক্ষমতাশালী ও পরাক্রমশালী, যার ক্ষমতা ও পরাক্রম সব কিছুর ওপর বিস্তৃত, যার ক্ষমতাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তিনি যদি তার অনুগত বান্দাদেরকে বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন করার ফায়সালা করেন, তবে কোন শক্তি তার ফায়সালাকে রোধ করতে পারে না। আর যাকে তিনি শাস্তি দিতে চান সে পালাতে পারে না এবং কোন শক্তি তার শাস্তিকে বাতিল বা অকার্যকর করতে পারে না।

"اَلرَّقِيْبُ - (আর-রকীব)" - তত্ত্বাবধায়ক, তদারককারী,। তিনি যখন বান্দাদের কার্যকলাপ তদারক করেন, তখন সেই অনুসারেই তিনি পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন।

"اَلْعَلِيْمُ -(আল-আলীম)"- সর্বজ্ঞ, সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী। কে কোথায় আছে, কী করছে, কার কী প্রয়োজন, তার অনুগত বান্দারা কোথায় কী অবস্থায় ও কোন্‌ বিপদ-মুসিবতে আছে সবই তিনি জানেন। আর সঠিকভাবে জানেন বলেই কাউকে তিনি ভুল পুরস্কার বা শাস্তি দেন না। যার যা প্রাপ্য তাকেই তা দেন। তাঁর দয়া ও সাহায্যের উপযুক্ত যারা, তারা ব্যর্থ হতে পারে না। তাঁর ক্রোধভাজন ও তাঁর আযাবের যোগ্য যারা, তারা সফলতা লাভ করতে পারে না।

এই ক'টা অতি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর উল্লেখ এখানে করা হলো, যার ভেতরে অন্য সব গুণাবলীও এসে গেছে। এখানে এর চেয়ে বেশী আলোচনা করার সুযোগ নেই।

আমি পুনরায় বলতে চাই যে, আল্লাহর সকল গুণাবলীর বিবরণ জানার জন্য কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করা আবশ্যক। যারা আরবী ভাষা জানেন আর যারা জানেন না, তাদের সকলেরই ভেবে দেখার বিষয় যে, আয়াতগুলোর শেষে আল্লাহর গুণাবলীর উল্লেখ কেন করা হয়েছে এবং সেগুলো থেকে কী পথনির্দেশ পাওয়া যায়।

দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি ও আখেরাতের চিন্তা

٣٧١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلاَمِ" فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النُّوْرَ اِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ، فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عَلَمٍ يُّعْرَفُ بِهٖ؟ قَالَ نَعَمْ، اَلتَّجَافِىْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ - (مشكوة)

৩৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন : "فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلاَمِ" (আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়েত দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার বুককে ইসলামের জন্য খুলে দেন) এ আয়াত পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর নূর, (জ্যোতি) যখন বুকের ভিতরে প্রবেশ করে, তখন বুক খুলে যায়। লোকেরা বললো, হে রাসূলুল্লাহ! এর কি এমন কোন চিহ্ন আছে যা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর নূর বুকে প্রবেশ করেছে? তিনি বললেন, হাঁ, এর সুস্পষ্ট চিহ্ন হলো, মানুষের মন এই দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও আসক্তি হারিয়ে ফেলে ও উচাটন হয়ে যায়; চিরস্থায়ী জীবন আখেরাতের প্রতি আসক্ত ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃতস্বরূপ যার অন্তরের অন্তস্থলে ঢুকে যায় ও বদ্ধমূল হয়ে যায়, এই নশ্বর জগত থেকে তার মন দূরে পালিয়ে যেতে থাকে এবং আখেরাতের জন্য ব্যাকুল ও ব্যগ্র হয়ে ওঠে। আর এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সে মৃত্যু আসার আগে নেক কাজে আত্মনিয়োগ করে।

দুনিয়া ও আখেরাতের পৃথক চিত্র

٣٧٢– قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخْوَفَ مَااَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِى الْهَوٰى وَطُوْلُ الْاَمَلِ، فَاَمَّا الْهَوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَاَمَّا طُوْلُ الْاَمَلِ فَيُنْسِى الْاٰخِرَةَ، هٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَّهٰذِهِ الْاٰخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُوْنَ، فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَّ تَكُوْنُوْا مِنْ بَنِى الدُّنْيَا فَافْعَلُوْا، فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِىْ دَارِ الْعَمَلِ وَلاَحِسَابَ، وَاَنْتُمْ غَدًا فِىْ دَارِ الْاٰخِرَةِ وَلاَعَمَلَ - (مشكوة)

৩৭২। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি আমার উম্মাত সম্পর্কে যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশী আশংকা করি তা হলো, আমার উম্মাত লাগামহীনভাবে প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে এবং দুনিয়াবী কামনা-বাসনার বিরাট বিরাট পরিকল্পনা তৈরী করতে লেগে যাবে। প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর লাগামহীন অনুসরণের ফল দাঁড়াবে এই যে, সে সত্য দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে। আর দুনিয়াবী কামনা-বাসনা পূরণের সুদীর্ঘ পরিকল্পনা তাকে আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেবে ও উদাসীন করে দেবে। (হে মানুষ!) এ দুনিয়ার বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে। সে চলে যাচ্ছে। আর আখেরাত রওনা হয়েছে। আমাদের কাছে চলে আসছে। এই উভয়টিরই কিছু শিষ্য শাগরেদ রয়েছে যারা তাকে ভালোবাসে। তোমাদের জন্য ভালো হবে দুনিয়ার শিষ্য না হও। কেননা এখন তোমরা কাজের জায়গায় অবস্থান করছ এবং হিসাব নিকাশের সময় এখনো আসেনি। কিন্তু আগামীকাল তোমরা আখেরাতের গৃহে অবস্থান করবে, যেখানে কাজ করার কোন অবকাশ থাকবে না। (মেশকাত, জাবের রা.)

পাঁচটি জিনিসের আগে পাঁচটি জিনিস

٣٧٣- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَّهُوَ يَعِظُهُ، اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ - (مشكوة)

৩৭৩। রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন : তুমি পাঁচটি জিনিসের আগে পাঁচটি জিনিসের মর্যাদা দিও : বার্ধক্য আসার আগে তোমার যৌবনকালকে, রোগ হওয়ার আগে সুস্থতাকে, নিজের দারিদ্র আসার আগে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : যৌবনে বেশী বেশী নেক আমল করে নেয়া উচিত। কেননা বুড়ো হয়ে গেলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু করা যায় না। নিজের সুস্থ অবস্থাকে আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য কাজে লাগানো উচিত। এমনও হতে পারে যে, হঠাৎ অসুখ বিসুখ হয়ে পড়বে এবং কিছুই সম্ভব হবে না। আর যখন আল্লাহ সচ্ছলতা দেন তখন তা দ্বারা আখেরাতের কাজ করা উচিত। হয়তো বা হঠাৎ অভাব অনটনের শিকার হতে হবে এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের সুযোগই থাকবে না। এক কথায়, গোটা জীবনকেই একটা মস্ত বড় সুযোগ মনে করে এর মর্যাদা দিতে হবে এবং একে আল্লাহর কাজে নিয়োজিত করতে হবে। নচেত মৃত্যু এসে কাজের সমস্ত সুযোগ ও সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেবে।

বেশী করে মৃত্যুকে স্মরণ করা

٣٧٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةٍ فَرَأَى النَّاسَ كَاَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ، قَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْاَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرٰى،

اَلْمَوْتِ، فَاَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، فَاِنَّهُ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلاَّ تَكَلَّمَ، فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ، وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ، وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَّاَهْلاً، اَمَا اِنْ كُنْتَ لاَحَبَّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ اِلَىَّ فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَيَّ، فَسَتَرٰى صَنِيْعِيْ بِكَ، قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهٖ وَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ، وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوِالْكَافِرُ، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَمَرْحَبًا وَّلاَاَهْلاً، اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَبْغَضَ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى ظَهْرِيْ اِلَيَّ، فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَيَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِيْ بِكَ، قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَخْتَلِفَ اَضْلاَعُهُ، قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَصَابِعِهٖ فَاَدْخَلَ بَعْضَهَا فِيْ جَوْفِ بَعْضٍ، قَالَ وَيُقَيَّضُ لَهُ سَبْعُوْنَ تِنِّيْنًا لَّوْ اَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِي الْاَرْضِ، مَااَنْبَتَتْ شَيْئًا مَّابَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتّٰى يُقْضٰى بِهٖ اِلَى الْحِسَابِ، قَالَ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْحُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ - (ترمذي)

৩৭৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নামাযের জন্য এলেন। তিনি দেখলেন, কিছু লোক খিলখিলিয়ে হাসছে। তিনি বললেন : সকল স্বাদ ও আনন্দের অবসানকারী মৃত্যুকে যদি তোমরা স্মরণ করতে, তা হলে যেভাবে তোমাদের হাসতে দেখছি, তা পারতে না।

সুতরাং মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ কর, যা সকল আনন্দ ফূর্তি ও মজাকে খতম করে দেবে। কবর প্রতিদিন বলতে থাকে : আমি প্রবাসের ঘর, আমি নির্জনতার ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড় ও কীটপতংগের ঘর। আর যখনই কোন মুমিন বান্দাকে কবরে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে 'মারহাবা' (স্বাগতম) বলে অভ্যর্থনা জানায় আর বলে, আমার ওপর দিয়ে যত মানুষ চলাচল করতো, তাদের ভেতরে তুমিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার দায়িত্বে সমর্পণ করা হয়েছে, তখন তুমি দেখতে পাবে, আমি তোমার সাথে কত সুন্দর আচরণ করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সেই মুমিন বান্দাহর জন্য কবর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দেয়া হয়।

আর যখন কোন কাফের বা বদকার বান্দাহকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে অভ্যর্থনা জানায় না। সে বলে : আমার ওপর দিয়ে যত লোক চলাচল করতো তাদের ভেতরে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিলে। এখন যখন তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে এসে গেছ, তখন তুমি দেখতে পাবে আমি তোমার সাথে কত খারাপ আচরণ করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : এরপর কবর তাকে এমন জোরে চেপে ধরবে এবং সংকীর্ণ হবে যে, তার এক পাশের হাড়গোড় অপর পাশের হাড়গোড়ের ভেতরে এভাবে ঢুকে যাবে। একথা বলার সময় রাসূল (সা.) নিজের এক হাতের আংগুলগুলো অন্য হাতের আংগুলগুলোর ভেতরে ঢুকিয়ে দেখালেন। তারপর বললেন : তার ওপর সত্তরটি অজগর সাপ লেলিয়ে দেয়া হবে, যার প্রত্যেকটি এত বিষাক্ত হবে যে, সে যদি পৃথিবীতে একবার নিঃশ্বাস ফেলে তাহলে পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন তা কোন উদ্ভিদ উৎপন্ন করার যোগ্য থাকবে না। তারপর এই সব অজগর সাপ

সকলে একযোগে তাকে কামড়াবে ও ছিন্ন ভিন্ন করবে। হিসাব নিকাশের দিন না আসা পর্যন্ত এবং সে আল্লাহর আদালতে হিসাব দেয়ার জন্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তার এ অবস্থা চলতে থাকবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কবর মানুষের জন্য হয় জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটা বাগান, নচেত জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটা গর্তে পরিণত হয়। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : যখন কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় সাধ্যমত অন্যায় ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করতে থাকা ও আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তখন দুনিয়ার জীবন ও কেয়ামতের মধ্যবর্তী জীবন, যাকে কবর বলা হয়, এই মধ্যবর্তী জীবনে আল্লাহ তার সাথে দয়া ও মেহেরবানীর আচরণ করেন এবং সে পরম আনন্দ ও সুখ ভোগ করে। আর যে ব্যক্তি সারাটা জীবন অন্যায় ও অসৎ কাজ করতে থাকে ও বিনা তওবায় মারা যায়, তার সাথে সেই ধরনের আচরণ করা হবে যা আদালতে উপস্থিত হওয়ার আগে হাজতে আসামীর সাথে করা হয়। হাদীসের শেষ অংশটির মর্ম এই যে, মানুষ ইচ্ছে করলে নিজের কবরের জীবনকে নিজের সৎকর্ম দ্বারা পরম সুখের জীবনে পরিণত করতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে অসৎ কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে কবরের আযাব ভোগ করতে পারে।

কবর যিয়ারতের উপদেশ

٣٧٥– عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا - (مسلم)

৩৭৫। হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম (যাতে তাওহীদের আকীদা তোমাদের অন্তরে ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়) এখন তোমরা কবরস্থানে যাও। (মুসলিম)

কবর যিয়ারতকালে যা বলতে হয়

٣٧٦- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرَ اَنْ يَّقُوْلَ قَائِلُهُمْ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - (مسلم)

৩৭৬। হযরত বুরাইদা (রা) বলেন : যারা কবরস্থানে যেত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বলতেন যে, কবরস্থানে গিয়ে তোমরা বলবে, "এই জনপদের ওহে অনুগত মুমিনগণ! তোমাদের ওপর সালাম। আমরাও অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আমাদের ও তোমাদের আল্লাহর আযাব ও অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করছি।" (মুসলিম)

বিলাসিতা না করার উপদেশ

٣٧٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهٖ اِلَى الْيَمَنِ، قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ، فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ - (مشكوة)

৩৭৭। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) বলেন : রাসূল (সা) যখন তাকে ইয়ামানের বিচারক বা শাসক নিয়োগ করে পাঠালেন, তখন বললেন : হে মুয়ায, বিলাসী ও ভোগবাদী জীবন যাপন করো না। কেননা আল্লাহর বান্দারা বিলাসী জীবন যাপন করে না। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তুমি একটা বড় পদে নিযুক্ত হয়ে যাচ্ছ। ওখানে অনেক সুখ ও আনন্দ উপভোগের সুযোগ হতে পারে। কিন্তু তুমি দুনিয়ার ভালোবাসা ও

ভোগবিলাসে মত্ত হয়ো না এবং দুনিয়া পূজারী শাসকদের ন্যায় মানসিকতা পোষণ করো না। কেননা এটা আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর সাথে মিল খায় না।

মুমিনের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার আসল কারণ

٣٧٨- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْأُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاٰكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ وَّمِنْ قِلَّةٍ نَّحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَّلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهَنَ، قَالَ قَائِلٌ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهَنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ - (ابوداؤد، ثوبان رض)

৩৭৮। রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন : আমার উম্মাতের সামনে এমন একদিন আসবে, যখন অন্যান্য জাতি তাদের ওপর ঠিক সেইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেভাবে আহারকারীরা খাবার জিনিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো : আপনি যে সময়ের কথা বলছেন, সে সময়ে কি আমরা মুসলমানরা সংখ্যায় এত কম হব যে, আমাদেরকে গ্রাস করার জন্য অন্যান্য জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : না, সে সময়ে তোমাদের সংখ্যা কম হবে না। বরঞ্চ তোমরা সংখ্যায় হবে বিপুল ও বিরাট। কিন্তু তোমরা বানের পানির ফেণার মত হয়ে যাবে। তোমাদের শত্রুদের মন থেকে তোমাদের ভয় দূর হয়ে যাবে এবং তোমাদের মনে কাপুরুষতা ও দুর্বলতা বাসা বাঁধবে। একজনে বললো : হে রাসূলুল্লাহ, এই কাপুরুষতার সৃষ্টি হবে কোন্ কারণে? তিনি বললেন : এর কারণ হবে এই যে, তোমরা

(আখেরাতকে ভালোবাসার পরিবর্তে) দুনিয়াকে ভালোবাসতে আরম্ভ করবে এবং (আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা পোষণের পরিবর্তে) মৃত্যু থেকে পালাতে ও মৃত্যুকে অপসন্দ করতে থাকবে। (আবু দাঊদ, হযরত ছাওবান রা.)

দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কোন্‌টি অগ্রগণ্য?

٣٧٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَايَبْقٰى عَلٰى مَايَفْنٰى - (مشكوة، ابو موسى رض)

৩৭৯। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসবে, তার আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে ভালোবাসবে, তার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমতাবস্থায় তোমরা চিরস্থায়ী জীবনকে ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর জীবনের ওপর অগ্রাধিকার দাও। (মেশকাত, আবু মূসা রা.)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে একটাকে বেছে নিতে হবে। হয় দুনিয়াকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, নচেত আখেরাতকে। দুনিয়াকে যদি লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে আখেরাতের সুখ শান্তি ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া অবধারিত। আর আখেরাতকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলে তার ফলে হয়তো বা দুনিয়ার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে তার প্রতিদান হিসাবে আখেরাতের অফুরন্ত পুরস্কার পাওয়া যাবে– যা চিরস্থায়ী। আখেরাতের পথে চললে যা নষ্ট হয়, তা নশ্বর ও ধ্বংসশীল। আর ইহকালের এই জীবনও ধ্বংসশীল। এই ধ্বংসশীল জিনিষকে বিসর্জন দিয়ে যদি চিরস্থায়ী পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহলে তাতে ঠকা নেই বরং আগাগোড়াই জিত ও সর্বাত্মক লাভ।

প্রকৃত বুদ্ধিমান কে?

٣٨٠- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَيِّسُ

مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ - (ترمذي، شداد بن اوس رضـ)

৩৮০। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : প্রকৃত বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি হচ্ছে সেই, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে সুসজ্জিত ও সুন্দর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। আর বোকা হচ্ছে সেই, যে নিজেকে প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনা ও খেয়াল খুশীর অনুসরণে নিয়োজিত করলো এবং আল্লাহর কাছে বড় বড় আশা পোষণ করলো। (তিরমিযী, শাদ্দাদ বিন আওস রা.)

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণের পরিবর্তে প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, আর আশা করে যে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে চরম বেকুফ ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের অন্যায় আশা পোষণ করতো কোরআন নাযিল হওয়ার সময়কার ইহুদী ও খৃষ্টানরা। আর আজকাল আমাদের বহু মুসলমান ভাইও এ ধরনের বৃথা আশা বুকে নিয়ে জীবন যাপন করছে।

ষাট বছরের আয়ূ যার ভাগ্যে জোটে...

٣٨١- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلَى امْرِئٍ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتّٰى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً - (بخاري، ابوهريرة رضـ)

৩৮১। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তিকে আল্লাহ দীর্ঘ জীবন দান করেন এবং সে ষাট বছরের আয়ূ পায়, (তার পরও সে সৎ হতে পারে না) আল্লাহর কাছে তাঁর ওযর আপত্তি করার মত কিছু থাকবে না।

(বোখারী, আবু হোরায়রা রা.)

সত্যিকার লজ্জা কী?

٣٨٢- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، قُلْنَا اِنَّا نَسْتَحْيِىْ مِنَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ، وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّاسَ وَمَا وَعٰى، وَالْبَطْنَ وَمَاحَوٰى وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الاخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَاٰثَرَ الاخِرَةَ عَلَے الْاُوْلٰى، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ - (ترمذي)

৩৮২। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা আল্লাহকে যথোচিতভাবে ও পরিপূর্ণভাবে লজ্জা পাও। আমরা বললাম : হে রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শোকর, আমরা তো আল্লাহকে লজ্জা পাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমি এ লজ্জার কথা বলছি না। আল্লাহকে যথোচিতভাবে ও সত্যিকারভাবে লজ্জা পাওয়ার অর্থ হলো, তুমি মস্তিষ্ক ও তার ভেতরে আগত চিন্তাধারার তত্ত্বাবধান করবে, পেটে যে খাদ্য ঢুকলো তার তদারক করবে এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পঁচে গলে যাওয়া ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করবে। (এরপর তিনি বললেন :) যে ব্যক্তি আখেরাতের ভালাই চায়, সে দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগবিলাসকে বর্জন করে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে আখেরাতকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দেয়। যে ব্যক্তি এসব কাজ ঠিক ঠিক মত করে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে লজ্জা পায়। (তিরমিযী)

٣٨٣- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِىْ وَاَوْجِزْ،

فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ وَّلَاتَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تُعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، وَاَجْمِعِ الْيَاسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِىْ النَّاسَ - (مشكوة)

৩৮৩। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এল এবং বললো : হে রাসূলুল্লাহ, আমাকে একটা সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দিন। তিনি বললেন : তুমি যখন নামায পড়তে দাঁড়াও, তখন সেই ব্যক্তির মত নামায পড় যে, এক্ষুণি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, নিজের মুখ দিয়ে এমন কথা উচ্চারণ করো না যার জন্য কিয়ামাতের দিন জবাবদিহি করতে হলে তোমার বলার মত কিছু থাকবে না এবং অন্যদের কাছে যত ধনসম্পদ আছে, তার প্রতি কোন লোভ ও আশা পোষণ করো না এবং তার মুখাপেক্ষী হয়ো না। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : এক্ষুণি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং এখন তার আর বেঁচে থাকার কোনই সম্ভাবনা নেই, এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত; এ ধরনের লোক যে সর্বাত্মক একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে নামায পড়বে, তার মন শতকরা একশো ভাগ আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হবে এবং নামায পড়ার সময় তার মন দুনিয়ার মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াবে না, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। (এই ব্যক্তির মত মৃত্যুর মুখোমুখি না হয়েও যদি কেউ তার মত নিজের মৃত্যু আসন্ন মনে করে তারই মত একাগ্রতা নিয়ে নামায পড়ে, তবে তার নামায অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ নামাযে পরিণত হবে। মৃত্যুর প্রকৃত সময় যখন কারোই জানা নেই, তখন প্রত্যেকেই যদি নিজের মৃত্যুকে সব সময়ই অত্যাসন্ন মনে করে সেই অনুসারে কাজ করে, তাহলে তার সব কাজই পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত হবে। (বাংলা অনুবাদক)

মানুষ যদি কোন অন্যায় কথা উচ্চারণ করে থাকে এবং দুনিয়ার জীবনে তা থেকে ক্ষমা চেয়ে না নেয়, তবে কেয়ামতের হিসাব নিকাশের সময় যে তার কাছে কৈফিয়ত দেয়ার মত কিছুই থাকবে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর শেষ কথাটার অর্থ হলো, মানুষের ধনসম্পদ ও প্রাচুর্য দেখে ঈর্ষান্বিত বা ধনলিপ্সু হয়ো না। কেননা এসবই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। দুনিয়ার সহায় সম্পদের প্রতি যতক্ষণ মানুষ নিরাসক্ত ও মোহমুক্ত না হয়, ততক্ষণ আখেরাতের উচ্চতর মর্যাদার দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে না।

প্রত্যেককে পাঁচটি জিনিসের ব্যাপারে জবাবদিহি করতেই হবে

٣٨٤- عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَّالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ - (ترمذي)

৩৮৪। আবু বারযা আসলামী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : পাঁচটি জিনিসের হিসাব নিকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষ কেয়ামতের দিন আল্লাহর আলাদত থেকে সরতে পারবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আয়ূষ্কালটা কী কী কাজে ব্যয় করেছ? ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে থাকলে সে অনুসারে কতটা কাজ করেছ? কোথা থেকে অর্থ উপার্জন করেছ? এবং কোথায় অর্থ ব্যয় করেছ? শরীরকে কী কী কাজে খাটিয়েছ? (তিরমিযী)

আল্লাহর পণ্য

٣٨٥- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ، اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ - (ترمذي، ابوهريرة رضـ)

৩৮৫। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে পথিক আশংকা করে যে, সে হয়তো সময়মত গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে না এবং পথেই তাকে থেকে যেতে হবে, সে রাতে ঘুমায় না। বরং রাতের সূচনাতেই সে সফর শুরু করে দেয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে, সে যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। শুনে রাখ! আল্লাহর পণ্য অত্যন্ত দামী। শুনে রাখ! আল্লাহর পণ্য হচ্ছে জান্নাত। (তিরমিযী, হযরত আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : মানুষ প্রকৃতপক্ষে মুসাফির এবং আখেরাত তার আসল বাড়ি। এখানে সে উপার্জন করতে এসেছে। এখানে এসে যাদের আসল বাড়ির কথা মনে আছে, তারা যদি যথাসময়ে ভালোয় ভালোয় নিজের আসল বাড়িতে পৌঁছে যেতে ইচ্ছুক হয় এবং পথের যাবতীয় বিপদ আপদ ও বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে যেতে চায় তাদের কর্তব্য, যেন বিন্দুমাত্রও অলসতা ও শৈথিল্য না দেখিয়ে অতিদ্রুত সফর শুরু করে দেয়। নচেত অলসতা করে ঘুমিয়ে সময় কাটালে পরে অনুতাপ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি সংকল্প নেয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের ঘর জান্নাত লাভ করতে হবে, তার জানা উচিত যে, জান্নাত কোন সস্তা জিনিস নয় যে, বিক্রেতা যে কোন দামে দিতে রাযী হয়ে যাবে এবং ক্রেতা নিয়ে নেবে। আল্লাহর পণ্য কিনতে হলে অনেক দাম দিতে হবে এবং অনেক অগ্নি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। নিজের সময়, শ্রম, অর্থ, দেহ, প্রাণ, যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে তা অর্জন করার জন্য কুরবানী করতে হবে। তাহলেই তা পাওয়া যাবে এবং তা পাওয়ার পর মানুষ সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবে।

কোরআন অধ্যয়ন

সূরা বাকারা ও আল ইমরানের ফযীলত

٣٨٦- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِالْقُرَانِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا تَقْدُمُهٗ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - (مسلم)

৩৮৬। হযরত নাওয়াস ইবনে সাময়ান (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন কোরআনকে এবং দুনিয়ায় যারা কোরআন মানতো ও অনুসরণ করতো, তাদেরকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। এ সময় সূরা বাকারা ও আল ইমরান সমগ্র কোরআনের প্রতিনিধি হয়ে আসবে এবং যারা ঐ দুই সূরা অনুসারে কাজ করতো তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে যে, এই ব্যক্তি আপনার দয়া ও ক্ষমার যোগ্য। তাকে আপন রহমত দ্বারা ধন্য করুন। (মুসলিম)

কোরআনের ব্যাপারে উদাসীনতা

٣٨٧- عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وَكَانَتْ لَهٗ صُحْبَةٌ - قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَاتَتَوَسَّدُوْا الْقُرْاٰنَ، وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَاَفْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، وَلَاتَعَجَّلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا - (مشكوة)

৩৮৭। হযরত উবাইদা মুলাইকী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা কোরআন সম্পর্কে উদাসীন হয়ো না। দিনে ও রাতে ঠিক মত অধ্যয়ন কর, কোরআন পড়া ও পড়ানোর ব্যবস্থা চালু কর, তার শব্দগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ কর, কোরআনে যে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার ওপর হেদায়াত অর্জনের উদ্দেশ্যে চিন্তা ও গবেষণা কর। আশা করা যায়, এতে তোমরা সফলকাম হবে। কোরআন দ্বারা দুনিয়াবী সুযোগ সুবিধা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করো না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা অধ্যয়ন কর। (মেশকাত)

শেষোক্ত বাক্যটির মর্ম এই যে, কোরআনের জ্ঞান অর্জন করে তাকে পার্থিব পদমর্যাদা ও ধনসম্পদ অর্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করো না। একটি হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কিছু লোক কোরআনের জ্ঞান অর্জন করে তাকে পার্থিক ধনসম্পদ অর্জনের মাধ্যম বানাবে।

কোরআন আল্লাহর আলো

٣٨٨- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ، قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهِ، قُلْتُ زِدْنِىْ، قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، فَاِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَكَ فِى الْاَرْضِ - (مشكوة)

৩৮৮। হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন : আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন : আল্লাহর ভয় অবলম্বন কর। এটা তোমার দীনদারীকে ও যাবতীয় দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডকে সঠিক পথে রাখবে। আমি বললাম : আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন : নিজেকে কোরআন অধ্যয়ন ও আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত রাখ। তাহলে আল্লাহ তোমাকে

আকাশে স্মরণ করবেন এবং এটা জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানগুলোতে তোমার জন্যে আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করবে। (মেশকাত)

"আল্লাহ স্মরণ করবেন" এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহ তোমাকে ভুলবেন না, তোমাকে হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আল্লাহকে স্মরণ করা ও কোরআন তেলাওয়াত করা দ্বারা মুমিন আলো পায় এবং এ থেকে সঠিক পথ খুঁজে পায়।

কোরআন হৃদয়ের মরিচা দূর করে

٣٨٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَءُ كَمَا يَصْدَءُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ، قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاجَلاُؤُهَا؟ قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلاَوَةُ الْقُرْاٰنِ - (مشكوة، ابن عمر رضـ)

৩৮৯। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : পানি লাগলে লোহায় যেমন মরিচা পড়ে, মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে। প্রশ্ন করা হলো, অন্তরের মরিচা দূর করার উপায় কী? রাসূল (সা) বললেন : বেশী করে মৃত্যুকে স্মরণ করা ও কোরআন অধ্যয়ন করা। (মেশকাত, ইবনে ওমর রা.)

ব্যাখ্যা : "মৃত্যুকে স্মরণ করা"র অর্থ হলো, মানুষের প্রতিটি মুহূর্তে একথা চিন্তা করা যে, একমাত্র দুনিয়ার জীবনের এ ক'টা দিনই কাজ করার সর্বশেষ অবকাশ। এরপর আর কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। আর তেলাওয়াত (পাঠ করা বা অধ্যয়ন করা) অর্থ কোরআনের শব্দগুলোকে নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করা, তার অর্থ ও বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝা এবং তদানুসারে আমল করা। কোরআনে ও হাদীসে যেখানেই এ শব্দের পুরো মর্মার্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বরঞ্চ এটি আরো একটা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা হচ্ছে, কোরআনের তাবলীগ, তথা প্রচার ও প্রসার।

নফল ও তাহাজ্জুদ

আল্লাহ নিকটবর্তী হওয়ার পদ্ধতি

٣٩٠- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللّٰهُ ..... وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً - (مسلم)

৩৯০। হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেন : যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয়, আমি এক হাত পরিমাণ তার দিকে এগিয়ে যাই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে হেটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি সেচ্ছায় আল্লাহর পথে চলার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহ তার এই সফরকে সহজ করে দেন। বান্দা তার দিকে যখন ছুটে যায়, তখন যেহেতু তার ভেতরে দুর্বলতা আছে, তাই আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল হন এবং অগ্রবর্তী হয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নেন। যেমন শিশু তার বাবার দিকে ছুটে যেতে চায়, কিন্তু দুর্বলতার কারণে পৌঁছতে পারে না। তাই বাবা দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে আসে, তাকে কোলে তুলে নেয় ও বুকে জড়িয়ে ধরে।

ফরয ও নফলের পার্থক্য

٣٩١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا

افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ، وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا - (بخاري)

৩৯১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন : আমার বান্দা যে সব কাজ দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তন্মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সেই সব কাজ, যা আমি তার ওপর ফরয করেছি। এছাড়াও আমার বান্দা নফল কাজ দ্বারা ক্রমাগত আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে এক সময় সে আমার প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়। যখন সে আমার প্রিয় বান্দা হয়ে যায়, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে ও তার প্রিয় বান্দা হতে হলে সর্বপ্রথম আল্লাহর ফরয কাজগুলো সঠিকভাবে সমাধা করতে হবে। আর শুধু এখানেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না। বরং সেচ্ছায় এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও মুহব্বতের টানে নফল নামায, নফল রোযা, নফল সদকা ও অন্যান্য নেক কাজ করতে হবে। এভাবে করতে করতে এক সময় আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর বান্দার সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তি ও যোগ্যতাকে নিজের প্রত্যক্ষ তদারকী ও তত্ত্বাবধানের আওতাধীন করে নেন। এর ফলে তার চোখ, কান, হাত, পা ও সমস্ত অংগপ্রত্যংগ এবং সমস্ত দেহ ও মনের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রতিভা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনে নিয়োজিত হয়। শয়তান এর কোনটাকেই আর কাজে লাগাতে পারে না।

মহিলাদের প্রতি তাহাজ্জুদ পড়ার তাগিদ

٣٩٢- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، مَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْاٰخِرَةِ - (بخاري)

৩৯২। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন : একদিন রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে উঠলেন এবং বললেন : আল্লাহ পবিত্র! এ রাত কত ফেতনায় পরিপূর্ণ, যা থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত! এ রাত কত মূল্যবান সম্পদেও পরিপূর্ণ। অর্থাৎ রহমতের ভাণ্ডার, যা অর্জন ও সঞ্চয় করা উচিত। ঐ সকল পর্দার আড়ালে বসবাসকারিণীদের কে জাগাবে? এমন বহু লোক রয়েছে, যাদের দোষক্রটি পৃথিবীতে গোপন রয়েছে, কিন্তু আখেরাতে ফাঁস হয়ে যাবে। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে উৎসাহিত করতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন যে, আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার অর্জন করার চিন্তা কর। দুনিয়ায় তোমরা নবীর স্ত্রী রূপে খ্যাত। এ কারণে তোমরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী, কিন্তু সৎকাজ যদি না কর তবে আল্লাহর কাছে তা কোন কাজে আসবে না। লাভ যদি কিছু হয়, তবে তোমাদের সৎ কাজেই হবে। নবীর স্ত্রী হওয়াতে কোন লাভ হবে না।

٣٩٣- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً فَقَالَ اَلاَ تُصَلِّيَانِ؟ (بخاري، مسلم)

৩৯৩। হযরত আলী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন রাতে

তাহাজ্জুদের সময় আমাদের বাড়ীতে এলেন এবং আমাকে ও ফাতেমাকে বললেন, তোমরা দু'জন তাহাজ্জুদের নামায পড় না? (বোখারী, মুসলিম)

এ হাদীসের বিশেষ শিক্ষা এই যে, দায়িত্বশীল ও পদস্থ লোকদের কর্তব্য, যেন অধীনস্থদেরকে তাহাজ্জুদ পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

তাহাজ্জুদ নিয়মিত পড়া বাঞ্ছনীয়

٣٩٤– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لاَتَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - (بخاري، مسلم)

৩৯৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ, তুমি অমুকের মত হয়ো না, যে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতো। কিন্তু কিছুদিন পরে ওঠা ছেড়ে দিল। (বোখারী, মুসলিম)

যে কোন সৎ কাজ নিয়মিত করা উচিত

٣٩٥– عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اَىُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اَلدَّائِمُ قُلْتُ فَاَىَّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَقُوْمُ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ - (بخاري، مسلم)

৩৯৫। (বিশিষ্ট তাবেয়ী) হযরত মাসরূক (রহ) বলেন : আমি হযরত আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন্ কাজ বেশী ভালোবাসতেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : যে কাজ নিয়মিতভাবে ও

নিরিবিছিন্নভাবে করা হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম : রাসূল (সা) তাহাজ্জুদের জন্য কখন উঠতেন? হযরত আয়েশা জবাব দিলেন : যখন মোরগ বাগ দিত। (অর্থাৎ রাতের শেষ ভাগে)

রাতের শেষ তৃতীয়াংশ দোয়া কবুলের সময়

٣٩٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِبْ لَهٗ مَنْ يَّسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاغْفِرَ لَهٗ -

(بخاري، مسلم، ابوهريرة رضـ)

৩৯৬। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা আমরা যে আকাশকে দেখতে পাই, সে আকাশে আসেন এবং বান্দাদেরকে এভাবে ডাকতে থাকেন : কে আছে আমাকে ডাকে? আমি তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। কে আছে আমার কাছে প্রার্থনা করে? আমি দিতে প্রস্তুত। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত। (বোখারী, মুসলিম, আবু হুরায়রা রা.)

অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা

٣٩٧- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُّنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُّنْفِقُهٗ عَلٰى عِيَالِهٖ وَدِيْنَارٌ يُّنْفِقُهٗ عَلٰى دَابَّتِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدِيْنَارٌ يُّنْفِقُهٗ عَلٰى اَصْحٰبِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (مسلم)

৩৯৭। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে অর্থ-সম্পদ মানুষ তার সন্তান-সন্ততি

ও পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করে, যে অর্থ-সম্পদ মানুষ আল্লাহর পথে জেহাদ করার জন্য বাহন ক্রয়ে ব্যয় করে এবং যে অর্থ-সম্পদ মানুষ তার আল্লাহর পথে জেহাদরত সাথীদের জন্য ব্যয় করে, সেটাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। (মুসলিম, ছাওবান রা.)

শ্রেষ্ঠ সদকা

٣٩٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ، جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اعْظَمُ اَجْرًا؟ فَقَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمُلُ الْغِنٰى، وَلَاتُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ - (بخاري، مسلم)

৩৯৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে রাসূলুল্লাহ, সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ সদকা কী? রাসূল (সা) বললেন : সেই সদকা শ্রেষ্ঠ, যা তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় করবে, যখন একদিকে তোমার দারিদ্র ও পরমুখাপেক্ষিতার সম্মুখীন হবার আশংকাও রয়েছে, অপরদিকে তোমার আরো ধন সম্পদ লাভের আশাও আছে। এরূপ অবস্থায় সদকা করা সর্বোত্তম। এমন করো না যে, তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠনালীর কাছে এসে গেছে এবং তুমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে, তখন সদকা করতে আরম্ভ করলে এবং বলতে লাগলে : অমুকের জন্য এতটা রেখে দিলাম। এখন তোমার এসব বলে লাভ কী? এখন তো তোমার ধন সম্পদ অন্যেরই হয়ে গেছে। (বোখারী, মুসলিম)

দানশীল ও কৃপণের দু'রকম দোয়া লাভ

٣٩٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ يَوْمٍ يُّصْبِحُ الْعَبْدُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ

فَيَقُوْلُ اَحَدُ هُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا - (بخاري، مسلم)

৩৯৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : প্রতিদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'জন ফেরেশতা নেমে আসে। তাদের একজন দানশীল বান্দাহর জন্য দোয়া করে যে, হে আল্লাহ, তুমি দানশীলকে উত্তম ক্ষতিপূরণ ও বদলা দাও। আর অপর ফেরেশতা সংকীর্ণমনা কৃপণদের জন্য বদদোয়া করে যে, হে আল্লাহ, কৃপণকে ধ্বংস ও বিনাশ দাও। (বোখারী, মুসলিম)

প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সম্পদ দান করা উত্তম

٤٠٠- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ، وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَّكَ وَلَاتُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (ترمذي)

৪০০। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : হে আদম সন্তান, তুমি যদি নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সম্পদ আল্লাহর অভাবী বান্দাদের ওপর ও দ্বীনের কাজে ব্যয় কর, তবে সেটা তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে। আর যদি তুমি তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সম্পদ অভাবী লোকদের ওপর ব্যয় না কর, তবে এটা তোমার জন্য খারাপ হবে। আর যদি তোমার কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সম্পদ না থাকে, বরং শুধুমাত্র তোমার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার মত অর্থ সম্পদই থাকে, তাহলে তা থেকে কাউকে দান না করলে আল্লাহ তোমাকে তিরস্কার করবেন না। আর তোমার দান সদকা তোমার সেই সব লোকদের দিয়েই শুরু কর, যাদের ব্যয় ভার তোমার ওপর ন্যস্ত। (তিরমিযী)

দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ্ আরো অর্থ সম্পদ দেন

٤٠١–عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ ـ (بخاري، مسلم)

৪০১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন : তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করবো।

বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : "আমি তোমাকে দান করবো" এর অর্থ এই যে, মানুষ নিজের উপার্জিত অর্থ সম্পদ থেকে যা কিছু আল্লাহর অভাবী বান্দাদেরকে দান করে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাধনায় ব্যয় করে, তার সেই অর্থ সম্পদ বৃথা যাবে না। বরং তার বদলা সে আখেরাতেও পাবে, ইহকালেও পাবে। ইহকালে তার সম্পদে বরকত হবে। আর আখেরাতে সে যে প্রতিদান পাবে তা কল্পনাও করা যায় না।

ধনবান হয়েও যারা দান করে না

٤٠٢– عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَانِىْ، قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ، فَقُلْتُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ ـ (بخاري، مسلم)

৪০২। হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় বসে ছিলেন।

তিনি আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন : তাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি বললাম : আমার মা বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক। কাদের সর্বনাশ হয়ে গেল? রাসূল (সা) বললেন : যারা ধনবান হয়েও দান করে না। সফলকাম শুধু তারাই হবে যারা নিজেদের ধন সম্পদ মুক্ত বিতরণ করে। সামনে, পেছনে, ডানে, বামে সব দিকে বিলিয়ে দেয়। তবে এ ধরনের দানশীল ধনীর সংখ্যা খুবই কম। (বোখারী, মুসলিম)

যিকর ও দোয়া

আল্লাহকে সাথী হিসাবে পাওয়া

٤٠٣– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ - (بخاري)

৪০৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তার ঠোঁট নড়ে, তখন আমি তার সাথে থাকি। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : "আমি তার সাথে থাকি" এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দাকে নিজের তদারকী ও হেফাযতের আওতায় নিয়ে নেন এবং অসৎকাজ ও গুনাহ থেকে তাকে রক্ষা করেন। এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, মনোযোগের সাথে মুখ দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করা প্রয়োজন– শুধু মনে মনে স্মরণ করা যথেষ্ট নয়।

আল্লাহর স্মরণ জীবনী শক্তির উৎস

٤٠٤– عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لاَيَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ - (بخاري، مسلم)

৪০৪। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালককে স্মরণ রাখে সে সজীব ব্যক্তির মত। আর যে আল্লাহকে স্মরণ রাখে না সে যেন মৃত। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ অন্তরে জীবনী শক্তি সঞ্চার করে। আর আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতা অন্তরের মৃত্যু ঘটায়। মানুষের দৈহিক কাঠামোর জীবন পানাহারের ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য না পেলে এ কাঠামো মরে যায়। আর এই কাঠামোর ভেতরে যে রূহ বা আত্মা রয়েছে, তার খাদ্য হলো আল্লাহ স্মরণ। আত্মাকে যদি এ খাদ্য পরিবেশন না করা হয়, তবে তার মৃত্যু অবধারিত। চাই তার বাহ্যিক কাঠামো (শরীর) যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

٤٠٥– عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ، جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَلِّمْنِىْ كَلاَمًا اَقُوْلُهٗ، قَالَ قُلْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، فَقَالَ هٰؤُلاَءِ لِرَبِّىْ فَمَالِىْ؟ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ (مسلم)

৪০৫। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বললো : আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আমার প্রতিপালককে স্মরণ করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তুমি বল : لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া আর এমন কোন মা'বুদ

নেই– যাকে ভালোবাসা যায়, যার আনুগত্য ও ইবাদত করা যায়। তিনি একক। মা'বুদ হওয়ার ব্যাপারে তার কোন শরীক নেই। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। কেবল তারই জন্য শোকর ও প্রশংসা। তিনি সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সকলের পালনকর্তা ও মনিব। বান্দার কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা ও শক্তি কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যায়, যিনি মহাশক্তিধর, যিনি প্রজ্ঞা ও সুবিচারপূর্ণভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।" লোকটি বললো : এতো আল্লাহর জন্য হলো। আমার জন্য কী আছে? আমি কী বলবো? তিনি বললেন : তুমি বল : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ "হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আমার ওপর দয়া কর। আমাকে সোজা পথে পরিচালিত কর এবং আমাকে জীবিকা দাও।" (মুসলিম)

সাইয়েদুল ইসতিগফার

٤٠٦– عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ، وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ (بخاري)

৪০৬। হযরত শাদ্দাদ বিন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'সাইয়েদুল ইসতিগফার' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হচ্ছে :

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি আমার মনিব ও প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি

তোমার সাথে আনুগত্য ও এবাদাতের যে অংগীকার করেছি, তার ওপর যথাসাধ্য অবিচল থাকবো। যে গুনাহ আমি করেছি, তার কুফল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমার ওপর যত অনুগ্রহ করেছ, সবই আমি স্বীকার করছি। আমি আমার কৃত সমস্ত গুনাহর কথা স্বীকার করছি। সুতরাং হে আমার প্রতিপালক, আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার গুনাহ্ মাফ করতে পারে না।" (বোখারী)

ঘুমানোর দোয়া

٤٠٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ..... ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ، اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ - (بخاري)

৪০৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাত্রে ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন, তখন ডান হাত নিজের ডান গালের নীচে রাখতেন এবং বলতেন : ... بِاسْمِكَ رَبِّى "হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে আমি আমার শরীর বিছানায় এলিয়ে দিলাম এবং তোমার সাহায্যেই তা তুলবো। যদি তুমি এই ঘুমের ভেতরেই আমার প্রাণ বের করে নাও তাহলে আমার ওপর করুণা করো। আর যদি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকার অবকাশ দাও, তাহলে আমাকে সেইভাবে সংরক্ষণ করো, যেভাবে তুমি তোমার সৎ বান্দাদেরকে সংরক্ষণ করে থাক।" (বোখারী)

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির দোয়া

٤٠٨- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَكْرُوْبِ، اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ، لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ - (ابوداؤد)

৪০৮। হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও পেরেশান ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে :

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ، لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ -

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমি তোমার রহমতের প্রত্যাশী। তুমি এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার প্রবৃত্তির কাছে ন্যস্ত করো না (নিজের তত্ত্বাবধানে রাখ)। আমার জীবনের সব কিছু পরিশুদ্ধ ও সৎ করে দাও। তুমি ছাড়া আমার আর কোন মা'বুদ নেই।" (আবু দাঊদ)

ব্যাখ্যা : যতক্ষণ কোন বান্দা আল্লাহর তদারকী ও তত্ত্বাবধানে থাকে, ততক্ষণ প্রবৃত্তি তার ওপর খবরদারী করতে ও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং তাকে গুনাহর কাজে প্ররোচিত করতে পারে না। কিন্তু যখনই আল্লাহর তত্ত্বাবধান থেকে বান্দা নিজেকে বঞ্চিত করে ফেলে, অমনি প্রবৃত্তি তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। এ জন্যই মুমিন দোয়া করে যে, হে আল্লাহ, আমাকে আমার প্রবৃত্তির কাছে সোপর্দ করো না। করলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। আমার পুরো জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সৎ বানিয়ে দাও, পবিত্র করে দাও।

আরো একটি মূল্যবান দোয়া

٤٠٩- عَنْ اَنَسٍ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ - (بخاري، مسلم)

৪০৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) এ দোয়া পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। সমস্ত দুশ্চিন্তা উদ্বেগ, পেরেশানী, দুর্বলতা, অলসতা, ঋণের বোঝা ও খারাপ লোকের দাপট ও আধিপত্য থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : নিজেকে আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করার অর্থ হলো, বান্দা নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব সম্পর্কে সচেতন। সে উপলব্ধি করে যে, সে অক্ষম। তাই সে সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের আশ্রয় চায় যাতে তিনি যাবতীয় বিপদ আপদ ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষা করেন।

সম্ভাব্য বিপদ মুসিবতের আশংকা থেকে যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার জন্ম হয়, আরবীতে তাকে "হাম্ম" এবং বিপদ-মুসিবত সংঘটিত হওয়ার পর মানুষ যে দুঃখ কষ্টে পতিত হয়, তাকে "হুয্ন্" বলা হয়। আর অক্ষমতা, অকর্মন্যতা, নির্বুদ্ধিতা ও অদক্ষতাকে "আজ্য" বলা হয়। 'আজ্য' এমন একটা অবস্থানকেও বলা হয়, যখন মানুষ বসে বসে ভাবে, এটাতো সহজ কাজ, এখন থাক্। রাতে করে ফেলবো। রাতেও যখন করা সম্ভব হয় না, তখন বলে! ঠিক আছে, কালকে করা যাবে। এভাবে কাজের সমস্ত সময় নষ্ট ও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। এই দোয়ার সারকথা হলো, মুমিন তার প্রতিপালককে বলে যে, হে আল্লাহ, আমার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ কর। আগামি দিনের বিপদাশংকায় আমার মন যেন উদ্বিগ্ন ও পেরেশান না হয়। আর যদি মুসিবত এসেই পড়ে, তবে আমাকে ধৈর্য দিও। যে জিনিস আমার হাতছাড়া হয়ে যায়, তার জন্য আমি যেন দুঃখিত না হই। তোমার পথে চলতে কোন অসলতা ও শৈথিল্য যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। আর আমার ওপর এত ঋণের বোঝা যেন না চাপে, যা আমি পরিশোধ করতে না পারি এবং দুশ্চিন্তায় হতবুদ্ধি হয়ে যাই। আমার ওপর অসৎ লোকদেরকে প্রাধান্য বিস্তার করতে দিও না।

রাসূলুল্লাহর কয়েকটি দোয়া

٤١. اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ

زَكّهَا، اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّيَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَّيَخْشَعُ، وَمِنْ نَّفْسٍ لاَتَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَّ يُسْتَجَابُ لَهَا - (مسلم، زيد بن ارقم رضـ)

৪১০। হযরত যায়দ বিন আরকাম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দোয়া করতেন : ...اَللّٰهُمَّ ات نَفسِى অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমার নাফসকে এরূপ বানিয়ে দাও যেন সে তোমার নাফরমানী থেকে দূরে থাকে এবং তোমার আযাবকে ভয় পায়। তাকে যাবতীয় খারাপ স্বভাব ও অভ্যাস থেকে পবিত্র কর। তুমিই তার সর্বোত্তম পবিত্রতা সাধনকারী। তুমি তার অভিভাবক ও মনিব। হে আল্লাহ, যে জ্ঞান বিদ্যা আমার উপকার করে না, যে মন তোমার কাছে বিনীত হয় না, যে প্রবৃত্তি তৃপ্তি লাভ করে না এবং যে দোয়া কবুল হয় না– তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : 'উপকারী জ্ঞান ও বিদ্যা' বলা হয় সেই জ্ঞান ও বিদ্যাকে, যা মানুষকে আল্লাহ ভীতি শেখায়, সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য বানায়। প্রবৃত্তির তৃপ্তি লাভ না করার অর্থ হলো, সে দুনিয়ার যত ধন সম্পদই লাভ করুন, তুষ্ট হয় না। বরং তার লোভ আরো বেড়ে যায়। দোয়া কবুল না হওয়ার বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো। হারাম উপার্জন। ইতিপূর্বে "হালাল উপার্জন" শিরোনামে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤١١- كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجَأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ - (مسلم، عبدالله بن عمر)

৪১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই নিশ্চয়তা চাই যেন, যে নিয়ামত তুমি আমাকে দিয়েছ তা (আমার অসৎ কাজের কারণে) যেন নষ্ট হয়ে না যায়। যে 'আফিয়াত' (সর্বাঙ্গীন সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা) আমার রয়েছে তা থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাই, আমার ওপর তোমার কোন আযাব আকস্মিকভাবে না নেমে আসে এবং তোমার ক্রোধ ও কোপানলে যেন পতিত না হই। (মুসলিম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.)

ব্যাখ্যা : "আফিয়াত" হচ্ছে, দ্বীনদারী ও ঈমানদারী এবং শারীরিক সুস্থতা– এই উভয় দিক দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক ও তৃপ্তিদায়ক অবস্থার নাম।

٤١٢– عَنْ اَبِىْ مَالِكِ نِ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَّدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ - (مسلم)

৪১২। আবু মালেক (রা) তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতো, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নামায শেখাতেন, তারপর বলতেন, এভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া কর :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করে দাও, আমার ওপর দয়া কর, আমাকে সঠিক পথে চালাও এবং সার্বিক কল্যাণ ও জীবিকা দাও।" (মুসলিম)

٤١٣– عَنْ مَعَاذٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَخَذَ بِيَدِهٖ وَقَالَ يَامُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ، ثُمَّ قَالَ اُوْصِيْكَ يَامُعَاذُ لَاتَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ تَقُوْلُ "اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ"۔ (رياض الصالحين، ابو دؤاد، نسائى)

৪১৩। হযরত মুয়ায (রা) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তার হাত ধরলেন এবং বললেন : হে মুয়ায, আমি তোমাকে স্নেহ করি। তারপর বললেন : আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়াটি করতে কখনো ভুলো না।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" ۔

অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্য কর যেন তোমাকে স্মরণ রাখতে পারি, তোমার শোকর আদায় করতে পারি এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করতে পারি।" (রিয়াদুস সালেহীন, আবু দাউদ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ আমি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাকে সব সময় মনে রাখি, তোমার কৃতজ্ঞ থাকি এবং যত ভালোভাবে সম্ভব তোমার ইবাদত করতে পারি। তবে আমি দুর্বল। তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তোমার সাহায্য ছাড়া এ কাজ অসম্ভব।

٤١٤– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَّكْتُوْبَةٍ اِذَا سَلَّمَ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ۔ (بخاري)

৪১৪। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সালাম ফিরিয়ে এই দোয়া পড়তেন :

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয়, ক্ষমতায় তার কোন শরীক নেই, তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক, তিনি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য, তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, তুমি যা কিছু দিতে চাও, তা কেউ বন্ধ করতে পারে না, যে জিনিস থেকে তুমি বঞ্চিত করতে চাও, তা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই এবং তোমার সামনে কোন ক্ষমতাবানের ক্ষমতা কাজে আসে না। (বোখারী)

ইবাদতে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসৃত পদ্ধতি

মধ্যম আকারের নামায ও খুতবা

٤١٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلٰوتُهٗ قَصْدًا وَّخُطْبَتُهٗ قَصْدًا - (مسلم)

৪১৫। হযরত জাবের বিন সামুরা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়তাম। তাঁর নামাযও হতো নাতিদীর্ঘ, খুতবাও হতো নাতিদীর্ঘ। বেশী লম্বাও নয়, বেশী সংক্ষিপ্তও নয়। (মুসলিম)

শিশুদের খাতিরে নামায সংক্ষেপকরণ

٤١٦- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ

لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِيْ صَلٰوتِيْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهٖ - (بخاري، ابو قتادة رضـ)

৪১৬। আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি নামাযের জন্য আসি এবং আমার মনে চায়, দীর্ঘ নামায পড়াই। কিন্তু শিশুদের কান্নার শব্দ কানে আসা মাত্রই নামায সংক্ষিপ্ত করে দেই। কেননা নামায লম্বা করে শিশুর মাঁকে কষ্ট দেয়া আমার ভালো লাগে না। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে মহিলারাও মসজিদে আসতো এবং জামায়াতে নামায পড়তো। তাদের ভেতরে ছোট ছোট শিশুর মায়েরাও থাকতো। শিশুদেরকে ঘরে রেখে এসে বেশীক্ষণ মসজিদে থাকা তাদের পক্ষে কষ্টকর হতো। এ হাদীসে এই সব শিশু ও মায়ের কথাই বলা হয়েছে। যে সকল ইমাম মুকতাদীর অবস্থাদি না জেনে দীর্ঘ কিরাত পড়েন, তাদের জন্য এ হাদীসে শিক্ষা রয়েছে।

একাকী নামায পড়লে যত ইচ্ছা দীর্ঘ করা যায়

٤١٧- عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّيَ حَتّٰى تَرِمَ قَدَمَاهُ اَوْسَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهٗ، فَيَقُوْلُ اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا - (بخاري)

৪১৭। হযরত যিয়াদ (রা) বলেন, আমি হযরত মুগীরা (রা)কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল (সা) তাহাজ্জুদের নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। এটা দেখে লোকে বলতো, আপনি এত কষ্ট করেন কেন? রাসূল (সা) বলতেন : আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? (বোখারী)

শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি

সাধ্য অনুযায়ী আদেশ দিতে হবে

٤١٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمَرَهُمْ مِّنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُوْنَ - (بخاري)

৪১৮। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কাউকে কোন কাজের আদেশ দিতেন, তখন এমন কাজেরই আদেশ দিতেন যা তারা করতে সক্ষম হতো এবং যা করা তাদের সাধ্যে কুলাতো। (বোখারী)

কেউ ভুল করলে ধমক দেয়া অনুচিত

٤١٩- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَاشَاْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَيَّ؟ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِىْ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِاَبِىْ هُوَ وَاُمِّىْ مَارَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَبَعْدَهُ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ، مَاكَهَرَنِىْ وَلاَضَرَبَنِىْ وَلاَشَتَمَنِىْ، قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لاَيَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلاَمِ النَّاسِ، اِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ - (مسلم)

৪১৯। হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহর সাথে নামায পড়ছিলাম। জামায়াতের এক ব্যক্তি হঠাৎ হাঁচি দিয়ে বসলো। আমি তা শুনে নামাযের মধ্যেই জোরে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলে ফেললাম। এতে আশপাশের লোকেরা আমার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগলো। আমি বললাম : আল্লাহ তোমাদেরকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি এমন কী করলাম যে, তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো? তারা আমাকে চুপ করার ইংগিত দিল। আমি চুপ করে থাকলাম। যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নামায শেষ হলো, তখন তিনি আমাকে মারলেনও না, ধমকও দিলেন না, কোন রকম তিরস্কারও করলেন না। শুধু বললেন : এ হচ্ছে নামায। এতে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। নামায তো কেবল আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা এবং কোরআন পড়ার নাম।" আমার মা বাবা রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর কুরবান হোক। আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষা দানকারী তাঁর আগেও দেখিনি, পরেও দেখিনি। (মুসলিম)

মসজিদে পেশাবকারীর প্রতি রাসূলের (সা) উদার আচরণ

٤٢٠- بَالَ اَعْرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ النَّاسُ اِلَيْهِ لِيَقَعُوْا فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُ وَاَرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهٖ سَجْلاً مِّنْ مَّاءٍ اَوْذَنُوْبًا مِّنْ مَّاءٍ، فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ -

(بخاري، ابوهريرة رض)

৪২০। এক বেদুইন একদিন মসজিদে পেশাব করে দিল। লোকেরা (সাহাবায়ে কেরাম) তাকে মারপিট করতে তেড়ে গেল। রাসূল (সা) বললেন, ওকে মের না। ওর পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। মনে রেখ, মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা ও ইসলামকে মানুষের জন্য সহজ বানানোর জন্যই তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। তোমাদেরকে

আল্লাহ্ এ জন্য প্রেরণ করেননি যে, নিজেদের নির্বোধসুলভ কর্মকাণ্ড দ্বারা মানুষের ইসলামের দিকে আগমনকে কঠিন বানিয়ে দেবে।

(বোখারী, আবু হুরায়রা রা.)

ব্যাখ্যা : রাসূল (সা) হযরত আবু মূসা (রা) ও মুয়ায (রা)কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বলে দিয়েছিলেন যে, তোমরা উভয়ে ওখানকার জনগণের সামনে ইসলামকে এত সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করবে যে, তা তাদের কাছে সহজ মনে হয়। এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে না, যার কারণে লোকেরা ইসলামকে কঠিন মনে করে। মানুষকে তোমরা নিজেদের মনোমুগ্ধকর স্বভাব ও আচরণ দ্বারা আপন করে নেবে। এমন আচরণ করবে না যে তারা দূরে সরে যায় ও ঘৃণা করতে থাকে।

পরিবার পরিজনকে দ্বীন শেখানোর গুরুত্ব

٤٢١- عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ، اَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُّتَقَارِبُوْنَ، فَاَقَمْنَا عِنْدَهٗ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَّكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا، فَظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا اَهْلَنَا فَسَأَلَ عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ اَهْلِنَا، فَاَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنَ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنَ كَذَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَّ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ) فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ - (بخاري، مسلم)

৪২১। হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) বলেন : আমরা কতিপয় সমবয়সী যুবক ইসলামের জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে

এলাম এবং তাঁর কাছে আমরা বিশ দিন অবস্থান করলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে অত্যন্ত কোমল ও স্নেহময় আচরণ করতেন। এক পর্যায়ে তিনি অনুভব করলেন যে, আমরা বাড়ী যেতে ইচ্ছুক। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের বাড়ীতে কে কে আছে? আমরা কে কে আছে জানালাম। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে যাও, যা কিছু তোমরা এখানে শিখেছ, তা তাদেরকে শেখাও, ভালো ভালো উপদেশ দাও এবং অমুক অমুক নামায অমুক অমুক সময়ে পড়। (অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ, সেভাবে নামায পড়) আর যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে জন ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম সে যেন ইমামতি করে। (বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের প্রতি দয়া

আর্তের সেবা ও মানব প্রেম

٤٢٢- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ، كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُّجْتَابِى النِّمَارِ اَوِالْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُّضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُّضَرَ فَتَمَحَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأٰى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَاَمَرَ بِلَالاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا، وَالْاٰيَةَ الْاُخْرَى الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الْحَشْرِ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لِيَتَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهٖ، مِنْ دِرْهَمِهٖ، مِنْ ثَوْبِهٖ مِنْ صَاعِ بُرِّهٖ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهٖ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الاَنصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَت كَفُّه يَعجِزُ عَنهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِن طَعَامٍ وَّثِيَابٍ حَتّٰى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَانَّهٗ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِىْ الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ - (مسلم)

৪২২। হযরত জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : একদিন সকাল বেলা আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা কিছু লোক সেখানে উপস্থিত হলো। তাদের কাছে ছিল কোষবদ্ধ তরবারী, শরীরের কিছুটা মোটা কম্বলে আচ্ছাদিত ও অধিকাংশই নগ্ন। তাদের অধিকাংশ বরং সকলেই মুযার গোত্রের। তাদের তীব্র অভাব ও দুর্দশা দেখে রাসূল (সা)-এর চেহারা উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাত বাড়ীর

ভেতরে গেলেন এবং বেরিয়ে এলেন। বিলালকে আযান দেয়ার আদেশ দিলেন। (তখন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল।) বিলাল আযান দিলেন ও তাকবীর দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়ালেন এবং নামাযের পর ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি সূরা নিসার প্রথম আয়াত ও সূরা হাশরের শেষ রুকুর প্রথম আয়াত পড়লেন। তারপর বললেন : লোকদের উচিত আল্লাহর পথে সদকা দেয়া। দিনার, দিরহাম, কাপড়, এক সা' গম, এক সা' খেজুর– যে যা পারে, এমনকি যে একটা খেজুরের অর্ধেক দিতে পারে, তাও দেয়া উচিত। ভাষণ শোনার পর জনৈক আনসারী একটা ব্যাগ ভর্তি করে জিনিসপত্র নিয়ে এল, যা তার হাত থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এরপর লোকেরা একের পর এক এত দান করতে লাগলো যে, আমি খাদ্য শস্য ও কাপড়ের বড় বড় দুটো স্তূপ দেখলাম। জনগণের এত বিপুল দান সদকা দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা স্বর্ণের মত ঝকমক করতে লাগলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো রীতি চালু করবে, সে তারও প্রতিদান পাবে এবং যারা সেই ভালো রীতি পরবর্তী সময়ে অনুসরণ করবে তাদের কাজেরও প্রতিদান পাবে। অথচ যারা তার অনুকরণে ভালো কাজটি করলো, তাদের সওয়াব কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ প্রথা চালু করবে, তার নিজের কাজের গুনাহ তো তার হবেই, উপরন্তু পরবর্তীকালে যারা তার ঐ কুপ্রথা অনুসরণ করবে, তাদের গুনাহও তার আমলনামায় লেখা হবে। অথচ অনুসরণকারীদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : ইসলামের দুটো মৌলিক শিক্ষার একটি হলো তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব, অপরটি আল্লাহর দুস্থ বান্দাদের প্রতি দয়া ও মতত্ববোধ। এ কারণেই দুস্থ মানুষদের দেখা মাত্রই রাসূল (সা)-এর চেহারা প্রথমে সমবেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেল এবং যখন তাদের জন্য খাদ্য ও বস্ত্র যোগাড় হয়ে গেল, তখন আনন্দে তাঁর চেহারা স্বর্ণের মত ঝকমক করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ভাষণে সূরা নিসার প্রথম আয়াত পড়লেন, যার

অনুবাদ এরূপ : "হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ থেকে বাঁচার চিন্তা কর। তিনি তোমাদেরকে এক পিতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তার জীবন সাথী সৃষ্টি করেছেন এবং এই দু'জন থেকে সারা দুনিয়ায় বহু নারী ও পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সেই আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে সাবধান হও, যার নাম নিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ প্রাপ্য অধিকার দাবী কর। আত্মীয় স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং তাদের প্রাপ্য দাও। আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন।" এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুটো বিষয় বর্ণনা করেছেন : এক. আল্লাহর একত্ব, দুই. 'মানব জাতির ঐক্য। আল্লাহর একত্বের মর্মার্থ হলো, একমাত্র আল্লাহই এবাদাত ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য। এরই নাম তাওহীদ। আর মানব জাতির ঐক্যের নিগুঢ় অর্থ এই যে, সকল মানুষ মূলত একই মা বাবার সন্তান। সুতরাং তাদের মধ্যে দয়া ও মমতার ভিত্তিতে আচরণ হওয়া উচিত। একদল দুস্থ ও দরিদ্র মানুষকে দেখে দান সদকার আবেদন জানাতে গিয়ে রাসূল (সা)-এর এ আয়াত পড়া থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, সমাজের দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের সাহায্য না করা আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তোষকে অনিবার্য করে তোলে।

আর সূরা হাশরের যে আয়াত রাসূল (সা) পড়লেন। তার অনুবাদ হলো : "হে মুমিনগণ! আল্লাহর কোপানল থেকে সাবধান হও। প্রত্যেকের ভাবা উচিত যে, সে কালকের (কেয়ামতের) জন্য কি পুঁজি সংগ্রহ করেছে। তোমরা আল্লাহর ক্রোধ থেকে সতর্ক হও। তোমরা যা কিছুই কর না কেন আল্লাহ তা জানেন।" এ আয়াত পড়ে রাসূল (সা) বুঝিয়েছেন যে, দুস্থদের সেবায় যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তা আখেরাতের পুঁজি হিসাবে সঞ্চিত হয়, নষ্ট হয় না ও বৃথা যায় না।

যে ব্যক্তি প্রথম সদকা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, রাসূল (সা) তার প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, সে নিজের দেয়া সদকারও সওয়াব পাবে, আর তার দেখাদেখি অন্যদের মধ্যে সদকা করার প্রেরণা সৃষ্টি হওয়ার জন্যও সে সওয়াব পাবে।

নেতৃবৃন্দকে সৎ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে

٤٢٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ اَنَّ اَصْحٰبَ الصُّفَّةِ كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَّنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طَعَامُ اَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ اَوْ كَمَا قَالَ، وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَّانْطَلَقَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَةٍ - (بخاري، مسلم)

৪২৩। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ছেলে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আসহাবে সুফফা খুবই গরীব লোক ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যার বাড়ীতে দু'জনের খাবার আছে, সে যেন আসহাবে সুফফা থেকে একজনকে, আর যার কাছে চারজনের খাবার আছে সে যেন একজন বা দু'জনকে নিয়ে যায়। আমার আব্বা আবু বকর (রা) তিনজনকে সাথে করে আনলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) দশজনকে সাথে করে নিয়ে গেলেন। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন। তিনি যদি দশজনকে না নিয়ে যেতেন, তাহলে সাধারণ লোকেরা দু'জন, চারজন, ছ'জন ও আটজন করে সানন্দে নিয়ে যেত কেমন করে? দায়িত্বশীল লোকেরা যদি ত্যাগ ও কুরবানী করে, তাহলে তাদের অনুসারীদের মধ্যেও বেশী করে ত্যাগ ও কুরবানী করার প্রেরণা সৃষ্টি হবে। আর আগের লোকেরাই যদি পিছিয়ে থাকে, তাহলে পেছনে চলা লোকদের মধ্যে আরো বেশী পিছিয়ে থাকার মনোভাব সৃষ্টি হবে।

ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য দান করা

٤٢٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلاَمِ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ، وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ اِلٰى قَوْمِهٖ، فَقَالَ يٰقَوْمِ اَسْلِمُوْا فَاِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِيْ عَطَاءَ مَنْ لاَّ يَخْشَى الْفَقْرَ، وَاِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَايُرِيْدُ اِلاَّ الدُّنْيَا فَمَا يَلْبَثُ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى يَكُوْنَ الْاِسْلاَمُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَاعَلَيْهَا - (مسلم)

৪২৪। হযরত আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষকে ইসলামের দিকে ঘনিষ্ঠতর করার জন্য দান করতেন। তার কাছে যা কিছুই চাওয়া হতো, তা তিনি অবশ্যই দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে কিছু চাইল। তিনি দু'টো পাহাড়ের মাঝখানে যতগুলো ছাগল ভেড়া চরছিল, তার সবগুলো তাকে দিয়ে দিলেন। লোকটি তার গোত্রের কাছে গিয়ে বললো : হে জনতা! ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা মুহাম্মাদ (সা) এমন উদার হস্তে দান করেন যেমন দারিদ্র ও ক্ষুধার ভীতিমুক্ত ব্যক্তি দান করে।

হযরত আনাস (রা) বলেন : মানুষ যদিও পার্থিব স্বার্থের খাতিরেই ঈমান আনতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে অচিরেই ইসলাম তাদের অন্তরের অন্তস্থলে ঢুকে যেত এবং ইসলামই তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়াবী সহায় সম্পদের চেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে যেত।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে অগ্নি পরীক্ষা

একজন নবীর ধৈর্যের দৃষ্টান্ত

٤٢٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَأَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَّجْهِهٖ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ - (بخاري، مسلم)

৪২৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : রাসূল (সা) একবার একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন। সেই দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে এখনো ভাসছে। রাসূল (সা) বললেন : দাওয়াত দেয়ার অপরাধে সেই নবীকে তার স্বজাতীয় লোকেরা মারতে মারতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তথাপি সেই নবী নিজের মুখমণ্ডলের রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন : হে আল্লাহ, আমার জনগণকে ক্ষমা করে দাও। (এক্ষুণি তাদের ওপর আযাব নাযিল করো না) কেননা তারা অজ্ঞ। (বোখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহর জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন

٤٢٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَّوْمِ اُحُدٍ؟ قَالَ قَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ اَشَدُّ مَالَقِيْتُهُ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِىْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِىْ اِلٰى مَا اَرَدْتُّ، فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِىْ، فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَاسِىْ

فَنَظَرْتُ، فَاذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَانِيْ، فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَامُرُهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ، فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَاَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّيْ اِلَيْكَ لِتَامُرَنِيْ بِاَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ؟ اِنْ شِئْتَ اَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الاَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَل اَرْجُوْا اَنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَيُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا - (بخاري، مسلم)

৪২৬। একবার হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করেন : আপনার জীবনে কি এমন কোন দিন এসেছে, যা ওহদ যুদ্ধের দিনের চেয়েও কঠিন ও কষ্টকর ছিল? রাসূল (সা) জবাব দিলেন : আয়েশা, তোমার গোত্র কোরায়েশের কাছ থেকে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। সবচেয়ে কঠিন যে দিনটি আমার ওপর অতিবাহিত হয়েছে তা ছিল আকাবার দিন, (তায়েফের দিন) যখন আমি আবদ ইয়ালীলের কাছে উপস্থিত হই। কিন্তু আমি যে দাওয়াত তার কাছে পেশ করি, তা সে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আমি খুবই বিষণ্ন ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে বিদায় হই। যখন আমি কারনুস্ সায়ালেবে পৌঁছি, তখন আমার দুঃখ কিছুটা হালকা অনুভূত হয়। আমি তখন আকাশের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সেখানে জিবরীল উপস্থিত, তিনি আমাকে ডেকে বললেন : আপনার জাতি আপনাকে যা বলেছে এবং যে পদ্ধতিতে তারা আপনার দাওয়াতের জবাব দিয়েছে, তা আল্লাহ তায়ালা শুনেছেন এবং আপনার কাছে পাহাড়ের তত্ত্বাবধানকরী ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, আপনি তাকে যে আদেশ দিতে চান দিন। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আপনার আদেশ সে পালন করবে।

এরপর পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা আমাকে সম্বোধন করলো। প্রথমে আমাকে সালাম দিল। তারপর বললো : হে মুহাম্মদ! আপনার জাতি আপনাকে যা বলেছে, তা আল্লাহ তায়ালা শুনেছেন। আমি পাহাড়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আমার প্রভু আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন যেন আপনি আমাকে যা হুকুম দিতে চান দিতে পারেন। এখন আপনি যা চান বলুন। আপনি যদি চান, তবে আমি দু'দিকের পাহাড় দুটিকে এমনভাবে মিশিয়ে দেব যে, ওরা পিষ্ট হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ফেরেশতাকে বললেন : না, বরং আমি আশা করি, তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোকেরা জন্ম নেবে, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আকাবার দিন দ্বারা তায়েফের ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে। কোরায়েশী ব্যবসায়ীরা তায়েফে ব্যাপক আকারে চামড়ার কারবার করতো। তাছাড়া তায়েফবাসী ও মক্কার কোরায়েশ গোত্র পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল। যখন রাসূল (সা) মক্কাবাসী সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেলেন, তখন সেখানে এই আশা নিয়ে গেলেন যে, হয়তো এখানে সত্যের বীজের অংকুর উঠবে ও শেকড় গাড়বে। কিন্তু আবদে ইয়ালীল তার পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিল। গুণ্ডরা তাকে পাথর মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে অচেতন হয়ে পড়ে যান।

যখন কোন জাতি নবীর প্রত্যক্ষ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন সে জাতি আল্লাহর আযাবের যোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু নবী হতাশ হন না বরং তাঁর জাতির মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং দোয়া করেন যে, এখনই আযাব দিও না, হয়তো কাল ঈমান আনবে। যখন আযাবের ফেরেশতা বললো, আপনি বললে মক্কার দুটি পাহাড় আবু কুরাইশ ও জাবালে আহমারকে মিশিয়ে দেই এবং ওরা মাঝখানে পিষ্ট হয়ে মরে যাক, তখন তিনি বললেন, "আমাকে আমার জনগণের মধ্যে আরো কিছু দাওয়াতের কাজ করতে দাও, হয়তো বা তারা অচিরেই ঈমান আনবে, অথবা ওদের বংশধরের মধ্যে তাওহীদপন্থী জন্ম নেবে।" দ্বীনের কাজ যারা করে, তাদের জন্য এটি একটি উত্তম নমুনা ও আদর্শ। ধৈর্য ও মানব প্রেম ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও চেষ্টা সাধনা করা সম্ভব নয়।

রাত্রি জাগরণ

٤٢٧- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ لاَيَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً - (بخاري، مسلم)

৪২৭। হযরত সালেম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "আবদুল্লাহ খুব ভালো মানুষ। তাহাজ্জুদের জন্য যদি উঠতো তবে আরো ভালো হতো।" সালেম বলেন : রাসূল (সা)-এর এই কথা বলার পর আব্বার অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, রাতে খুব কমই ঘুমাতেন। (বোখারী, মুসলিম)

সৎ কাজে পাল্লা দেয়ার প্রবল আগ্রহ

٤٢٨- اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجٰتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ، فَقَالَ وَمَاذَاكَ؟ فَقَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَنَتَصَدَّقُ، وَيَعْتِقُوْنَ وَلاَنَعْتِقُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلاَاُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مِنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ،

وَلاَيَكُوْنَ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ
مَاصَنَعْتُمْ؟ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ تُسَبِّحُوْنَ
وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَثَلٰثِيْنَ مَرَّةً،
فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا
فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ - (مسلم،
ابوهريرة رضـ)

৪২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : মক্কা থেকে হিজরত করে আসা লোকদের মধ্যে যারা গরীব ছিল, (আল্লাহর পথে ব্যয় করতে সক্ষম ছিল না) তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বললো, চিরস্থায়ী সুখ ও উচ্চতর মর্যাদা তো ধনীদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে গেল! এবং আমরা বঞ্চিত থেকে গেলাম! রাসূল (সা) বললেন : কিভাবে? তারা বললো : আমরা নামায পড়ি, তারাও পড়ে, আমরা রোযা রাখি, তারাও রাখে। (এসব সৎ কাজে তারা ও আমরা সমান অংশীদার) কিন্তু তারা আল্লাহর পথে ব্যয় ও দান সদকা করে, আমরা তা থেকে বঞ্চিত। তারা অর্থ ব্যয় করে দাসদাসী কিনে স্বাধীন করে দেয়। কিন্তু আমরা তা করতে পারিনে। রাসূল (সা) তাদের কথা শুনে বললেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দেব না, যা দ্বারা তোমরা সৎ কাজে অগ্রগামীদেরকে ধরতে পারবে এবং যারা পেছনে আছে তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে এবং কেবল তারাই তোমাদের চেয়ে আগে থাকবে, যারা তোমাদের মত কাজ করবে? তারা বললো : হে রাসূল, অবশ্যই সেই কাজটি জানিয়ে দিন। রাসূল (সা) বললেন : প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার

আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৩ বার আল্লাহু আকবর বলবে। (তারা চলে গেল এবং এগুলো পড়তে লাগলো। যখন ধনী ও স্বচ্ছল মুসলমানরা জানতে পারলো যে, রাসূল (সা) তাদের দরিদ্র মোহাজের ভাইদেরকে এটা শিখিয়েছেন, তখন তারাও এ তাসবীহ্ পড়া শুরু করে দিল।) দরিদ্র মোহাজেররা পুনরায় রাসূল (সা)-এর কাছে এল এবং বললো যে, ধনী ভাইরা এটা শুনেছে এবং তারাও এটা করতে শুরু করে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ, যাকে চান দেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, রাসূল (সা)-এর সাথীদের মধ্যে দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়া ও আখেরাতে উচ্চতর মর্যাদা লাভের কত তীব্র আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল। এও জানা গেল যে, যাদের আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের সামর্থ নেই, তারা যদি যিকর, দোয়া ও অন্যান্য সওয়াবের কাজ করে, তবে তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকবে না। আরো জানা গেল যে, দাসদাসীদেরকে দাসত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া, তাদেরকে মানবতার মর্যাদায় উন্নীত করা ও মনুষ্যত্বের স্তরে নিয়ে আসা এবং সমাজে তাদেরকে সমান সম্মান ও মর্যাদার আসন দেয়া মস্ত বড় নেকী ও সওয়াবের কাজ।

আলোচ্য হাদীসটিতে আল্লাহু আকবর ৩৩ বার পড়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসে আল্লাহু আকবর ৩৪ বার পড়ার উল্লেখ রয়েছে। শেষোক্ত হাদীসের ওপরই বড় বড় মনীষী আমল করে থাকেন। অন্য কতক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনটে দোয়াই দশ বার করে পড়ার উপদেশ দিয়েছেন।

ক্ষুধার্ত ও দুস্থ মানুষকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফযীলত

٤٢٩- جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ مَجْهُوْدٌ، فَاَرْسَلَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِىْ اِلاَّ مَاءٌ، ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى اُخْرٰى،

فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ، لَاوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاعِنْدِىْ اِلاَّ مَاءٌ، فَقَالَ مَنْ يُّضِيْفُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلٰى رَحْلِهٖ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهٖ اَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لِامْرَأَتِهٖ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ لَاَالاَّقُوْتُ صِبْيَانِىْ قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَيْءٍ وَاِذَا اَرَادُوْا الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ، وَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَطْفِئِ السِّرَاجَ وَاَرِيْهِ اَنَّا نَاكُلُ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَاطَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ - (بخاري، مسلم، ابوهريرة رضـ)

৪২৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এঁসে বললো, আমি ক্ষুধা ও অনাহারে অস্থির। তৎক্ষণাত রাসূল (সা) তাঁর এক স্ত্রীর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠালেন যে, দেখ, কিছু যদি থাকে নিয়ে এস। সেই স্ত্রী জানালেন যে, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন সেই আল্লাহর কসম, আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আর এক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। সেখান থেকেও একই জবাব পাওয়া গেল। একে একে সকল স্ত্রী একথাই বললো যে, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ, আমাদের কাছে পানি ছাড়া কিছু নেই। এবার তিনি সমবেত মুসলমানদেরকে বললেন, আজ রাতে এই মেহমানকে কে আহার করাবে? আনসারদের মধ্য

থেকে একজন বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, আমি আহার করাবো। অতপর সেই ব্যক্তি মেহমানকে নিয়ে বাড়ীতে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন : এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মেহমান। ওর যত্ন কর। তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে? স্ত্রী বললো : না, কেবল শিশুদের খাবার রয়েছে। তারা খায়নি। আনসারী বললেন : ওদেরকে একটা কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রেখ। যখন খাবার চাইবে, পিঠ চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে দিও। আর যখন মেহমান আহারের জন্য বাড়ীর ভেতরে আসবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে এবং এমন একটা অভিনয় করবে যাতে মেহমান বুঝতে পারবে যে, আমরাও তার সাথে খাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর সবাই খেতে বসলো। মেহমান পেট পুরে খেয়ে নিল। কিন্তু এরা দু'জন অনাহারেই রাত কাটিয়ে দিলেন। সকালে যখন এই আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা স্বামী স্ত্রী আজ রাতে মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তাতে আল্লাহ খুবই খুশী হয়েছেন। (বোখারী, মুসলিম)

যে লোকটি এসেছিল, সে ক্ষুধা ও অনাহারে জর্জরিত ছিল। এ জন্য শিশুদের ওপরে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। শিশুদেরকে সামান্য কিছু দিয়ে শান্ত করা হয়েছিল। তারা সকাল পর্যন্ত অনাহারে থাকলে মরে যেত না। মেহমানকে অগ্রাধিকার দেয়া খুবই জরুরী ছিল। কিন্তু এ কাজ কেবল সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যার ভেতরে ত্যাগ, কুরবানী ও অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার গুণটি বিদ্যমান। এদিক দিয়ে এ ঘটনা অগ্রাধিকার দেয়ার ও নিজের স্বার্থ কুরবানী দিয়ে পরোপকার করার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। এখানে দেখা যাচ্ছে, একজন মানুষের কাছে শুধু নিজের প্রয়োজন মেটানোর মত খাবার রয়েছে। তথাপি সে তার চেয়ে বেশী সংকটাপন্ন ব্যক্তির দিকে খেয়াল রাখছে। নিজে ভুখা থেকেও দরিদ্র অনাহারক্লিষ্টকে তৃপ্তি সহকারে আহার করাচ্ছে।

একজন ধনাঢ্য সাহাবীর করুণ মৃত্যুর কাহিনী

٤٣٠- عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ، فَمِنَّا مَنْ مَّاتَ لَمْ يَاكُلْ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَّتَرَكَ نَمِرَةً، فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهٗ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهٗ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُّغَطِّيَ رَأْسَهٗ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْاِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهٗ ثَمَرَتُهٗ فَهُوَ يَهْدِبُهَا-

(بخاري، مسلم)

৪৩০। হযরত খাব্বাব (রা) বলেন : আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে হিজরত করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মদীনায় চলে এলাম। এরপর আমাদের কেউ কেউ এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তারা তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর কোন ইহকালীন পুরস্কার পায়নি। মুসয়াব ইবনে উমাইর (রা) এদেরই একজন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে যখন শহীদ হন, তখন তার শরীরে একটা মোটা কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ওই কম্বলই তার কাফনে পরিণত হলো। কম্বলটাও ছিল এতই ছোট যে, তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যায়, আর পা ঢাকলে মাথা খুলে যায়। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : ঠিক আছে, মাথাটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, আর পায়ের ওপর "ইযখির" ঘাস ছড়িয়ে দাও। এ ছাড়া আল্লাহর জন্য হিজরতকারীদের মধ্যে কতক এমনও ছিল, যারা দ্বীনের জন্য কৃত ত্যাগ ও কুরবানীর পুরস্কার দুনিয়াতেও পেয়েছিল এবং তারা তার সুফল ভোগ করছে। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হযরত মুসয়াব (রা) মক্কার শীর্ষ স্থানীয় ধনাঢ্য পরিবারের আদরের

দুলাল ছিলেন। তাঁর গোটা জীবনই ছিল আয়েশী ও বিলাসী জীবন। তার আরোহণের জন্য উৎকৃষ্টতম ঘোড়া সজ্জিত থাকতো। সকালের জন্য আলাদা ঘোড়া ও বিকালের জন্য আলাদা ঘোড়া। অত্যন্ত উন্নত মানের পোশাক পরতেন এবং দিনে কয়েকবার পোশাক পাল্টাতেন। কিন্তু যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাওয়াতের যথার্থতা সুস্পষ্টভাবে ও সন্দেহাতীতভাবে উপলব্ধি করলেন, তখন তা গ্রহণ করতে মুহূর্তকালও বিলম্ব করলেন না। এর ফলাফল কী দাঁড়াবে তা ভেবেও দেখলেন না। ফলাফল কী হবে তা তিনি জানতেন। কেননা ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর কী যুলুম নিপীড়ন চলছিল, তা তিনি স্বচক্ষেই দেখছিলেন। হযরত মুসয়াবের (রা) ইসলাম গ্রহণের আগেকার জীবন ও ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দৃশ্য দেখে রাসূল (সা)-এর চোখে পানি এসে যেত। কিন্তু স্বয়ং হযরত মুসয়াব তাঁর ফেলে আসা ভোগ বিলাসের জীবনকে ভুলেই গিয়েছিলেন। তাঁর মুখে কখনো কোন দুঃখ বা অভিযোগের কথা শোনা যায়নি।

আসহাবে সুফ্ফার মর্মান্তিক চিত্র

٤٣١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ، لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ مَامِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، اِمَّا اِزَارٌ وَّاِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَايَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهٗ بِيَدِهٖ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَبْدُوعَوْرَتُهٗ - (بخاري)

৪৩১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আসহাবে সুফফার মধ্য থেকে ৭০ জনকে আমি এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাদের কারো কাছে (পুরো শরীর ঢাকবার যোগ্য) কোন চাদর ছিল না। হয় একটা লুংগী বাঁধা থাকতো, নয়তো একটা কম্বল গলায় বাঁধা থাকতো, যা কারো পায়ের থোড়ার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছতো, কারো বা টাখনু পর্যন্ত। এ জন্য তারা

লুংগী বা কম্বলকে সর্বক্ষণ হাত দিয়ে ধরে রাখতো, যাতে লজ্জাস্থান বেরিয়ে না পড়ে। (বোখারী)

খোবায়েব (রা) যখন মৃত্যুর দুয়ারে

٤٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ..... فَلَبِثَ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا عَلٰى قَتْلِهٖ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّبِهَا فَاَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَىٌّ لَّهَا وَهِىَ غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَاهُ، فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهٖ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ، فَقَالَ اَتَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهٗ؟ مَاكُنْتُ لاَفْعَلَ ذٰلِكَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَارَأَيْتُ اَسِيْرًا خَيْرًا مِّنْ خُبَيْبٍ - (بخاري)

৪৩২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন... হযরত খোবায়েব (রা) বনু হারেস গোত্রের পল্লীতে বন্দী হিসাবে অবস্থান করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তারা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। (কেননা হযরত খোবায়েব (রা) বদরের যুদ্ধে হারেসকে হত্যা করেছিলেন।) খোবায়েব যখন এটা জানলেন, তখন হারেসের একটি মেয়ের কাছে ক্ষুর চাইলেন, যাতে নাভির নীচের লোম কামিয়ে পরিষ্কার হতে পারেন। মেয়েটি ক্ষুর এনে দিল। এই সময়ে সহসা তার শিশু সন্তান খোবায়েবের কাছে এসে পড়লো। শিশুর মা কাজে ব্যস্ত ছিল, তাই শিশুটি কখন তার কাছে চলে গেছে দেখতে পায়নি। হযরত খোবায়েব শিশুকে নিজের উরুর ওপর বসিয়ে আদর করতে লাগলেন। শিশুটির মা এ দৃশ্য দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলো যে, বন্দী হয়তো শিশুকে (ক্ষুর দিয়ে) হত্যা করে ফেলবে। হযরত খোবায়েব (রা) এটা বুঝতে পেরে বললেন : তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে, আমি এই শিশুকে হত্যা করবো? আমি এমন কাজ কখনো করতে পারি না। (কেননা ইসলাম

শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে।) সেই মহিলা বললেন : আমি খোবায়েবের চেয়ে সচ্চরিত্র বন্দী কখনো দেখিনি। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ। হাদীসটিতে হযরত খোবায়েবের গ্রেফতার ও হত্যার ঘটনার বিশদ বিবরণ রয়েছে। হযরত খোবায়েব নিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, যে কোন সকাল বা সন্ধ্যায় ওরা তাকে হত্যা করবে। এহেন পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষের যে শিশুটি তার কাছে এসেছিল, তাকে তিনি সহজেই যবাই করে ফেলতে পারতেন। (সে জন্য তারা তার কাছ থেকে দ্বিতীয়বার প্রতিশোধ নিতে পারতো না।) কিন্তু তিনি তাঁর মাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, তুমি ভয় পেয় না। আমি ওকে হত্যা করতে পারি না। কেননা যে ধর্মে আমি দীক্ষিত হয়েছি, তা শত্রুর শিশুদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেয় না। মহিলাটি যে বলেছে, "খোবায়েবের চেয়ে মহৎ চরিত্রের বন্দী আমি দেখিনি", তা সে যথার্থই বলেছে। তার প্রমাণ শুধু এটা নয় নয় যে, বাগে পেয়েও শত্রুর শিশুকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছেন, বরং তাকে হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে তিনি যে স্থিরতা ও অবিচলতা দেখিয়েছেন, তাও তার উজ্জ্বল প্রমাণ। বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে তিনি কাঁন্নাকাটিও করেননি। ভয়ে দিশেহারাও হননি। শুধু বললেন : আমি যখন ঈমানদার ও মুসলমান অবস্থায় নিহত হচ্ছি, তখন আমার কোন দুঃখ নেই। আমাকে চিত করে, না কাত করে, না উবুড় করে হত্যা করা হবে, তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার সাথে যা কিছুই ঘটতে যাচ্ছে, তা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও তাঁর দ্বীনের খাতিরেই করা হচ্ছে, তখন আমাকে হত্যা করে আমার শরীরকে কত টুকরো করা হবে, তার কোন তোয়াক্কাই আমি করি না।"

একটি ভুলের জন্য হযরত আয়েশার (রা) অনুশোচনা

٤٣٣- اِنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِىْ بَيْعٍ اَوْعَطَاءٍ اَعْطَتْهُ عَائِشَةُ "وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ اَوْلاَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا قَالَتْ اَهُوَ قَالَ هٰذَا؟ قَالُوْا نَعَمْ،

قَالَتْ هُوَ لِلّٰهِ عَلَيَّ نَذْرٌ اَنْ لاَّاُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَبَدًا،
فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ
فَقَالَتْ لاَوَاللّٰهِ لاَاُشَفِّعُ فِيْهِ اَبَدًا وَّلاَاَتَحَنَّثُ اِلٰى نَذْرِىْ،
فَلَمَّا طَالَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَبْنَ مَخْرَمَةَ
وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَقَالَ لَهُمَا
اَنْشُدُ كُمَا اللّٰهَ لَمَا اَدْخَلْتُمَانِىْ عَلٰى عَائِشَةَ، فَاِنَّهَا
لاَيَحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْذِرَ قَطِيْعَتِىْ، فَاَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ
وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى اسْتَاْذَنَا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالاَ السَّلاَمُ
عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ
ادْخُلُوْا، قَالُوْا كُلُّنَا؟ قَالَتْ نَعَمْ، اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ وَلاَتَعْلَمُ
اَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوْا دَخل ابْنُ الزُّبَيْرِ
الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِىْ،
وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا اِلاَّ كَلَّمَتْهُ
وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُوْلاَنِ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهٰى عَمَّا قَدْ عَمِلْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ
يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلٰى عَائِشَةَ
مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِىْ
وَتَقُوْلُ اِنِّىْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ فَلَمْ يَزَالاَبِهَا حَتّٰى

كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَاعْتَقَتْ فِيْ نَذْرِهَا اَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِيْ حَتّٰى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا ۔ (بخاري، عوف بن مالك رضـ)

৪৩৩। হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা) বলেন : একবার কিছু লোক হযরত আয়েশা (রা)কে জানালেন যে, আপনি যে অমুক জিনিসটি বিক্রি করেছেন বা কাউকে দান করে দিয়েছেন, সে জন্য আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (হযরত আয়েশার ভাগ্নে) বলেছেন যে, খালা যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না করেন, তবে আমি তার ওপর অবরোধ আরোপ করবো (অর্থাৎ বায়তুল মাল থেকে হযরত আয়েশাকে যে ভাতা দেয়া হয়, তা বন্ধ করে দেব এবং কেবলমাত্র জরুরী খরচ বহন করবো) হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন : সে কি সত্যই একথা বলেছে? লোকেরা বললো : হাঁ। তৎক্ষণাৎ হযরত আয়েশা (রা) বললেন : আমি কসম খেয়ে বলছি, আর কোন দিন ইবনে যুবায়েরের সাথে কথা বলবো না এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন। এরপর যখন বিচ্ছেদ দীর্ঘস্থায়ী হলো, তখন ইবনে যুবায়ের বিভিন্ন লোককে দিয়ে সুপারিশ পাঠালেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) সুপারিশ গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন : আমি ইবনে যুবায়ের সম্পর্কে কারো সুপারিশও গ্রহণ করবো না, আমার শপথও ভংগ করবো না। এ পরিস্থিতি ইবনে যুবায়েরের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়লো। অগত্যা এবার তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) ও আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ (রা)কে বললেন : তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা যে কোন উপায়ে আমাকে হযরত আয়েশার নিকট পৌঁছানোর কৌশল উদ্ভাবন কর। তিনি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং এ ব্যাপারে কসম খেয়েছেন। আমার সাথে এভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করা তাঁর জন্য জায়েয নয়। মিসওয়ার ও আবদুর রহমান ইবনে যুবায়েরকে সাথে নিয়ে হযরত আয়েশার বাড়ীতে চলে গেলেন এবং দরজায় কড়া নাড়লেন। তারপর সালাম করে বললেন : আমরা কি আসতে পারি? হযরত

আয়েশা (রা) বললেন : আসতে পার। তারা দু'জনে বললো : আমরা সবাই আসতে পারি? তিনি বললেন : হাঁ, সবাই আসতে পার। তিনি জানতেই পারেননি যে, তাদের সাথে ইবনে যুবায়েরও রয়েছে। তারা যখন বাড়ীর ভেতের চলে গেলেন, তখন হযরত আয়েশা পর্দার আড়ালে বসেছিলেন। ওখানে পৌছামাত্রই ইবনে যুবায়ের তাকে জড়িয়ে ধরলেন। একদিকে ইবনে যুবায়ের কেঁদে কেঁদে কাকুতি মিনতি করে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছিলেন যে, আমার ত্রুটি ক্ষমা করে দিন, আর অপরদিকে মিসওয়ার ও আবদুর রহমানও আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছিলেন যে, আপনি ইবনে যুবায়েরের ত্রুটি মাফ করে দিন ও কথা বলা শুরু করুন। তারা হযরত আয়েশাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোন মুসলমানের পক্ষে তিন দিনের বেশী কোন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নয়। এভাবে সবাই যখন হযরত আয়েশার ওপর চাপ দিল এবং স্মরণ করিয়ে দিল যে, তিনি একটা গুনাহর কাজ করে চলেছেন, তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে, আমি কসম খেয়ে ফেলেছি এবং কসমের ব্যাপারটা খুবই কঠিন। তথাপি তারা দু'জন হযরত আয়েশাকে বুঝাতে থাকলেন। অবশেষে তিনি শপথ ভেংগে ইবনে যুবায়েরের সাথে কথা বললেন এবং কাফফারা হিসাবে চল্লিশটি দাস মুক্ত করলেন। এরপর সারা জীবন তিনি এভাবে কাটিয়েছেন যে, যখনই এই ভুলের কথা মনে পড়তো, অনুশোচনায় কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে ওড়না ভিজিয়ে ফেলতেন।

অধিনস্থদের সাথে সাহাবীদের (রা) আচরণ

٤٣٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَمْلُوْكِيْنَ يَكْذِبُوْنَنِى وَيَخُوْنُوْنَنِىْ وَيَعْصُوْنَنِىْ وَاَشْتِمُهُمْ وَاَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ اَنَامِنْهُمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاكَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوْكَ وَعِقَابُكَ اِيَّاهُمْ فَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لاَ وَ عَلَيْكَ، وَاِن كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ دُوْنَ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَّكَ - وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهِمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِّنْكَ الْفَضْلُ، فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِيْ، فَقَالَ لَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَاتَقْرَءُ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى "وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلاَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَاحَاسِبِيْنَ - " فَقَالَ الرَّجُلُ مَااَجِدُلِيْ وَلِهٰؤُلاَءِ شَيْئًا خَيْرًا مِّنْ مُّفَارَقَتِهِمْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُمْ كُلَّهُمْ اَحْرَارٌ - (ترمذي)

৪৩৪। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো : হে রাসূলুল্লাহ! আমার কিছু ক্রীতদাস রয়েছে, যারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে, আমানতের খেয়ানত করে এবং আমার অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। এ কারণে আমি তাদেরকে তিরস্কার করি ও মারপিট করি। তাদের ব্যাপারে আমার কী হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : কেয়ামতের দিন তাদের মিথ্যাচার, আমানতের খেয়ানত ও অবাধ্যতা এবং তাদেরকে তোমার দেয়া শাস্তি– এই উভয়ের হিসাব করা হবে। তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমান হয় তাহলে তো তোমার কোন দেনাও থাকবে না, পাওনাও থাকবে না। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের

অপরাধের চেয়ে কম হয়, তাহলে সেটা তোমার জন্য আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির সহায়ক হবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের চেয়ে বেশী প্রমাণিত হয়, তাহলে যতটুকু বেশী হয়েছে, সে অনুপাতে তোমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ কথা শোনা মাত্রই লোকটি এক কিনারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন : তুমি কোরআনে আল্লাহর এ উক্তি পড়নি?

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ... অর্থাৎ আমি কেয়ামতের দিন ইনসাফের দাড়িপাল্লায় প্রত্যেকের কৃত কর্ম ওজন করবো এবং কারো ওজনে কোন যুলুম করা হবে না। কারো আমল নামায় যদি বিন্দু পরিমাণও ভালো বা মন্দ কাজ থেকে থাকে, তবে আমি তা সামনে আনবো। বস্তুত হিসাব গ্রহণে আমিই যথেষ্ট।" লোকটি বললো : এখন আমি দেখছি, এই ক্রীতদাসদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করাই আমার জন্য উত্তম। হে রাসূলুল্লাহ, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আমি তাদের সবাইকে স্বাধীন করে দিলাম। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : পৃথিবীতে বহু লোক নিজের ভৃত্য ও চাকর নকরকে মারধোর করে থাকে। তথাপি এই সাহাবী রাসূল (সা)-এর কাছে কেন এলেন এবং কেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তাদের ব্যাপারে আমার কী হবে? তাঁর যদি আখেরাতের চিন্তা না থাকতো, তাহলে এ প্রশ্ন তার মনে উঠতে পারতো না। আরো ভেবে দেখুন, তিনি রাসূলের (সা) কথা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে স্বাধীন করে দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, অতীতে তার দ্বারা তাঁর দাসদের ওপর যদি কোন বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে স্বাধীন করে দেয়ার এই পদক্ষেপ তাঁর জন্য যেন কাফফারা হয়ে যায়।

আখেরাতের চিন্তা

٤٣٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ، فَقَالَ

مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوْا نَحْنُ الْمُسْلِمُوْنَ، وَامْرَاةٌ تَحْضِبُ بِقِدْرِهَا مَعَهَا ابْنٌ لَّهَا، فَاِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتْ بِهٖ، فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَتْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ؟ قَالَ بَلٰى، قَالَتْ اَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ بِعِبَادِهٖ مِنَ الْاُمِّ بِوَلَدِهَا، قَالَ بَلٰى، قَالَتْ اِنَّ الْاُمَّ لَاتُلْقِيْ وَلَدَهَا فِي النَّارِ، فَاَكَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيْ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ اِلَيْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَايُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهٖ اِلَّا الْمَارِدَ اَلْمُتَمَرِّدَ الَّذِيْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ وَاَبٰى اَنْ يَّقُوْلَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (مشكوة)

৪৩৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন : আমরা একটা যুদ্ধ উপলক্ষে রাসূল (সা)-এর সাথে সফরে গিয়েছিলাম। এই সফরে রাসূল (সা) কিছু লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কারা? তারা বললো : আমরা মুসলমান। সেখানে জনৈকা মহিলা রান্না করছিল। চুলোর ভেতরে কাষ্ঠ দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছিল। তার কোলে একটা শিশু ছিল। আগুনের শিখা জোরদার হলেই সে শিশুটিকে সরিয়ে নিচ্ছিল। সেই মহিলা রাসূল (সা)-এর কাছে এল এবং বললো : আপনি কি আল্লাহর রাসূল? রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, সে বললো : আমার বাপ মা আপনার ওপর কোরবান হোক। আচ্ছা, আল্লাহ কি সকল দয়াবানের চেয়ে দয়ালু নন? রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, অবশ্যই। সে বললো : মা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াবান, আল্লাহ কি তার বান্দাদের ওপর তার চেয়ে বেশী দয়ালু নন? রাসূল বললেন : হাঁ। তিনি তার বান্দাদের মায়ের চেয়েও দয়ালু। মহিলা বললো, কিন্তু মা তো তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করা

পছন্দ করে না। তার একথা শুনে রাসূল (সা) মাথা নীচু করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে মহিলাকে বললেন : আল্লাহ সেই দাম্ভিক ও অহংকারীকে ছাড়া শাস্তি দেবেন না, যে তাওহীদের বাণীকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা : নিঃসন্দেহে এই মহিলা মুসলমান ছিল এবং আল্লাহর দয়া ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। তা সত্ত্বেও সে এ প্রশ্ন কেন করলো? এর কারণ এই যে, তার অন্তরে আখেরাতের চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। সে ঈমান আনা ও ঈমানের দাবী অনুযায়ী সাধ্যমত সৎ কাজ করা সত্ত্বেও জানতো যে, আল্লাহর জান্নাত পাওয়ার জন্য এটুকু যথেষ্ট নয়। দোযখের ভয়ে সে ভীত ছিল। রাসূল (সা) তাকে যে জওয়াব দিলেন তার মর্মার্থ এই যে, হে আল্লাহর বান্দী, জাহান্নামে তো সেই ব্যক্তি যাবে, যার কাছে ইসলাম এসেছে এবং সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। তুমি তো মুসলমান। তুমি কেন জাহান্নামে যাবে? ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং তার দাবী পূরণ করে চলেছ– এমন লোকদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। এ ধরনের সচেতন মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহর এ জবাব যুক্তি সংগত ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল।

মুসলমান হওয়ার পর আগের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

٤٣٦– عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ قَلْبِىْ الْاِسْلَامَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلاُبَايِعُكَ، فَبَسَطَ يَمِيْنَهٗ فَقَبَضْتُ يَدِىْ، فَقَالَ مَالَكَ يَاعَمْرُو، فَقُلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَشْتَرِطَ. فَقَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ فَقُلْتُ اَنْ يُّغْفَرَ لِىْ، قَالَ اَمَاعَلِمْتَ اَنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهٗ ـ (بخاري)

৪৩৬। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন : আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি করলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমি বললাম : আপনি আপনার হাতখানা বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার হাতে বায়য়াত করবো। (অংগীকার করবো যে, এখন আমি একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করবো) যখন তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে আনলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কী? তুমি নিজের হাত টেনে নিলে কেন? আমি বললাম : আমি একটা শর্ত আরোপ করতে চাই। তিনি বললেন : শর্তটা কী? আমি বললাম : শর্ত এই যে, আমার অতীতের সকল গুনাহ্ যেন মাফ হয়ে যায়। রাসূল (সা) বললেন : হে আমর! তুমি কি জান না যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মানুষ যত গুনাহ্ করে, ইসলাম গ্রহণের ফলে তার সবই মোচন হয়ে যায়? (বোখারী)

ব্যাখ্যা : এখানে যে বিষয়টা বুঝে নেয়া দরকার তা হলো, অমুসলিমদের ভেতরে কোরআন ও রাসূলের (সা) ইসলাম প্রচারের কাজ এমন পদ্ধতিতে করা হতো যে, তারা নিজেদের মুক্তির চিন্তায় ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে যেত। তারা নিশ্চিত হয়ে যেত যে, তাদের পৈতৃক ধর্ম তাদের কোন কাজে আসবে না, এই দুনিয়ার জীবনের পর আরো একটা জীবন অবশ্যই আসবে এবং একমাত্র সেই জীবনই মানুষের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার যোগ্য।

বেশী করে নামায পড়া জান্নাতের গ্যারান্টি

٤٣٧- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰتِيْهِ بِوَضُوْءِهٖ وَحَاجَتِهٖ فَقَالَ سَلْنِىْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ، فَقَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ، قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ - (مسلم)

৪৩৭। রবীয়া বিন কা'ব (রা) (রাসূল সা. এর ভৃত্য) বলেন : আমি রাতে রাসূল (সা)-এর সাথে থাকতাম, তাঁর জন্য ওযূর পানি আনতাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন : তুমি আমার কাছে চাও। আমি বললাম : আমি আপনার সাথে জান্নাতে বাস

করতে চাই। তিনি বললেন : আর কিছু নয়? আমি বললাম : আমার আর কিছুর দরকার নেই। শুধু এটাই চাই। রাসূল (সা) বললেন : তুমি যদি আমার সাথে জান্নাতে বাস করতে চাও, তাহলে বেশী করে নামায পড়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ জান্নাতে আমার সাথে থাকতে হলে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আল্লাহর ইবাদত কর ও বেশী করে নামায পড়। অন্যথায় জান্নাতে আমার সাথে থাকা সম্ভব নয়।

ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ মাফ হবে

٤٣٨- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَلَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُّحْتَسِبٌ مُّقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُّحْتَسِبٌ مُّقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ - (مسلم)

৪৩৮। হযরত আবু কাতাদা (রা) বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এই মর্মে ভাষণ দিলেন যে, আল্লাহর ওপর ঈমান ও বিশ্বাস রাখা এবং তাঁর পথে জেহাদ করা সর্বোত্তম কাজ। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো : হে রাসূল, আমি যদি আল্লাহর পথে শহীদ হই তাহলে কি আমার অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে

লড়াই কর, শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়তার সাথে টিকে থাক ও পালিয়ে না যাও, আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব লাভের নিয়তে লড়াই কর এবং তোমাকে হত্যা করা হয়, তাহলে তোমার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর রাসূল (সা) বললেন : একটু আগে তুমি কী যেন জিজ্ঞেস করছিলে? সে বললো : আমি যদি আল্লাহ পথে লড়াই করতে করতে নিহত হই, তাহলে কি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হা, মাফ হয়ে যাবে– যদি তুমি শত্রুর মোকাবিলায় অবিচল থাক, রণাঙ্গন থেকে না পালাও, আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে লড়াই কর, তাহলে তোমার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে তোমার ঘাড়ে কোন ঋণ থেকে থাকলে তা মাফ হবে না। জিবরীল আমাকে একথাটা এই মাত্র বললেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বস্তুত আখেরাতের বিশ্বাস যখন মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়, তখন তার এই চিন্তাই প্রবল হয়ে দাঁড়ায় যে, তার অতীতের গুনাহ কিভাবে মাফ হবে।

এ হাদীস থেকে বান্দাহর হকের গুরুত্বও স্পষ্ট হয়ে যায়। যদি কেউ ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ না করে আর ক্ষমাও করিয়ে না নেয়, তবে আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন দিলেও ঋণের দায় থেকে রেহাই পাবে না।

ক্ষুদ্র গুনাহকে অবজ্ঞা করা অনুচিত

٤٣٩– عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِّنَ الشَّعْرِكُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ يَعْنِي الْمُهْلِكَاتِ - (بخاري)

৪৩৯। হযরত আনাস (রা) তার যুগের লোকদেরকে বলেন : তোমরা এমন বহু কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও হালকা ও তুচ্ছ, কিন্তু আমরা সেগুলোকে রাসূল (সা)-এর যুগে দ্বীন ও ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। (বোখারী)

ব্যাখ্যা : মানুষ যদি ক্ষুদ্র গুনাহগুলোকে তুচ্ছ মনে করে অবজ্ঞা করে, তবে একদিন এমনও আসবে, যখন সে বড় বড় গুনাহ করে ফেলবে এবং তাকে হালকা ও নগণ্য মনে করবে।

আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা শ্রেষ্ঠ পুঁজি

٤٤٠- اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَّ لَهَا؟ قَالَ مَااَعْدَدْتُّ لَهَا اِلاَّ اِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ، قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ، قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا- (بخاري، مسلم، انس رضـ)

৪৪০। হযরত আনাস (রা) বলেন : একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এল এবং জিজ্ঞেস করলো যে কেয়ামত কবে হবে? রাসূল (সা) বললেন : তুমি তার জন্য কি পুঁজি যোগাড় করেছ? সে বললো : আমি এজন্য বেশী কিছু পুঁজি তো সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলকে ভালাবাসি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : মানুষ যাকে ভালোবাসে, আখেরাতে তাঁর সাথেই সে থাকবে। হযরত আনাস বলেন : ইসলামের আগমনের পর লোকদেরকে আমি আর কখনো এত খুশী হতে দেখিনি, যতটা তারা রাসূলুল্লাহর (সা) এই কথা শুনে খুশী হয়েছিল। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথীগণ সৎ কাজে কত এগিয়ে ছিলেন, সে সম্পর্কে কোরআন নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তিত থাকতেন। তাই রাসূল (সা)-এর এ কথাটা শুনে তাদের খুশী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল এবং এ ধরনের চিন্তাগ্রস্ত লোকদেরকে এ ধরনের আশ্বাস দেয়াও যায়। **সমাপ্ত**

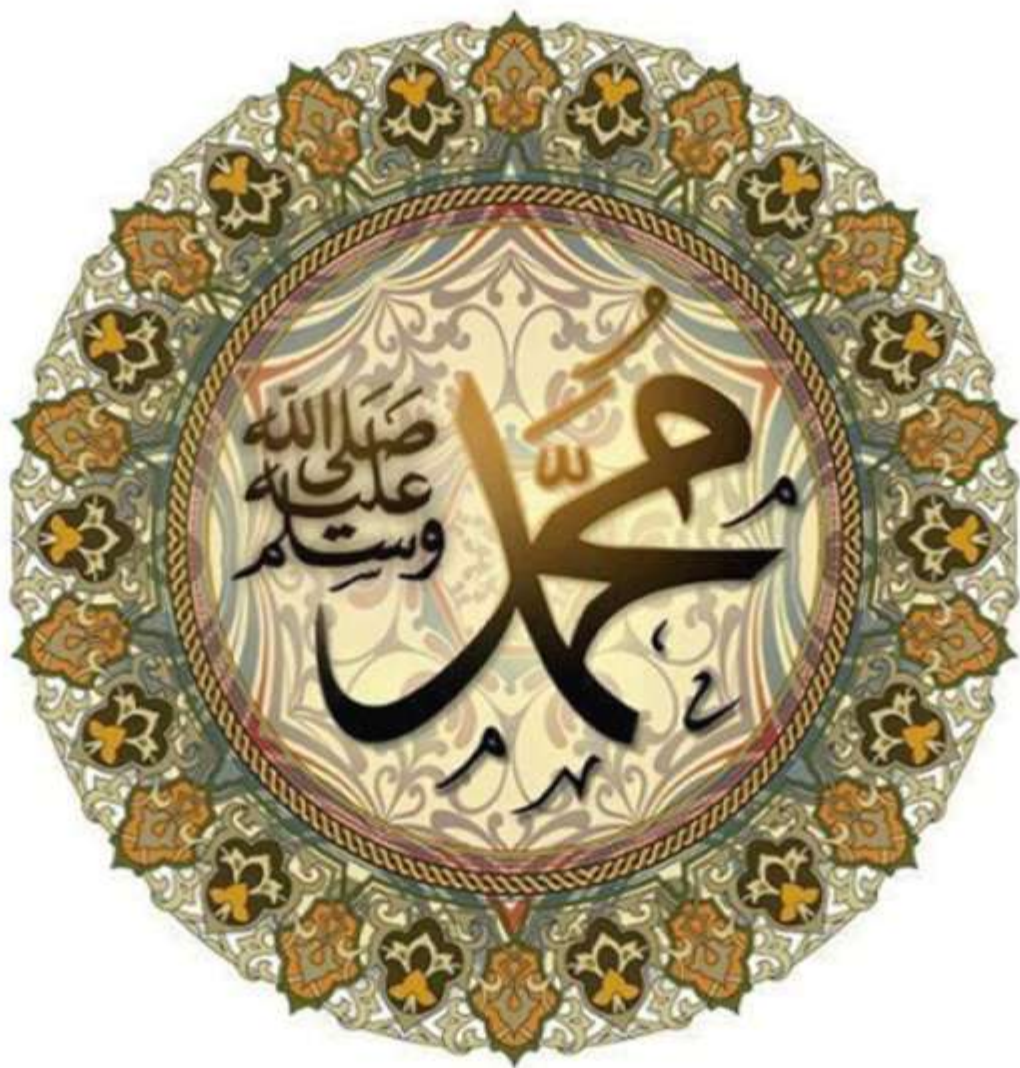
স্ক্যানিং পি ডি এফ সম্পাদনাঃ-
আব্দুল মালিক তালুকদার (প্যারিস)
abdulmaliktalukder@gmail.com
তারিখঃ-১০/০৫/২০১৩


মানুষের জীবনে পরিশ্রম ছাড়া
সাফল্য লাভ হয় না।
(আল-কুরআন)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় যে জিনিসটি অধিক ভারী হবে তা'হলো তার উত্তম চরিত্র। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশ্লীল ভাষী ও নির্লজ্জ ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন

তিরমিযী; রাহে আমল হাদীস ২৬২


محمد
صلى الله عليه وسلم



মক্কা পাবলিকেশন্স

ISBN 984- 873- 000- 1 set